ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার থ্রিলার



মিডনাইট ডার্লিং

মূল : জ্যাকলিন সুসান

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

মিডনাইট ডার্লিং

মূল : জ্যাকলিন সুসান

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু





মিজান পাবলিশার্স



প্রকাশক
লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী পিএমজেএফ
মিজান পাবলিশার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫১২৯৪৬, ৭১১১৪৩৬, ৭১১১৬৪২
মোবাইল : ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫১২৯৪৬
E-mail : info@mizanpublishers.com
www.mizanpublishers.com

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১১

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
মাওদুদুর রহমান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন
বোরহান উদ্দিন

মুদ্রণ
লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড
২৪ই শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য
১৮০ টাকা মাত্র

ISBN
978984861390-0

Midnight Darling by Anis Das Apu
Published by Ln. A. N. M. Mizanur Rahman Patoary PMJF
Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2rd Floor), Dhaka-1100
Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited
24E Srish Das Lane, Dhaka-1100

উৎসর্গ

প্রাপ্তবয়স্ক রোমাঞ্চোপন্যাস প্রিয় পাঠকদেরকে-

ভূমিকা

জ্যাকলিন সুসান (আগস্ট ২০,১৯১৮–সেপ্টেম্বর ২১,১৯৭৪) একজন আমেরিকান উপন্যাসিক। তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার উপন্যাসগুলোর জন্য। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস হলো *ভ্যালি অব দ্য ডলস।* বইটি ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হবার পরে এ পর্যন্ত ৩০ মিলিয়ন কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছে *দ্য লাভ মেশিন* ওয়ান্স ইজ নট এনাফ, *ডলোরেস* ইত্যাদি।

জ্যাকলিন সুসানের জন্ম পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়ায়। তিনি লেখক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরুর আগে কয়েকটি ছায়াছবিতে অনুল্লেখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। উভকামী বলে খ্যাত জ্যাকলিন তার প্রথম সফল বই *এভরিনাইট জোসেফিন* রচনা করেন ষাট দশকের শুরুতে। তাঁর বহুল আলোচিত *মিডনাইট ডার্লিং* তাঁর মৃত্যুর পরে রচনা করা হয়। যদিও বইটির আউটলাইন তিনি জীবদ্দশায় রচনা করে গিয়েছিলেন। অবশ্য পাশ্চাত্যে এ ধারাটি নতুন কিছু নয়। বহু বিখ্যাত থ্রিলার লেখকের মৃত্যুর পরে তাঁর নামে বই লেখা হয়েছে এবং সেসব বইও বেস্ট সেলারের মর্যাদা পেয়েছে। জ্যাকলিন সুসান সেই স্বল্প ক'জন নারী লেখকদের অন্যতম যার আকাশছোঁয়া জনপ্রিয় বইগুলোর প্রধান উপজীব্য রোমাঞ্চ ও সেক্স। *মিডনাইট ডার্লিং*-এ অ্যাকশনের পাশাপাশি প্রাধান্য পেয়েছে যৌনতা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি রকমের বর্ণনার লাগাম টেনে ধরতে হয়েছে এ দেশি পাঠকদের কথা চিন্তা করে। তবে যারা অ্যাডাল্ট ফিকশন পড়তে পছন্দ করেন তাদের বইটি ভাল লাগবে। যদিও, বলাবাহুল্য, বইটি কঠোরভাবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। আর বইটি পাঠকদের ভাল লাগলে ভবিষ্যতে জ্যাকলিন সুসানের সেরা বইগুলো উপহার দেয়ার ইচ্ছে রইল।

অনুবাদক

এক

আমেরিকান সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারদের চাকুরি অনেকটা কচুপাতার পানির মত। টলটল করে। কখন যে কে ঝরে যায় বোঝার জো নেই। কমিশন পাবার পর ক'টা বছরও পেরোয়নি। সানফ্রানসিসকো সেনানিবাসের অর্ডন্যান্স ডিপোর অ্যাডজুটেন্ট মাইকেল শেলডন। জড়িয়ে পড়ল ঝামেলায়। সিনিয়র ক'জন অফিসার কি সব লটর পটর করলেন। কোর্টমার্শাল হলো তাদের। সাথে নট হয়ে গেল সাধের চাকুরী। যাবার সময় দয়া করে ঝুলিয়ে দিয়ে গেলেন বেচারা মাইককেও।

এক গ্রীষ্মের ঝলোমলো সকালে কমাণ্ডিং অফিসার ডেকে পাঠালেন ওকে। কোন রকম ভনিতা না করেই বললেন, 'সরি টু সে দ্যাট ইয়োর সার্ভিস ইজ নো মোর রিকোয়ার্ড ইন ইউ এস আর্মি ক্যাপ্টেন।'

গা জ্বলে গেল মাইকের। ফের ক্যাপ্টেন বলা হচ্ছে। গা থেকে ইউনিফর্ম খুললেই তো ব্যাস, সিভিলিয়ান তুমি। এখন আবার ক্যাপটেন বলা কিসের জন্যে বাপু। সি, ও ফের বললেন, 'কোর্ট মার্শালের হাত থেকে বেঁচে গেলে, শোকর করো তার জন্যে। আর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলো, লজ্জা কোরো না।'

এতক্ষণে কথা বলল মাইক। 'তার আর দরকার হবে না বোধহয় স্যার।' মাথার হ্যাটটা ঠিক করে স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে গেলো তার কামরা থেকে। সোজা চলে গেল মেসে। সকালে পিটি থেকে ফিরে ব্রেকফাস্ট করছে সবাই। ইউনিফর্ম খুলে ফেলে কাপড় চোপড় গুছাতে শুরু করল মাইক। ওর রুমমেট লেফটেন্যাণ্ট হেনরী এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলো, 'স্যার আপনার পেসীর (সামরিক বাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিচারের নাম) কি খবর?

'নো মোর ইন সার্ভিস,' শ্রাগ করল মাইক।

'একেবারে নট! বলেন কি স্যার,' চোখ কপালে তুললো ও। 'আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তো প্রমাণ করা যায়নি।'

'টেক ইট ইজি ম্যান,' কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল মাইক।' কাপড় গোছানো শেষ ওর। 'তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, হেনরী। আর–গুডবাই, ভাল থেকো।'

'আপনি তাহলে সত্যি সত্যিই চলে যাচ্ছেন স্যার?' কাঁদো কাঁদো সুরে বললো ও। 'ঠিক আছে যান, তবে আমিও আসছি, স্যার। বাইরে আমার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করে রাখবেন।'

হেনরী চলে যেতেই ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে হাভানা চুরুট ধরালো মাইক। সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করতে হবে জীবনটা। কিন্তু ঠিক কিভাবে বুঝতে পারছে না। মানুষটাও অত ভাল নয় সে। মানে পানীয় আর নারী সঙ্গের প্রতি রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ। কিন্তু তার সাথে সেনাবাহিনীর চাকুরীর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়। স্রেফ কপালের ফেরেই চাকুরী গেল। দোষ করল সিনিয়ররা আর তার ভাগীদার করল ওকে। নইলে ইউনিটের টাকা তসরুপ করার চিন্তা মাইকের মাথায় কস্মিনকালেও আসেনি।

কিন্তু ঘন্টাখানেকের ভেতর চলে যেতে হবে ওকে এখান থেকে। সম্ভব হলে তারও আগে। কেননা এখন পূর্ণ সিভিলিয়ান সে। তাছাড়া কেমন যেন একটা ঘেন্না ঘেন্না ভাব জাগছে মনের মধ্যে। কোথায় যাওয়া যায়? বাড়ি ফিরে যাবার প্রশ্নই আসে না। আর বাড়ি বলতে ওর রয়েছে বয়স্ক এক বাপ। আর তার দ্বিতীয় পক্ষের তন্বী স্ত্রী। টাকা আছে মেলা। নিজের বাপকে চেনে মাইক। ওর পরিস্থিতিকে স্রেফ ঝামেলা বলে মনে করবে। নিজের অক্ষমতা সত্ত্বেও স্রেফ টাকার জোরে ঘরে বউ টিকিয়ে রেখেছেন তিনি।

বন্ধু বান্ধবের কথা চিন্তা করল মাইক শেলডন। কিন্তু নিজের এ চরম দুঃসময়ে বুঝতে পারল সব শালা দুধের মাছি। বাকী থাকল ওর প্রণয়িনীরা। হ্যাঁ বেশ ক'টা এখন মাইকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এক সাথে একাধিক তরুনীর সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে ও ছাত্রজীবন থেকেই। প্রথম প্রথম শুধু গিফট বাগাতো। তারপর থেকে টাকা। যখন ঠিক মত গোঁফও গজায়নি তখন ওর চেয়ে দশ বছরের বড় এক এয়ার হোস্টেস প্রেমিকা একটা গাড়ী উপহার দিয়েছিল মাইককে। বন্ধুরা এজন্যে সবাই হিংসে করত ওকে। আড়ালে 'পুরুষ বেশ্যা' বলে ডাকত।

এ মুহূর্তে ফারাহ্‌র কথা শুধু মনে পড়ল মাইকের। ওর প্রেমিকাদের ভেতর সবচে' সরস মাল। এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর মেয়ে। একমাত্র আদুরে অষ্টাদশী কন্যা। নিশ্চয়ই বাপকে বলে কয়ে একটা গতি করে দেবে মাইকের।

যে কথা সেই কাজ। জিনিসপত্র বলতে শুধু একটা ব্যাগ। মনে হচ্ছে যেন ছুটিতে যাচ্ছে। বেটসম্যানটাকে ডেকে দশটা ডলার দিল মাইক।

যাবার সময় ভিড় জমালো সবাই। সবার চোখেই পানি। মাইক বুঝল ওর মত খারাপ লোকটাকেও ভালবেসে ফেলেছিল সবাই। বুকটা একটু কেমন যেন করে উঠল। চাকুরীর জন্য নয়। এতদিনের আপন করে নেয়া জগৎটা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে।

সানফ্রানসিসকোর অভিজাত এলাকার একটা অভিজাত বাড়ির সামনে এসে থামল মাইকের ভাড়াটে ট্যাক্সি। সাবরিনা ফারাহ্‌র বাড়ি। একটু ইতস্তত করল ভেতরে ঢুকতে। এতদিন একটা সম্মানজনক চাকুরি ছিল, সবই ছিল। কিন্তু এখন কিছুই নেই। রাস্তার একটা কুকুরের সাথেই বা কি পার্থক্য আছে ওর।

হঠাৎ মানস চোখে দেখতে পেল সে নিজেকে। ছ'ফুট লম্বা, পেশীবহুল ব্যায়ামপুষ্ট দেহের অধিকারী মাইকেল শেলডনকে। ঝাঁকড়া কোকড়ানো চুল, মায়াবী চোখ, মেয়েদের চোখ টাটানো বিশাল বুকের ছাতি আর হাতের বাইসেপ। আর সবচে' বড় ব্যাপার, যে মেয়ে একবার বিছানায় গেছে ওর সাথে সে কখনোই আর ফেরাতে পারবে না মাইককে। চিন্তা করতেই হারানো আত্মবিশ্বাস পুরোদমে ফিরে এল। ট্যাক্সির ভিউ মিররে দেখে নিল নিজেকে। না, মরে যায়নি মাইক শেড।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে দিল ফারাহ্‌ নিজেই। সদ্য গোসল সেরে এসেছে। সারা পিঠময় ছড়িয়ে আছে ঘন ভেজা চুলের বন্যা। কপালের উপর কিছু পানি। সূর্যের রওশনী আলোয় ঝক ঝক করছে মুক্তোর দানার মত। ফিনফিনে পাতলা একটা নাইটি পরে আছে ও ক্রীম কালারের। স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তরুণী ভার্যার মত অমূল্য দেহসম্ভার।

'হাই মাইক,' ছুটে এসে ও জড়িয়ে ধরল মাইককে। 'ইস্ কত দিন পর এলে।'

ওর নরম দেহের উষ্ণ কোমল স্পর্শে গরম হয়ে উঠল মাইক। সেই সাথে মনে পড়ল অফিসিয়াল ঝামেলার জন্যে কতকাল নারীসঙ্গ বর্জিত সে। 'জরুরী কথা আছে তোমার সাথে, ডার্লিং,' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল মাইক।

'আমার বেডরুমে চলো,' ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে বলল ফারাহ্‌। 'এই ক'দিন আর ছাড়ছি না তোমাকে। ড্যাড আর ম্যাম ন্যুয়র্ক গেছেন কয়েক দিনের জন্যে। বাসায় আমি একদম একা।'

মনটা খুশি হয়ে উঠল মাইকের। শালার মেঘ না চাইতেই জল। ফারাহ্‌র বেডরুমের নরম ডিভানে গিয়ে বসল সে। 'সাপোজ যদি শোন–'

কথা শুরু করতে গেল মাইক। ওর ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে চুপ করিয়ে দিল ফারাহ্। 'এদ্দিন পরে এসেছো আগে আমাকে একটু আদর করো, ডার্লিং। আদুরে বেড়ালের মত আবদার করল ও।

স্রেফ চুপ করে গেল মাইক। বুক আর জিভ শুকিয়ে এল। আর শরীরের একটা বিশেষ অঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিল আসলেই মরুভূমির মত কি রকম শুকিয়ে আছে সে। ওর চোখের দিকে গাঢ়ভাবে তাকাল মাইক। ওর চোখের তারায় মায়াবী নেশার মতন আহবান। পুরোপুরি ভুলে গেল মাইক বর্তমান সমস্যা যে সদ্য চাকুরীচ্যুত একজন আর্মি ক্যাপটেন সে। কোন কথাই বলা হলো না আর। অপলক চোখে তাকাল ফারাহ্‌র শরীরে। স্বচ্ছ নাইটি ভেদ করে উঁচু হয়ে আছে সংক্ষিপ্ত ব্রা'র বাঁধনে ওর সুউন্নত বুকের উপত্যকা।

যেন ফুঁসে উঠতে চাইছে ক্ষণে ক্ষণে। চিকন কোমর আর মৃণাল নাভীদেশ। কালো প্যান্টি সাপের মত পেঁচিয়ে রেখেছে বিশাল নিতম্ব আর জঙ্ঘা। সাদা হাতির শুড়ের মত কিংবা মোটা মোটা থামের মত ওর মাখন পেলব উঁরু।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মাইক ফারাহ্‌র কোমর। মুখের ভেতর ললিপপের মত পুরে নিল ওর ঈষৎ আঠালো ঠোঁট জোড়া। চাটতে লাগল। চুষছে পাগলের মত। দুহাতও থেমে নেই ওর। ঘুরে বেড়াচ্ছে ফারাহ্‌র শরীরের যত্রতত্র। কিন্তু বারবারই প্যান্টি, ব্রা-এসব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে মাইকের অবাধ্য হাত জোড়াকে।

হঠাৎ দুহাতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল মাইক। 'দরজাটা বন্ধ করা হয়নি, ডার্লিং,' ফিস ফিস করে বলল ও। 'পর্দাগুলোও টেনে দেয়া দরকার আরেকটু ভালো করে।'

'সরি ডার্লিং, মাথা ঠিক ছিল না আমার,' উঠে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল মাইক দরজার। ভাল করে টেনে দিল রুমের ভারী মখমলের পর্দা। সকাল আটটা বাজে। বাইরে পুরোপুরি সকাল, অথচ মাঝরাতের কাজকর্ম শুরু করতে যাচ্ছে ওরা দু'জনে।

এবার এগিয়ে এসে দুহাতে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল মাইক ফারাহ্‌কে। আলতোভাবে শুইয়ে দিল বিছানায়। এসব কাজ একটু তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে পছন্দ করে মাইক।

প্রথমেই খুলে নিল পায়ের বিরক্তিকর কেডস জোড়া। সাদা স্পোর্টস গেঞ্জী আর জিনস্ খুলে ছুড়ে ফেলল ঘরের এক কোনায়। সারা দেহে এখন শুধু আণ্ডারওয়্যার। দু'হাত মাথার উপর হেলে আলস্য ভরে আড়মোড়া ভাঙল মাইক। সাথে সাথে কিলবিল করে উঠল দেহের পেশীগুলো।

তাকিয়ে দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর ছাব্বিশ বছরের পুরুষ দেহটাকে দু চোখে গিলছে ফারাহ্ । এবার এগিয়ে গেল মাইক বিছানার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসল ওর পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠাতে শুরু করল ওর নাইটির ঝুল। উরুর কাছাকাছি পর্যন্ত তুলে নিয়ে থামল একটু। ঠোঁট বোলাতে শুরু করল ওর সুগঠিত মসৃণ ধবধবে ফর্সা পা জোড়ায়, হাঁটুতে, উরুতে।

এসময় উঠে বসে মাথা গলিয়ে নাইটিটা খুলে ফেলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল ফারাহ্ । মৃদু ধাক্কা দিয়ে ফের শুইয়ে দিল ওকে মাইক। এক কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ল ওর একপাশে। কাত হয়ে শুয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। মুখ ঘষতে লাগল ওর ফুটোর মত নাভীর উপর। স্পষ্ট অনুভব করল শিরশির করে কাঁপছে ওর সারা দেহ। 'দ'-এর আকার ওকে কাত করে শোয়াল। পেছন দিক থেকে খুলে দিল ব্রা'র স্ট্যাপ জোড়া। টান দিয়ে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল ওটা। ফুঁসে উঠে লাফিয়ে উঠলো ফারাহ্র উদ্ধত স্তন জোড়া। যেন ফণা মেলেছে এক জোড়া পদ্ম গোখরা সাপ।

ওর পেছনে শুয়ে গায়ের সাথে সেটে দুহাতে মৃদু অত্যাচার করতে থাকল স্তন বৃন্তের উপর। মাইকের হাতের কঠোর পুরুষালী স্পর্শ পেয়ে শক্ত হয়ে উঠল স্তনের বোঁটা । মাইক মুখ গুজল ফারাহ্ র ঘাড়ের পেছনে, গহীন নেশার গন্ধ চুলের অরণ্যে। ওর চুলের গন্ধ বহু গুণে বাড়িয়ে দিল ওর উত্তেজনা।

বাঁ হাত দিয়ে টেনে নামিয়ে দিল ফারাহ্র প্যান্টি। ভরা কলসীর মত নিতম্ব ওর। এদিকে শক্ত ইলাস্টিক আণ্ডারওয়্যারের বাঁধনে সিংহের মত গর্জন করে মাথা ঠুকতে শুরু করে দিয়েছে মাইকের বেয়ারা রাজাটা। এখন অর্থহীন এ আবরন। টেনে খুলে ফেলল মাইক জাঙ্গিয়া। জন্মদিনের পোশাকে এখন দুজনেই সৃষ্টির আদম মানব আর মানবী।

মাইক উঠে বসে চিৎ করে শুইয়ে দিল ফারাহ্কে। হালকা দুর্বা ঘাসের মত রোমাচ্ছাদিত ওর সামান্য ফুলো ফুলো ত্রিভুজটা। মাইক কোমর জড়িয়ে ধরে হাত চালিয়ে দিল ওখানে। মাইকের স্পর্শে থর থর করে কেঁপে উঠল মেয়েটার তনু। এবার ওর উপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল মাইক। একহাত কোমর আর এক হাত পিঠের নীচে দিয়ে মুখের ভিতর পুরে নিল একটা স্তন। চুষছে চকলেটের মত। ইতিমধ্যে ওর গরম গুহায় ঢুকে গেছে মাইকের লৌহদণ্ড। সুগভীর উত্তেজনায় বার বার দেহটা উপরের দিকে ঠেলে ঠেলে তুলতে লাগল ফারাহ্। তারপর অগ্নুৎপাত শুরু হলো। লাভা স্রোত বেরিয়ে আসার পরে শান্ত হলো দুটি দেহ। কিন্তু মাইককে ছাড়ল না ফারাহ্। গভীর

আবেগে জড়িয়ে ধরে রইল। ওর দুই গিরিখাদের মাঝে বন্দী হয়ে আছে মাইকের মুখ।

'ডার্লিং,' ওর বুকের উপত্যকা থেকে একটু মুখ সরিয়ে ফিস্ ফিস্ করে ডাকল মাইক। 'এবার ওঠা উচিত আমাদের।'

'ঘন্টাখানেক না যেতেই ফের আবার আমাকে গোসল করাতে বাধ্য করলে দুষ্টু কোথাকার,' কপট রাগের সাথে বলল ফারাহ্ সাবরিনা।

নগ্ন দেহে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল ও। নিতম্বে আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউ তুলে চলে গেল এটাচড বাথরুমে। কোমরে বেডসীটটা পেঁচিয়ে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে অপেক্ষা করতে লাগল মাইক।

নীল জিন্স আর সবুজ প্রিন্টের একটা ব্রা পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সাবরিনা। পেছন দিকে টেনে বেঁধেছে চুলগুলো। বাচ্চা একটা খুকীর মত মিষ্টি লাগছে ওকে। কেমন যেন লাগছে বুকের মাঝে। শালার প্রেমে পড়ে গেল নাকি, ভাবল মাইক।

'ডার্লিং, তাড়াতাড়ি গোসল সেরে এসো,' ওকে মিষ্টি হেসে তাড়া লাগাল ফারাহ্। 'আমি এক্ষুনি কফি বানিয়ে নিয়ে আসছি তোমার জন্য।' ত্রস্তা হরিণীর মত বেরিয়ে গেল ও। পাঁচ মিনিটের ভেতর বাথরুম সেরে নিল মাইক। কাপড় টাপড় পড়ে বাবু সাজল। এর মাঝে কফি নিয়ে এসে হাজির ফারাহ্। ছোট দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসল দুজনে। 'শোনো রিনি,' আদর করে ওকে প্রায়ই 'রিনি' ডাকে মাইক। 'একটা সমস্যা হয়েছে ।

'কি সমস্যা? কফির কাপে চুমুক দিয়ে শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল ফারাহ্।

'একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম, আজ সকালে জানতে পারলাম চাকরিটা চলে গেছে,' আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুরে বলল মাইক। 'বিশ্বাস করো কোন দোষ ছিল না আমার। স্রেফ প্যাচে পড়েই গেছে চাকরীটা। অন্তর থেকে সত্য কথা বলল ফারাহ্‌কে যা খুব কমই করে সে।

'সো হোয়াট,' বলল ফারাহ্ সাবরিনা। বিচ্ছিরি একটা চাকুরী গেল। তুমিও বাঁচলে আমিও বাঁচলাম। তুমি খুব ভাল করেই জানো আর্মির চাকুরী কখনোই পছন্দ করতাম না আমি। স্রেফ তোমাকে ভালবাসি বলেই সহ্য করে নিয়েছিলাম ব্যাপারটা।'

মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মাইক। যাক চাকুরি গিয়েও মালটার মনের মধ্যে ঠিকই আছে ও। 'কিন্তু ভবিষ্যতের কথাটা তো একবার ভাবতে হবে, ডার্লিং,' বলল ও। 'জীবনটা নতুন করে ফের শুরু করতে হবে

আমাকে।'

'তা তো হবেই,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ও। 'আর সেটা আমাদের দুজনের মন মত করেই।'

এর মাঝে আবার আমাকে জড়াচ্ছো কেন সোনা। তোমার মত এরকম অনেক প্রেমিকা থুড়ি বেড পার্টনার আছে আমার, মনে মনে ওকে গাল দিল মাইক। মুখে বলল, 'ঠিক তাই, সোনা। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার দরকার চাকুরির। যদিও ভবিষ্যতে একটা স্বাধীন জীবন যাপন করার ইচ্ছে আমার।'

'ড্যাডের যথেষ্ট আছে,' বলল ফারাহ্। 'কিন্তু আমি চাইনা ডার্লিং, শ্বশুরের টাকায় জীবন চালাও তুমি।' অনেকটা যেন স্বপ্নের ঘোরে বলে চললো ও। 'তুমি যেভাবেই হোক ছাড়া পেয়েছ আর্মি নামক চাকরীর দাসত্ব থেকে। ভাবতেই আনন্দ লাগছে আমার। এখন একটা ভাল চাকুরির দরকার তোমার। বছর খানেক চাকুরি করে টাকা জমাও তুমি। মায়ামী বীচে এক টুকরো জমি আছে আমার। এর মাঝে গ্রাজুয়েশনটাও শেষ হয়ে যাবে আমার। দুজনে মিলে ছোটখাটো একটা রেস্তোরাঁ খুলে বসব। বেশ চলে যাবে দুজনার দিন। আমার খুব বেশি ধনী হবার শখ নেই মানিক, তুমি তো জানোই।'

হোটেলঅলা হবো শেষ কালে, মনে মনে ভীষণ তেতে উঠল মাইক। টাকা, অজস্র টাকা আর নিত্য নতুন নারী এ হচ্ছে ওর স্বপ্ন। একজন প্লেবয়ের জীবন যাপন করতে চায় সে। একটা মেয়েকে নিয়ে সারাটা জীবন কাটানোর কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু মনের ভাব মনেই রাখল।

'কিন্তু চাকুরিটা যোগাড় করব কোত্থেকে,' মরীয়া হয়ে বলল মাইক।

'ও নিয়ে ভেবো না, ডার্লিং,' প্রত্যয়ের সাথে বলল ফারাহ্ সাবরিনা। 'ড্যাডির এক বন্ধুর ক্যাসিনো আছে হংকং-এ। কয়েকদিনের ভেতর একজন দক্ষ ম্যানেজার দরকার তার। প্রচুর বেতন দেবেন। জানি বন্দুক চালানো ছাড়া আর কোন চাকুরির অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নেই তোমার। কিন্তু আমি জানি তুমি পারবে। অনুরোধ ফেলতে পারবেন না ড্যাড। আর ড্যাডের আবদারও ফেলতে পারবেন না হার্ট আংকেল। সুতরাং ধরে নাও চাকরিটা হয়েই গেছে তোমার।'

'জিনিয়াস,' লাফ দিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরল মাইক ফারাহ্কে আনন্দের আতিশয্যে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চুমো খেল ঠোঁটে, চিবুকে, চোখে, গলায়।

'আরে করো কি,' তাড়াতাড়ি বলল ও। 'ভাব দেখে মনে হচ্ছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েই গেছো।'

কোন জবাব দিল না মাইক ওর কথার। শুধু ওর ঠোঁট জোড়া দিয়ে বন্ধ করে দিল ফারাহ্‌র কমলা কোয়া অধর।

দুই

হংকং এর প্রাণকেন্দ্রে 'নিউ হ্যাভেন' ক্যাসিনো। মাস খানেক হলো এখানে জয়েন করেছে মাইকেল। মিঃ হার্ট, অর্থাৎ ক্যাসিনোর মালিক আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু সাবরিনা আর ওর বাবার কড়া রিকোমনডেসন-এর তোড়ে ধোপে টেকেনি সে আপত্তি। এখন মাইক পুরো ক্যাসিনোর ম্যানেজার। দুজন সহকারী আর সুন্দরী তন্বী প্রাইভেট সেক্রেটারী, মাসিক পাঁচ হাজার ডলার বেতন। অবশ্য ক্যাসিনোর আয়ের তুলনায় তেমন কিছুই না।

প্রথম প্রথম স্রেফ স্বপ্নই মনে হত। ব্যারাকের প্যারেড, স্টাফের হুইসেলের শব্দ আর অফিসের কঠোর সামরিক শৃংখলা সবই এখন স্বপ্ন। মনেই হয় না কোনকালে সেনাবাহিনীতে ছিল মাইক। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্যাসিনোতে ও ক্যাপটেন নামেই পরিচিত।

সহকারী দু'জন চাইনিজ। একজনের নাম চিয়াং সু, অপর জনের নাম বিং সাম। এ ব্যবসায় সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ একজন লোক হিসেবে প্রথম প্রথম মাইককে তেমন একটা পাত্তা দিতে চায়নি ওরা। কিন্তু কয়েক দিনের ভেতর ভুল ভেঙ্গে যায় ওদের। চারজন অবাধ্য মাস্তানকে যখন পিটিয়ে বের করে দিল মাইক ক্যাসিনো থেকে একাই, সেদিন থেকেই সব স্টাফদের চোখেই একটা সশ্রদ্ধ ভাব লক্ষ্য করতে শুরু করেছে ও।

ছোটবেলা থেকেই রীতিমত জিমনেসিয়ামে যাতায়াত মাইকের। তারপর এক জাপানী ট্রেইনারের কাছে কারাতেও হাতেখড়ি নিয়েছে। আঠারো বছর বয়সের মধ্যে পেয়ে গেছে ব্ল্যাক বেল্ট।

সেদিন সকালে বসে ডিকটেশন দিচ্ছে মাইক ও ওর ভারতীয় সেক্রেটারী সোনিয়াকে। বোম্বের মেয়ে সোনিয়া। এক জোড়া লোভনীয় বক্ষের অধিকারী মেয়েটি। আটোসাটো ব্লাউজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ও দুটো। নিজের অজান্তেই বারবার মাইকের চোখের দৃষ্টি চলে যাচ্ছে বুকের উপত্যকায়। ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারছে সোনিয়াও। নীচের দিকে তাকিয়ে ক্ষণে ক্ষণে মুচকি হাসছে ও।

নিজেকে শাসন করার চেষ্টা করল মাইক। শালা লোচ্চা কোথাকার।

দু'দিন হয়নি জয়েন করেছ চাকরিতে, এখনই সুন্দরী সেক্রেটারীর বুকের দিকে নজর। এ চাকুরিটাও খাবে না কি।

ডিকটেশন দেয়া শেষ হয়ে এসেছে প্রায় এমন সময় দরজায় নক করল কে যেন। 'গেট ইন,' বলল মাইক।

ওর সহকারী চিয়াং সু ঢুকলো কামরার ভেতর। 'স্যার, মিস্ মিডনাইট ডার্লিং-এর সেক্রেটারী দেখা করতে চান আপনার সাথে,' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল সে।

মিস মিডনাইট ডার্লিংটা কে আবার,' বলল মাইক। 'আর কি ব্যাপারেই আমার সাথে কথা বলতে চায় সে?'

'আমাদের মাসিক ফ্রি স্টাইল ফাইটের ব্যাপারে,' বলল ও।

'বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

'আপনাকে এখনো বলা হয় নি, স্যার,' অনেকটা যেন সংকুচিত হয়েই বলল চিয়াং সু। 'প্রতি মাসে স্থানীয় স্টেডিয়ামে একটা ফ্রি স্টাইল ফাইটের আয়োজন করা হয়। এখানকার বিভিন্ন ক্যাসিনোর ভেতর। যে কোন দু'টো ক্যাসিনো দুজন ফাইটার ঠিক করে। সারা শহরের লোক বাজী ধরে দুজনের উপর। প্রায় প্রতি মাসেই আমরা ফাইটার দেই। কিন্তু ব্যাপারটা একটা স্রেফ প্রতারণা মাত্র স্যার। মিস্ মিডনাইট ডার্লিংয়ের প্রতিযোগীই জিতে যায় প্রতিবার। অর্থাৎ জিততে হয়। কেননা স্বয়ং মিস্ ডার্লিং মোটা অংকের বাজী ধরেন তার নিজের প্রতিযোগীর উপর।'

এই 'মিস্ মিডনাইট ডার্লিংটা কে? ফের জিজ্ঞেস করল মাইক।

'তার আসল পরিচয় কেউ জানে না, স্যার,' সাম্ভ্রমের সাথে বলল চিয়াং সু। 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে তার অনেক ক্যাসিনো আর বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা। কেউ চোখে দেখেনি ওঁকে। বিশেষ করে এই পুরো হংকং শহরটা বলা যায় তার কথায় উঠে বসে। পুরো প্রশাসন পুলিশ তার পেছনে। তাঁর বিরুদ্ধে যাবার কথা এখানে কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেনা। আফটার অল আপনি এখানে নতুন মানুষ, স্যার। ভেবেছিলাম আমাদের মালিক মিঃ হার্ট সব কিছু বলে দিয়েছেন আপনাকে।'

'না স্পষ্ট করে তেমন কিছু বলেননি মিঃ হার্ট,' চিন্তিত সুরে বলল মাইক। 'শুধু বলেছেন এখানে এসে অনেক কিছু শিখে নিতে হবে আমাকে। সে যাক, এখন নিয়ে এসো মিস্ মিডনাইট ডার্লিং-এর সেক্রেটারীকে। কথা বলে দেখি কি ব্যাপার।'

কিছুক্ষণের ভেতর গুরু নিতম্বিনী এক মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো চিয়াং। পাংক বলা যায়। অর্থাৎ অদ্ভুত বেশভূষা। পুরো নেটের একটা ম্যাক্সি

পরা। কোমরে একটা বিচিত্র বেল্ট। বেল্টের বকলেসের জায়গায় বিরাটকায় এক সিংহীর মুখ। পরে মাইক জেনেছে এটা ওদের প্রতীক। ভেতরে ব্রা' নেই। গোলাকার ছোট একটা আবরণ দিয়ে শুধু স্তনের বোঁটা ঢাকা। আর লাল রঙের একটা 'হার্ট' দিয়ে ঢাকা নিম্মাংগ। এ ছাড়া নেটের ম্যাক্সির নীচে তাকে প্রায় নগ্নই বলা যায়। বরং ছোট ছোট আবরণগুলো যেন বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে ওর নগ্ন দেহের সৌন্দর্য। আশি বছরের বুড়োরও যৌন সুরসুরি জাগাতে পারবে এ মেয়ে। ক্যাসিনোর ম্যানেজারীর বদৌলতে বহু কিসিমের মেয়ে দেখেছে মাইক কিন্তু এরকম আজব চিজের দেখা আজই প্রথম।

'আমি লীলা,' স্মার্ট ভঙ্গিতে বো করল মেয়েটা। 'মিস মিডনাইট ডার্লিং-এর সেক্রেটারী।'

'আপনি বসুন মিস্ লীলা,' বলল মাইক। 'আমর এ্যাসিস্টেন্ট থাকলে আশা করি অসুবিধা হবে না আপনার।'

'মোটেই না,' বুকে ছন্দ তুলে চেয়ারে বসতে বসতে বলল লীলা।

'আপনার কথা বলুন এবার।'

'কথা খুবই ছোট আর সরল। আসছে রোববারের ফাইটে মিঃ ডায়মণ্ড ক্যাসিনোর উপর একলাখ ডলার বাজী ধরেছেন আমার ম্যাডাম। সুতরাং তার কাছে হারতে হবে মিঃ নিউ হ্যাভেন ক্যাসিনোকে। আশা করি বুঝতে অসুবিধে হয়নি আপনার।'

ইচ্ছে হলো শালীর গালে চটাশ্ করে একটা চড় লাগায়। আর ইচ্ছে মত স্তন দু'টো মুচড়ে দেয়। 'তা আপনি বা আপনার ম্যাডাম কি করে ভাবলেন যে আমি রাজি হয়ে যাব এতে?' ব্যঙ্গের সুরে জানতে চাইল মাইক।'

'কেননা সাধারণত সবাই রাজী হয়ে যায়,' দ্রুত, সাবধানী গলায় বলল মেয়েটা। 'পাগলামী করবেন না মিঃ মাইকেল। আপনি বিদেশী, নইলে একথা বলার চিন্তাও করতেন না। আমরা জানি আপনি বীর পুরুষ, কিন্তু আমার ম্যাডামের কথা অমান্য করার ধৃষ্টতা ভুলেও দেখাবেন না, যদি আরো কয়টা দিন পৃথিবীর আলো বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকতে চান।' একটু থামল ও। তাকাল ঘড়ির দিকে।

'আমি এবার উঠি। তা কি বলব ম্যাডামকে গিয়ে?'

'বলবেন, ফাইটে যার শক্তি বেশি সেই জিতবে,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল মাইক।'

'তার মানে?' কপালে চোখ উঠল মেয়েটার। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে

তাকিয়ে আছে মাইকের দিকে।

'মানে খুবই ক্লীয়ার, মিস্ লীলা,' শান্ত কণ্ঠে বলল মাইক।'

'আপনি যেতে পারেন এবার।'

'আত্মহত্যাকারীকে আর কে বাঁচায়।' শ্রাগ করল লীলা। তারপর ঘুরে নিতম্বে সমুদ্রের ঢেউ তুলে গট গট করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

'স্যার,' মাইক তাকিয়ে দেখে মরার মত ফ্যাকাশে মুখে ওকে ডাকছে চিয়াং। 'আমি ফোন নাম্বার জানি মিস্ লীলার। এখনি আপনি রিং করে বলুন যে আপনি রাজী।'

'চিয়াং ঠিকই বলেছে, স্যার,' কাঁদো কাঁদো মুখে বলল সোনিয়া। 'ডাইনীটা একবিন্দুও মিথ্যে ভয় দেখায়নি আপনাকে। আমরা শুনেছি কয়েক বছর আগে এরকম রাজী হয়নি একজন ওর কথায়। ক'দিন পর সমুদ্র সৈকতে ক্ষত বিক্ষত লাশ পাওয়া যায় তার। আপনি রাজী হয়ে যান, স্যার। এখনো সময় আছে। আপনি নতুন, তাই প্রথমবার 'না' বলাতেও ডাইনীটা বোধ হয় কিছু বলবে না।' করুণ আর্তি ফুটে উঠল মেয়েটার কণ্ঠে।

বুঝতে পারছে মাইক, ক্রমশঃই একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে, যার পরিণতিতে মৃত্যু হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু তাই বলে একটা মেয়ের কাছে নতি স্বীকার করবে, এটাও মেনে নিতে পারছে না। মদ আর মেয়ে মানুষে যতই আসক্তি থাক ওর, কেউ কিন্তু বলতে পারবে না কারো কাছে হেরেছে সে কখনো। আর এখন হেরে যাবে? তাও একটা মেয়ের কাছে? মনে আছে মিলিটারী একাডেমীতে সিনিয়ারদের কাছে একটা ব্যাপারে ক্ষমা না চাওয়ার জন্যে শাস্তি দিতে দিতে নাকের ডগায় দম নিয়ে এসেছিল, কিন্তু ক্ষমা চায়নি মাইক। হার মানেনি।

'স্যার, এতে চিন্তার কিছু নেই,' ফের ব্যাকুল কণ্ঠে বলল সোনিয়া। 'আমাকে আর একটু ভাবতে দাও।' স্রেফ ওদেরকে আশ্বস্ত করার জন্যেই বলল মাইক। যদিও জানে, যা বলেছে, তাই করবে। কিন্তু এ'কটা দিন বেচারাদের দুশ্চিন্তায় রেখে লাভ কি?

ক্যাসিনোর ম্যানেজারস এপার্টমেন্টে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। অবশ্য রাত বারোটা একটার আগে কখনোই ফেরা হয়ে উঠে না। তারপরও নিস্তার নেই। কখনো কখনো হঠাৎ হয়তো একজন কাষ্টমার এসে বলবে রুমের এয়ার কুলার নষ্ট হয়ে গেছে কিংবা শুনতে পাবে মাতাল হয়ে কোন যুবক ধর্ষণ করেছে কোন যুবতীকে। ব্যস রাত কাবার হয়ে গেল ওখানেই।

তবুও চালাচ্ছে ভালোই। ক্যাসিনো'র সব লোকই এশিয়ার। এখানকার

অধিকাংশ ক্যাসিনোর ম্যানেজারই এশিয়ান। সুতরাং এখানকার সবাই আমেরিকান একজন যুবক ম্যানেজার পেয়ে খুবই খুশি।

দুটো চিঠি এসেছে ফারাহ্ সাবরিনার কাছ থেকে। উত্তর দেয়া হয়নি একটারও। ভেবেছিল আজ রাতেই লিখবে, কিন্তু বিছানায় শুতেই রাজ্যের ক্লান্তি এসে ভর করল সারা দেহে। বুঝল মাসিক পাঁচ হাজার ডলার ওর চেহারা দেখে দিচ্ছেন না মিঃ হার্ট।

হাজার হাজার মাইল দুরে রয়েছে মাইকেল শেলডন নিজের দেশ ছেড়ে। কোন কিছুরই অভাব নেই তার। শুধু সাবরিনার অভাব ছাড়া। মাঝে মাঝে মনে হয় সম্ভবত মেয়েটার প্রেমে পড়ে গেছে ও। নিজের অজান্তেই স্বপ্ন দেখে ওকে নিয়ে। মায়াবী'র সী বীচে ছোট্ট নীড়। সব যেন এখন হয়ে গেছে ওর নিজেরই স্বপ্ন।

চোখটা লেগে এসেছে প্রায় এমন সময় দরজায় নক করার শব্দ। কেউ নক করছে খুব আস্তে আস্তে। সাধারণত সবাই কলিংবেল বাজায়। অথচ এখন নক । সাবধানে উঠে দাঁড়াল মাইক। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রাত পৌনে একটা। দরজা খুলেই চমকে উঠে দেখে সোনিয়া।

'কি ব্যাপার এত রাতে?'

'ভেতরে আসতে বলবেন না, স্যার? মিষ্টি হেসে বলল ও।

'ক্যাসিনোর খুব কাছেই একটা ফ্ল্যাটে একাই থাকি। ঘুম আসছিল না, চলে এলাম হঠাৎ করেই। ডিস্টার্ব করলাম না তো, স্যার?'

'আরে এসো এসো,' হাসি মুখে বলল মাইক । 'ব্যাচেলারের কোয়ার্টার যে মাঝরাতে সুন্দরী তরুণী অতিথির আগমন খোদার রহমত ছাড়া আর কি বল?'

মেয়েটার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না মাইক। আগের ম্যানেজারের পি এস ছিল, সেই সুবাদে এখন ওর। স্কার্ট ব্লাউজ নয়, পুরো ভারতীয় সাজ সেজে এসেছে ও। হালকা আকাশী রঙের শাড়ী, ম্যাচ করে ব্লাউজ, কপালে কুমকুমের টিপ। সারা পিঠময় মেঘের মত এলো চুল। রুমের ডাবল সোফায় পাশাপাশি বসল দু'জনে। 'এবার বলো তোমার কথা,' ওর চোখে চোখ রেখে বলল মাইক।

'স্যার, ছোট একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে,' দু'চোখে করুণ আর্তি ফুটে উঠল ওর। 'আপনার সর্বনাশা জেদটা ত্যাগ করুন।'

'অফিসের পরে স্যার স্যার করোনা আমার সাথে,' ওর সাথে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করল মাইক, মেয়েটার দুর্বলতা বুঝেই। 'অবশ্য তুমি যদি বন্ধু বলে মনে করো আমাকে, বন্ধুরা মাইক বা শেড বলেই ডাকে আমাকে।'

'সত্যি' দুচোখ ভরা কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসা নিয়ে মাইকের দিকে তাকাল ও।

ওর চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসল মাইক। আরেকটু ঘনিষ্ট হয়ে বসল, আড় চোখে তাকাল ওর ভরাট দুটো স্তনের দিকে। সংক্ষিপ্ত স্লীভলেস ব্লাউজের উপরিভাগ দিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে স্তনদ্বয়ের গভীর খাঁজ। ওর শরীর থেকে ভেসে আসছে ঘাম আর পারফিউম মেলান মিষ্টি একটা গন্ধ।

মেয়েদের সাথে কিভাবে আগাতে হয় খুব ভালভাবেই জানা আছে মাইকের। খুব সাবধানে ডান হাতটা রাখল ওর কোলের ওপর। হালকাভাবে চাপ দিল উরুর ওপর। নিশ্চুপ রইল সোনিয়া। আনমনে ভাবছে কি যেন। মাইক বুঝল সম্মতি আছে মেয়েটার। আস্তে হাতটা তুলে আনল কোমরের কাছে। জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টানল তাকে। ঝুঁকে চুমু দিতে যাবে ঠোঁটে এমন সময় কেমন যেন আঁতকে উঠল ও। আর্ত কণ্ঠে বলে উঠল 'না'।

চকিতে ইলেক্ট্রিক শক খাওয়া কুকুরের মত দূরে সরে গেল মাইক। মনে পড়ল আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' এর নায়িকা ক্যাথারিনের কথা। যে প্রথম ডেটের সময় এমন করেছিল নায়কের সাথে। অবশ্য ক্যাথারিন সজোরে চড় মেরেছিল নায়ক হেনরিকে, যেটা সোনিয়া করেনি মাইকের সাথে।

'আই এ্যাম রিয়েলি সরি' একটু ধাতস্থ হয়ে বলল মাইক। 'আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি - ' বলার মত আর কোন কথা খুঁজে পেলনা।

'না, না ঠিক আছে' অনেকটা কুণ্ঠিত সুরে বলল সোনিয়া। 'আসলে এই ব্যাপারটা, মানে আশা করি বুঝেছো তুমি মাইক, জীবনে বারংবার খুবই নোংরাভাবে এসেছে আমার কাছে।'

কিছুক্ষণ কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল ও। হঠাৎ করেই মরিয়া হয়ে তাকাল মাইকের দিকে, 'তোমাকে সব বলব মাইক।' মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল ও। 'তুমি হয়ত ভাবছ ভারতের সতী সাধ্বী মেয়ে আমি, কিন্তু না মাইক, আমি ভার্জিন নই-'

দুহাতে ওর কাঁধ ধরে নিজের দিকে ফেরাল মাইক। 'আমাকে বলতে পারো, দেখবে অনেক হালকা হয়ে যাবে মনটা' গাঢ় সুরে বলল সে। 'অবশ্য যদি অতটা বিশ্বাস করো আমাকে।'

'মধ্য প্রদেশের খুব সাধারণ নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি, নীচু কণ্ঠে শুরু করল সোনিয়া। 'আর আমার আসল নাম সোনিয়া নয়, সীমা। এখানে

আসার পরে সোনিয়া নাম নিয়েছি। সে যাক গে, আমরা ছিলাম সাত বোন, বাবা সামান্য একজন কেরানী। সে যে কী অসহনীয় দারিদ্র! তুমি স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারবে না, মাইক। পৃথিবীর স্বর্গ রাজ্যের মানুষ তুমি। আমাদের একজন মামাবাবু ছিলেন। না, মায়ের কোন ভাই নেই। বোন বলে ডেকেছেন আমার মা'কে। টাকা পয়সা দিয়ে এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করতেন আমাদেরকে। অসীম বাবু নামের ঐ লোকের কী যেন ব্যবসা ট্যাবসা ছিল কলকাতায়। মাসের পনেরো দিন না যেতেই টাকা পয়সা শেষ হয়ে যেত বাবার। তারপরেই শুরু হত সংসারের টানা পোড়েন আর অসীম মামার সাহায্যের ওপর ভরসা। বাবা মা'র কাছে ঐ মামা ছিলেন স্বর্গের দেবদূত।

'এত কষ্টের মাঝেও পড়াশুনা করতাম আমরা সবাই । বোনদের ভেতর আমি ছিলাম দ্বিতীয়। একদিন কলকাতায় কলেজে ভর্তি করবার জন্যে আমার বড় বোন মালতীদিকে কলকাতায় নিয়ে গেল অসীম মামা। বেশ কিছুদিন পর জানতে পারলাম কোন ছেলের সাথে প্রেম করে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে আমার দিদি। বাড়িতে তখন স্বেচ্ছায় ওর নাম নিত না কেউ। একদিন আমিও ম্যাট্রিক পাশ করলাম। কলেজে পড়ার জন্যে শহরে অর্থাৎ কলকাতায় যেতে হবে। বাড়িতে কেউ রাজী না। কিন্তু অসীম মামা সবাইকে বলে কয়ে রাজী করাল। কলকাতায় যাওয়া ঠিক হলো আমার।

'বাড়িতে সবাই জানত কলকাতায় অসীম মামার বাসায় তার মা, বোন আছে। অথচ এসে দেখি কেউ নেই। শয়তানের মত চেহারার এক বুড়ী ছাড়া। কলকাতায় ঘুপচি গলিতে অসীম মামার বাসা। হাওড়া স্টেশনে নেমে তার বাসায় যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল আমাদের। আমাকে দেখে কেমন যেন হাসল বুড়িটা। আদর করে বলল, 'বাহ, এ যে দেখছি বড়টার চেয়ে অনেক খাসা গো।' এর মা, বোন কোথায় জানতে চাইলে, অসীম মামা বলল, কয়েকদিনের জন্যে নাকি দেশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে।

'শুতে শুতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল আমাদের। নিজের কামরায় এসে কাপড় চোপড় খুলে একটা নিমা আর সালোয়ার পড়ে শুতে যাবার আগে দরজা দিতে গিয়ে দেখি ছিটকিনিটা নষ্ট। ভাবলাম নষ্ট হবার পর কোন কারণে হয়তো বা আর ঠিক করা হয়ে উঠেনি। দরজার কাছে একটা চেয়ার ঠেলা দিয়ে রেখে বিছানায় গিয়ে শুয়ে রইলাম। রাত বোধহয় একটা দেড়টা হবে। সবে চোখে তন্দ্রা লেগে এসেছে, হঠাৎ মনে হলো কে যেন ঠেলছে দরজাটা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দেখি খালি গায়ে লুঙ্গি প'রা অবস্থায় আমাদের চাল্লশোর্ধ অসীম মামা।

'ওর চোখের বন্য দৃষ্টি দেখে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। বেড়ালের মত পা টিপে টিপে উনি এগিয়ে আসছেন আমার দিকে। আমি ডুকরে উঠে বললাম, 'মামা'। উনি ধমকে উঠলেন, 'চোপ হারামজাদী, কে তোর মামা?' বলেই অসীম টান মেরে খুলে ফেলে দিল ওর লুঙ্গিটা। তারপর দিগম্বর হয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। খেলাধুলায় ভাল ছিলাম আমি বরাবরই। পাশ কেটে দ্রুত দৌড় দিলাম। তিন ঘরের ছোট বাসাটার পাশের ঘরে বুড়ীটা থাকার কথা, অথচ দেখি নেই। তারপরের ঘরটাই অসীমের। আমার মাথায় একটাই চিন্তা, দৌড় দিয়ে ছিটকিনি খুলে সোজা রাস্তায়। তারপর যা হবার হবে। লোকাল টহল পুলিশ কিংবা আমার চিৎকারে ছুটে আসবে আশপাশের লোকজন। অসীমের ঘরে ঢুকেই দেখি সদর দরজার মস্ত তালা ঝুলছে একটা। ইতিমধ্যে দৌড়ে এসে আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে টেনে হিচড়ে কামরায় দিকে নিয়ে যেতে লাগল ও। যাবার সময় বলতে লাগল, 'এটা কলকাতা, যতই চিল্লাচিল্লি করিস না কেন কেউ আসবে না তোকে বাঁচাতে। তোর বড়টাকেও বাঁচাতে পারেনি।' সাথে সাথেই বুঝে নিলাম বড়দির করুণ পরিণতি। কিন্তু তখন অনেক কিছুই বুঝতে বাকী ছিল আমার।

'আমার কামরায় এসে আমাকে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল পিশাচটা। তারপর আমাকে অবাক করে দিয়ে বিছানায় তোষকের নীচে থেকে বের করল একটা লিকলিকে বেত। বেধড়ক মারতে শুরু করল আমাকে। ওর হাতে ধরলাম, পায়ে পড়লাম। কিন্তু আমাকে পিটিয়েই চলল। একেকটা বাড়িতে কালশিটে পড়ে যেতে লাগল আমার সতেরো বছরের তন্বী দেহে। খুব শীঘ্র চেতনা বিলুপ্ত হলো আমার। 'বোধহয় মিনিট খানেক পরে জ্ঞান ফিরে এল আমার। দেখি বনমানুষের মত উবু হয়ে বসে আমার সালোয়ারের গিট খুলছে পশুটা। ইতিমধ্যেই খুলে ফেলেছে কামিজটা। আদিম নেশায় বদ্ধ উন্মাদ। কোন প্রতিরোধ করলাম না। করার মত শক্তিও ছিল না। সালোয়ারটা খুলে পা দিয়ে যত্নের সাথে বার করল ও। প্যান্টিতে ঢাকা আমার অনাঘ্রাতা কুমারী সম্পদ। প্যান্টির উপর সরীসৃপের মত ম্যানিয়াকটার আঙুলগুলো কিল বিল করতে লাগল। হঠাৎ উন্মাদের মত প্যান্টি ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ও। তীব্র ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলাম আমি।

'প্যান্টিটা খুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলো ও। পাশবিক আনন্দে জ্বলজ্বল করছিল পশুটার সারা মুখ। বিছানার উপর আমার সম্পূর্ণ নগ্ন কুমারী দেহবল্লরী। সারা জীবনের সাধনা এই পবিত্র দেহ। শয়তানটা লাফ দিয়ে চোখ ছুঁলো আমার। তারপর ঠোঁট, গলা, বুকের উপর হাত বুলালো

কিছুক্ষণ।` তারপর পেটে নাভীতে। দুই উরুর সংযোগ স্থলে ঘষতে লাগল হাতের তালু। ৩৮" ২৬" ৩৮" স্ট্যাটিসটিকস দেখে ওর মুখ থেকে প্রশংসা সূচক নানান ধ্বনি বের হতে লাগল একের পর এক। বলতে লাগল 'স্রেফ রাজা বনে যাব এবার।'

'নিকশ কালো দেখতে অসীম। শক্ত সমর্থ দেহ। একগুয়ে ভাবে খাড়া হয়ে আছে ওর পুরুষাঙ্গ। আমার পায়ের কাছে উবু হয়ে বসল অসীম। তারপর চাটাতে শুরু করল ধবধবে ফর্সা উঁরুদ্বয়। বলি'র অবোধ জানোয়ারের মত শুধু শির শির কাঁপতে থাকলাম আমি। আমার দুই পায়ের ফাঁকের কাছে মুখ এনে জিহবা ঢুকিয়ে দিতে চাইল ও। জানোয়ারের মত কামড়ে দিল। আরেকবার অসহ্য ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম আমি।'

'এবার দু'হাতে আমার দুই উরু জড়িয়ে ধরে ফের উপর দিকে চাটতে শুরু করল ও। নাভীমূল চাটা শেষ করে কোমর জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে আমার স্তন দুটো চুষতে শুরু করল ও। ফের কামড়ে দিল সজোরে। স্তন চুষতে চুষতে অপর হাতে বেড়ালের মত আঁচড়াতে লাগল আমার সারা দেহ।

'আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লেহন কার্য শেষ করে মিনিটখানেকের মত বিরতি নিল সে। আর আমি মহা আতংকে অপেক্ষা করতে লাগলাম পরবর্তী বিকৃত ভয়াবহ কিছু একটার জন্যে। সাথে সাথেই আমাকে ধাক্কা মেরে উপুড় করে শোয়ালো। একইভাবে চাটতে শুরু করল। তবে এবার উপর থেকে নীচে। ঘাড় থেকে পিঠ, কোমর তারপর নিতম্ব।'

কিছুতেই যেন যৌন বিকৃতির উপশম হচ্ছিল না পশুটার। আমাকে আরও নানাভাবে দলিত মথিত করার পর এক পর্যায়ে পাশের চৌকিতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। তারপর পেছন থেকে চড়াও হলো সে। প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আমি। বুঝলাম কুমারীত্ব শেষ হয়ে গেছে আমার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে নিম্নাংগ। একসময় ক্ষান্ত দিল লোকটা। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে হাঁপাতে লাগল।

ভোর হওয়া পর্যন্ত চারবার আমাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করল লোকটা। সকালে আমাকে তালা মেরে বেরিয়ে যেত অসীম। শুধু খাবার সময় জানালা দিয়ে খাবার দিয়ে যেত বুড়ীটা। রাতে ফিরে এসে আবার আমার উপর অত্যাচার চালাত ও। সাতদিন ছিলাম আমি ঐ বাসাতে। প্রতি রাতেই আমাকে তিন থেকে চারবার ধর্ষণ করেছে লোকটা। জানতে পারলাম বিদেশে নারী পাচার করা অসীমের পেশা। চড়া দামে বিক্রি করতে চাইল ও আমাকে। সাত দিনের মাথায় বুদ্ধি খাটিয়ে তালা ভেঙ্গে পালালাম আমি।

সোজা চলে এলাম বোম্বে। রিসেপশনিস্টের কাজ নিলাম এক হোটেলে। ঐ খানেই মিঃ গ্যারী হার্টের সাথে পরিচয়। অফার দিতেই চলে এলাম এখানে। তবে আসল নামটা বদলে ফেললাম। 'তারপর থেকে ভালই আছি। কিন্তু এখনো আমাকে তাড়া করে বেড়ায় ঐ সাতটা দিনের ভয়াবহ স্মৃতি।'

নিজের কাহিনী শেষ করে একটু থামল সোনিয়া ওরফে সীমা। মাঝে মধ্যে মানিঅর্ডার করে প্রচুর টাকা পাঠাই বাড়িতে। আমার আর কোন বোনের সর্বনাশ যেন ও না করতে পারে বম্বে থেকেই তার ব্যবস্থা করেছিলাম। মিঃ হার্টকে বলে পুলিশে দিয়ে দিয়েছি অসীম শয়তানটাকে। পরের বোনটার। নিয়মিত টাকাও পাঠাচ্ছি। শুধু ওরা জানে না তাদের বড় দু'টো বোন কি ভাবে বেঁচে আছে।'

শুনতে শুনতে কখন যে ভার হয়ে গেছে মনটা একটুও বুঝতে পারেনি মাইক। তার মত পাষাণেরও চোখ জ্বালা করছে। শুধু বলল, 'সীমা ট্রাই টু ফরগেট দ্যাট পাস্ট।'

'আমি চেষ্টা করি, মাইক,' বলল ও। 'তোমাকে সব বলতে পেরে অনেক হালকা লাগছে। কেন যেন খুব আপন মনে হচ্ছে তোমাকে। আসলে তুমিই আমার জীবনে প্রথম বন্ধু। তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই একটা নাড়ীর টান অনুভব করেছি।'

মাইক শুধু মিষ্টি করে হাসল। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে প্রায় পাঁচটা বাজে। 'ভোর তো প্রায় হয়ে এল,' বলল ও। 'ফ্লাটে না গিয়ে এখানেই থেকে যাও। অবশ্য আপত্তি না থাকলে'।

'তোমার এখানে থাকতে আমার ডরের কিছু নেই মাইক,' বলল সোনিয়া।

'অবশ্যই,' বলল মাইক। 'কেননা তোমাকে যে রুমে থাকতে পাঠাচ্ছি, একাই থাকবে তুমি ওখানে। আর হ্যাঁ ছিটকিনি খুবই স্ট্রং দরজার এবং ভেতর থেকে লক করে দেয়া যায়।' কথা শেষ করে হেসে উঠে উঠল ও। সাথে সাথে একটা ম্লান ছায়া নেমে এল সোনিয়ার মুখে। বুঝল মাইক ঠাট্টা করতে গিয়ে আঘাত দিয়ে ফেলেছে মেয়েটাকে।

তিন

রোববার বিকালে ক্যাসিনোর নিজস্ব অডিটোরিয়ামে ফাইট হবে সিদ্ধান্ত হলো। হাতে দুদিন সময় আছে মাত্র, এমন সময় একটা দুঃসংবাদ পেল মাইক। ফাইটারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। কাউকে না বলে নিখোঁজ হয়ে গেছে সে। এদিকে সব আয়োজন কমপ্লিট। সবচেয়ে বড় কথা ক্যাসিনোর সম্মান। ফাইটারের জন্য সারা শহর গরু খোঁজা করা হল। কিন্তু ফাইটার পাওয়া গেলনা। যারা আছে তারা কেউ সাহস করল না ডায়মন্ড ক্যাসিনোর নিগ্রো দানবটার সাথে লড়তে।

সন্ধ্যায় নিজের চেম্বারে একা একা বসে চিন্তা করছে মাইক কী করা যায়, এমন সময় দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল চিয়াং। চিন্তিতভাবে ওকে বলল মাইব, 'এখন বলো তো চিয়াং কি করা যায়?'

'আমাদের মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, স্যার' সাবধানে বলল ও। 'প্ল্যানটা অবশ্য এসেছিল আজ সকালেই কিন্তু বলতে সাহস হয়নি তখন। এখন কোন উপায় না পেয়ে বলতেই হচ্ছে স্যার।'

কোন মন্তব্য করল না মাইক।

'আপনাকে আমরা অ্যাকশনে দেখেছি,' নীচু কণ্ঠে বলল ও 'আমাদের বিশ্বাস আপনি ইচ্ছে করলে নিজে নামতে পারেন। প্রথম দু রাউন্ড টিকে থাকতে পারলেই হলো স্যার। আর বেমক্কা কিছু দেখলে ইচ্ছে করে নক আউট হয়ে যাবেন। বোধহয় কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। এ কটা দিন আমরাই সামলাতে পারবো। ব্যাপারটা এখন সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

চুপ করে চিন্তা করতে লাগল মাইক। প্ল্যানটা খারাপ না। এছাড়া এ মুহূর্তে করারও কিছু নেই। নিজের ওপর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে ওর। ও তো বিখ্যাত ছিল নিজের ফিজিকাল ফিটনেসের জন্য। তবে জানেনা সাড়ে ছ'ফুট লম্বা বিরাটকায় একটা দানবের সাথে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে। তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? তাছাড়া থ্রিলের কথা মনে করে রক্তেও

কেমন যেন একটা উন্মাদনা জাগল। 'ঠিক আছে চিয়াং,' কাঁধ ঝাঁকাল মাইক। 'তুমি ব্যবস্থা করো।'

বিজয়ের হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে। 'আমি জানতাম স্যার, আপনি অরাজি হবেন না। আমি এখুনি সবাইকে সুখবরটা জানিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করছি।'

রাত আটটার দিকে অনেকটা রিল্যাক্স করার জন্যই বেরিয়ে এল মাইক ক্যাসিনো থেকে। শহরের এক প্রান্তে লেকের পারে চমৎকার একটা হোটেল, ঘরোয়া পরিবেশ। নাম স্যালভেজ। ডিনার করার জন্যে ঢুকল ওখানে। অর্ডার দিয়ে বসে আছে, ঠিক তখুনি দেখল মেয়েটিকে। রাজ রাজেন্দ্রানীর মত বার থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের রুমের দিকে যাচ্ছে। বুকের রক্ত চলাচল থেমে গেল মাইকের। জীবনে এরকম সুন্দরী দেখেনি কখনো।

মধ্য যুগীয় রাণীর পোশাক পরণে। সারা পোশাকে মনি মুক্তা বসানো। সাতটি মেয়ে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে ওকে। তবুও পলকের জন্যে দেখা গেল তাকে। সারা হলঘরের গুঞ্জন থেমে গেছে। হলের কেউ ঠিকমত দেখেনি ওকে। মাইক চেয়ার ছাড়ল। এসে দাঁড়াল ম্যানেজারের কামরার সামনে, যেখানে একটু আগে ঢুকেছে মেয়েটি। দু'মিনিটও যায়নি, কামরা থেকে বেরিয়ে এল সে। এক পলকের জন্যে তাকাল মাইকের দিকে। দৃষ্টি তো নয় যেন বিদ্যুৎ, জীবনটাই ধন্য হয়ে গেল মাইকের। দ্রুত হেঁটে করিডোর পেরিয়ে বেরিয়ে গেল সুন্দরী।

আট কোর্সের রাজকীয় ডিনার মুখেই রুচলো না মাইকের। ডিনার সেরে লেকের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল অনেক দূর। এদিকের রাস্তাটা অনেক নির্জন। দশটার পর থেকে লোক চলাচল হয় না বললেই চলে। কতক্ষণ হেঁটেছে জানে না হঠাৎ নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে সম্বিত ফিরে পেল ও। রাস্তার পাশে ঝোপের কাছে একটা রোলস রয়েস গাড়ি। সাত আটজন গুণ্ডা, আক্রমণ করেছে গাড়ির ধনী আরোহিনীকে। কাছে যেতেই দেখে গাড়ির কাছে রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে একজন নারী। বোধকরি আরোহিনীর সঙ্গিনী। অজ্ঞান না মৃত বোঝা গেল না। দুজন মিলে টানা হেঁচড়া করে গাড়ি থেকে বার করার চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। মাইককে দেখেই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকীরা। প্রফেশনাল সবাই। সাথে সাথে নিজেকে শূন্যে চালান করে দিল মাইক। হুমড়ি খেয়ে একসাথে পড়ল সবগুলো। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক। কোন সুযোগ দেয়া চলবে না, নিজেকে সাবধান করে দিল সে মনে মনে। কাছে যেটাকে পেল ঘাড়ের উপর আপার

কাট ঝেড়ে দিল একটা, মট্ করে শব্দ হলো। সেই সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন শরীরে। একটাকে হিপ থ্রো করে ফেলে দিল পাশের খাদে। চারজন কাত হয়ে যেতেই বাকীরা পালিয়ে গেল। মেয়েটাকে ছেড়ে ছোরা হাতে দুজন তেড়ে এল মাইকের দিকে। মুহূর্তে একই সাথে ফ্লাইং কিক মেরে হাত থেকে ছোরা ফেলে দিল ওদের। তারপর দুটোকেই বেমক্কা মার। ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি বলে পালিয়ে গেল বাকীরাও। প্রফেশনাল হলেও সবগুলো বন্দুকের জোরে প্রফেশনাল। কারাতে জানা ছিল না ওদের কারোই। গাড়ির দিকে তাকিয়েই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল মাইকের। সেই চোখ। রাজকীয় রোলস রয়েসের পাশে রাজরাণী। এর মাঝেই ঠিক ঠাক করে নিয়েছে নিজের বেশ বাস। হালকা চাঁদের আলোয় মনে হলো যেন স্বর্গের দেবী নেমে এসেছে পথের ধারে। অনেকটা সম্মোহিতের মত এগিয়ে গেল মাইক ওর কাছে। মিষ্টি হাসল মেয়েটা। মনে হলো যেন আকাশের ঈশান কোণে বিদ্যুৎ চমকালো। 'কোথাও লাগেনি তো তোমার,' কথা বলে উঠল ও রিনরিনে গলায়। মনে হলো বীণায় ঝংকার তুলল কেউ।

নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে মাইকের, ফুলে গেছে কপাল, কেটে ছিঁড়ে গেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা। অথচ ব্যথা-ট্যথা লাগছে না তেমন। একেই বোধহয় বলে সত্যিকারের সম্মোহন। 'আরে না তেমন কিছুই হয়নি আমার,' তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলল সে।

'এখন আমার সাথে চলো, ভাগ্যিস এসে পড়েছিলে তুমি,' ড্রাইভিং সীটে উঠে বসতে বসতে বলল মেয়েটি। খুলে দিল পাশের দরজাটা। নিঃশব্দে ওর পাশে গিয়ে বসল মাইক। মনে মনে বুঝে নিয়েছে এ কণ্ঠস্বরের মালিককে উপেক্ষা করে এমন লোকের জন্ম হয়নি এখনো।

সমুদ্রের বেলাভুমির কাছে বিরাট একটা কটেজের সামনে থামল গাড়ি। লাক্সারিয়াস কটেজ, বোঝাই যায় খুবই ধনী লোকের মেয়ে মাইকের সঙ্গিনী। বেলাতটে স্বপ্নপুরীর মত লাগছে কটেজটাকে। হাত ধরে মাইককে ভেতরে নিয়ে গেল মেয়েটি। লম্বা করিডোর ধরে বিরাট একটা বেডরুমে পৌঁছাল দুজনে। পুরো এন্টিক আসবাবপত্রে ঠাসা। 'আমি মাঝে মধ্যেই এখানে এসে একা থাকি,' বলে কলিংবেল টিপলো সে। 'ফার্স্ট এইডের দরকার আছে তোমার।'

সাথে সাথে পীনোন্নত পয়োধরা এক যুবতী এসে ঢুকলো ঘরে। 'এর একটু শুশ্রুষা করো, জিনা, আমি ঘন্টা খানেকের ভেতর আসছি' মাথা নত করে অনেকটা কুর্ণিশের ভঙ্গিতে মনিবনীর কথায় সায় দিল মেয়েটা।

হাঁটু অবধি একটা মিডি পরে আছে জিনা। পাতলা কাপড় ভেদ করে

দেখা যাচ্ছে ভরা নদীর মত যৌবন। একটু ভারী দেহ মেয়েটার। কাপড়টা মোটেই বাগ মানাতে পারেনি বিশাল দুটো স্তনকে। তেমনি সংক্ষিপ্ত প্যান্টি অনেক আকর্ষণীয় করে তুলেছে ওর ভারী নিতম্ব।

'ইনি কে?' জিনাকে জিজ্ঞেস করল মাইক। 'সময় হলে নিজেই নিজের পরিচয় দেবেন,' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। কিছুক্ষণপর তুলা, ব্যান্ডেজ আর ডেটল নিয়ে ফিরে এল। মাইক কিভাবে এল এখানে, আঘাত কিভাবে পেল কিছুই জানতে চাইল না সে। নীরবে ডেটল পানি দিয়ে পরিস্কার করল ওর ক্ষতস্থানগুলো। একটা কি যেন ক্রিম লাগিয়ে দিল। সাথেসাথে জ্বালাপোড়া ভাব আর রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল। ঘাড়ের ক্ষতটা পরিস্কার করার সময় ওর ভরাট স্তন মাইকের বুক ছুঁয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে গরম হয়ে উঠল মাইক। ফের যখন কপালে ব্যান্ডেজ লাগাতে যাবে তখন ওর কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে বসাল কোলের ওপর। একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেও বাধা দিলনা মেয়েটা। ওর নরম নিতম্বের স্পর্শে গরম হয়ে উঠল মাইক। ওর কাঁধে মুখ ঘষল। উপর দিয়ে দু'স্তনের উপত্যকায় ডুবিয়ে দিল মুখটা। আলগোছে ডান হাত চালান করে দিল নিতম্বের কাছে। প্যান্টির ভেতর ঢুকিয়ে দিল হাত।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকের কোল থেকে উঠে একটু দূরে সরে গেল জিনা। খুব নিচু হয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'হার হাইনেসের আসার সময় হয়ে গেছে।' একটু পরেই করিডোর থেকে ভেসে এল হালকা পায়ের শব্দ।ভেতরে ঢুকল সেই 'রাজেন্দ্রানী'। 'তোমার কাজ শেষ?' জিনাকে প্রশ্ন করা হল। 'হ্যাঁ' অপরিসীম অবজ্ঞার সাথে উত্তর দিল জিনা। 'এবার তাহলে যেতে পারো' গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ। নিঃশব্দে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জিনা। ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল মহারাণী।তারপর ফিরল মাইকের দিকে। ঝাড়বাতির আলোয় স্পষ্ট চোখে দুজনে তাকাল পরস্পরের দিকে। রাজকণ্যাই ওর জন্য উপযুক্ত উপমা। পরনে গোলাপী রঙের একটা নাইটি। কোমরের কাছে ফিতে বাঁধা। একরাশ রেশমি চুল কোমর ছাড়িয়ে নেমে গেছে হাঁটু অবধি। ধনুকের মত বাঁকানো উরু জোড়া। আঁখি পল্লব যেন ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশে তৈরি। মরাল গ্রীবা, টিকোল নাক, রক্তরাঙা ঠোঁট, আর কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। দেখতে দেখতে ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল মাইক। ঘেমেও উঠেছে। স্বচ্ছ গোলাপী নাইটির নিচে সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটা। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব। আটত্রিশ-চব্বিশ-আটত্রিশ। লম্বায়ও কমসে কম পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

হাতাকাটা নাইটির বুকের কাছটাতে উদ্ধত স্তনদ্বয়ের গর্বিত প্রকাশ। ফুটে আছে হালকা খয়েরি স্তনের বোঁটা।

‘তুমি নিউ হ্যাভেন ক্যাসিনোর নতুন আমেরিকান ম্যানেজার মাইকেল শেলডন,’ রিনরিনে গলায় কথা বলে উঠল মেয়েটা। ‘আমিও আমেরিকান। তবে অর্ধেক। আমার আবার ইরানী।’

‘তোমার নাম?’ অভিভূত গলায় জিজ্ঞেস করল মাইক। ‘সময় হলে জানতে পারবে,’ রহস্যময়ীর মত কথাটা বলেই মোড় ঘুরাল ‘আমার উপর হামল করেছিল যারা, ওরা বোধহয় হংকংয়ে নতুন। চেনেনা আমাকে। চিনলে এত সাহস পেত না। কাল দুপুরের আগেআ অবশ্য ইহজগত ত্যাগ করবে সবকটা।’ শেষের বাক্যটা আনমনে বলে পরক্ষণেই আগের কথার খেঁই ফিরিয়ে আনল, ‘কিন্তু যাই হোক, তোমার জন্যই বেঁচে গেলাম বলে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। কিছু একটা ঘটে গেলে মান সম্মানের বারোটা বাজতো।’

মনের কোথায় যেন একটা পরিচিতির সুর বেজে উঠল। ঠিক মেলাতে পারছেনা মাইক। কথাও বলতে পারছেনা। মেয়েটা যেন সম্মোহন করেছে ওকে। উজ্জ্বল বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে হালকা লাল রঙের বাতি জ্বালিয়ে দিল মেয়েটি। সোফাতে হেলান দিয়ে বসে ছিল মাইক। একেবারে ওর গা ঘেঁষে বসল মেয়েটি। প্রচন্ড যৌনাকাঙ্ক্ষা তাতিয়ে তুলছে মাইকের শরীরটাকে। কিন্তু পাশাপাশি তীব্র একটা অনিচ্ছা ভাবও মনে জাগছে। মনে হচ্ছে যেন বন্দী অবস্থায় ধর্ষণ করা হবে ওকে। কাত হয়ে মাইকের গলা জড়িয়ে ধরল সে। অধর জোড়া মিলিত হলো মাইকের ঠোঁটের সাথে আর দুই বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে মাইক টেনে নিল মাখন পেলব শরীরটা। দুজোড়া ঠোঁট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। মাইকের নিষ্ঠুর ঠোঁট জোড়া আগ্রাসী ভঙ্গিতে আবার দখল করে নিল রক্তিম আঠালো অধরগুলো। কমলার কোয়ার মত চুষতে লাগল। দুজরে জিভে জিভে যুদ্ধ চলল কিছুক্ষণ। একসময় উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। ইশারায় মাইককেও দাঁড়াতে বলল। দুজনে দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। যত্নের সাথে মাইকের গলার টাই খুলল সে। কোট আর শার্ট খুলে নিল। জুতো জোড়া খুলে রেখেছিল মাইক আরও আগেই। পরনে শুধু ট্রাউজার। ট্রাউজারের বোতামে হাত রাখল সুন্দরী। টেনে নামিয়ে দিল চেইন। পা দিয়ে ট্রাউজারটা নামিয়ে দিল মাইক। নিজ হাতে ওর জাঙ্গিয়া খুলে নিল মেয়েটা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল পুরুষাঙ্গ। যেন লেফটেন্যান্টের সামনে এসে পড়েছে কোন জেনারেল। সপ্রশংস দৃষ্টিতে মাইকের নগ্ন দেহটা দেখতে লাগল ও। মাইকের সামনে

হাঁটু গেড়ে বসল। ললিপপের মত মুখে পুরে নিল ওর দণ্ড। শির শির করে উঠল সারা দেহ। দুহাতে মেয়েটার মাথা চেপে ধরে রাখল মাইক।

একটু পর উঠে দাঁড়িয়ে মাতাল কণ্ঠে মেয়েটি বলল, 'এবার ভেনাসের মত নগ্ন করো আমাকে, ডার্লিং।' পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে মাইক। নীচু হয়ে ওর সামনে বসল। পায়ের কাছে ঝুল ধরে আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলতে লাগল ওর নাইটির আবরণ। ফরসা দুটো আলতা রং পায়ের ডিম আর সুগঠিত পা জোড়া বেরিয়ে এল প্রথমেই। আরেকটু উপরে তুলতেই বেরিয়ে এলো ধবধবে কলা গাছের মত অপুর্ব সুন্দর উরুদ্বয়। যেন উরুর ত্বক দিয়ে গলে গলে পড়ছে মাখন। অতঃপর নরম দুর্বা ঘাস। কিঞ্চিৎ ঢিবির মত উঁচু হয়ে থাকা ব দ্বীপের অপরূপ সৌন্দর্য। চিকন কোমর আর ফুটোর মত নাভীমূল, মেদহীন পেট। বুকের উপর গলার কাছে মাইক তুলে ফেলল নাইটি। কলার মোচার মত ওর বিশাল স্তনদ্বয়। ভারী অথচ খাড়া। উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে কিঞ্চিত খয়েরী স্তনবৃন্ত। মাথা গলিয়ে কামরার এক কোণায় নাইটিটা ছুঁড়ে ফেলল ও। দুহাতে মাইকের মাথা দুই স্তনের মাঝে চেপে ধরল। মাইকও দুহাতে কোমরে পেঁচিয়ে ধরে কাছে টেনে নিল ওকে।

কিছুক্ষণ পর দুহাতে পাজাকোলা করে তুলে নিল মাইক ওকে। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর দুটি নগ্ন শরীরে উঠল প্রবল ঝড়।
ঝড় শেষে পরম তৃপ্তিভরা ভেজা দৃষ্টি নিয়ে মাইকের দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর বাথরুম গেল। কাত হয়ে শুয়ে থাকল মাইক। পনেরো বিশ মিনিট পর ফের নগ্ন দেহে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

ইতিমধ্যে মাইকের জিনিসটা আবার এ্যাটেনশন। কোলের কাছে নগ্ন ভরাট নিতম্ব লাগিয়ে বসল মেয়েটা ফের। খেলা করতে শুরু করল মাইককে নিয়ে। ওর কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল মাইক। একহাতে জড়িয়ে ধরল দীর্ঘল নিতম্ব সমেত ওর কোমর। কেমন যেন ভেজা ভেজা আর নেশাময় মিষ্টি গন্ধ আসছে। দুহাতে ওর কোলের মধ্যে ঠেসে ধরে রাখল সুন্দরী। লেহন শুরু করল মাইক। কেমন যেন অবসাদ লাগছে, ক্লান্তি লাগছে। হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ঘুমের অতলান্তে এবং দ্বিতীয়বার সঙ্গম শুরু করার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

চার

মাইকেল শেলডন জেগে উঠল সেই পরিচিত পরিবেশেই। সেই ম্যানেজারস্ এপার্টমেন্টে। গতরাতের ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বপ্ন মনে হলো প্রথমে। কিন্তু আর মাথার ব্যাণ্ডেজ মনে করিয়ে দিল গতরাতের এ্যাডভেঞ্চার আর সুখ স্মৃতির কথা। কিন্তু বুঝতে পারল না কি করে ঐ কটেজ থেকে চলে এল নিজের আস্তানায় অসাধারণ ক্ষমতাশালী নিশ্চয় মেয়েটা। নইলে ক্যাসিনোর এই কড়া পাহারার মধ্য দিয়ে কি করে রেখে গেল ওকে। অফিসে যেতেই মাইকের ব্যাণ্ডেজ দেখে আঁতকে উঠল সবাই। আর একদিন আছে ফাইটের। ইতিমধ্যে প্রচার হয়ে গেছে ওর নাম। সবাইকে জানাল গতরাতে কিছু ছিচকে মাস্তানের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু মূল ব্যাপারটা জানাল না কাউকেই। অভয় দিল ওদের। মাথা আর হাতের আঘাত খুব সামান্য। সেরে যাবে হয়তো আজকেই। অফিসে থাকল না মাইক বেশিক্ষণ। ক্যাসিনোর ডাক্তারকে দেখিয়ে বিকেলে চলে এল জিমনেসিয়ামে। ওর প্রথম প্র্যাকটিস। চীফ ইন্সট্রাক্টর চিকি হ্ওয়াসাকী। জাপানী। মাইকের একহারা দেহ দেখে চোখে মুখে নিরাশা ফুটে উঠল তার। কিন্তু আন আর্মড কমব্যাটে যখন আধমিনিটের মাথায় দশহাত দুরে আছড়ে ফেলল ওকে মাইক প্রশংসার দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। 'সত্যি, বাইরে থেকে বোঝাই যায় না আপনাকে,' আন্তরিকভাবে বলল চিকি। 'কিন্তু ক্যাপ্টেন,' কণ্ঠে ভয় ফুটল ওর। 'আমি জানি ভয়ে যে পালোয়ান পালিয়ে গেছে তারচে' কোন অংশে কম নন আপনি, কিন্তু ভুলেও জিততে যাবেন না। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না কি রকম ভয়ংকর ওই মিডনাইট ডার্লিং।'

'সকালে মিঃ হার্টের সাথে কথা হয়েছে আমার,' যুক্তি দেখাল মাইক। 'তা ছাড়া অতগুলো মানুষকে ঠকানোও সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

শ্রাগ করল চিকি। 'আপনার সিদ্ধান্ত অবশ্যই আপনি নেবেন বৈকি,' বলল ও। 'তবে শুভাকাঙ্খী হিসেবে আপনার ভালই করতে চেয়েছিলাম আমি।'

'সেজন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

'আগামীকাল সকাল সকাল চলে আসবেন।'

সন্ধ্যার পর প্রায় জোর করে ওর এপার্টমেন্টে নিয়ে এল সীমা। একটা আয়াকে নিয়ে একাই থাকে ও। মাইককে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল গোসল টোসল করে আধ ঘণ্টা পর। চমৎকার মেরুন কালারের এক সেট সালোয়ার কামিজ পরেছে ও। সটেটা একটা আটোঁ সাটো। ঢাকতে পারেনি বুক আর নিতম্বের বিশালত্বকে। খুব কাছে এসে ঘনিষ্ট হয়ে বসল ও।

বা হাতটা আলতো করে ওর কাঁধে রাখল মাইক। নিজের কাছে মনেই হয়না একজন আমেরিকান ও। কেমন খুব সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে এসব এশিয়ানদের মাঝে। ১আচ্ছা মাইক, একটা কথা সত্যি করে বলতো,' ওর একটা হাত আলতো করে কোলে তুলে নিয়ে বলল সীমা 'তুমি কী কারও সাথে এনগেজড?'

যে কোন মেয়ের কাছে এ প্রশ্নের উত্তরে না বলে মাইক। আর সুন্দরী মেয়ে হলে তো কথাই নেই। তাছাড়া কথাটা অনেকাংশে সত্যিও বটে। কিন্তু ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ করেই বেরিয়ে গেল 'হ্যাঁ'। কোন মন্তব্য করল না সীমা। বোধহয় শক পেয়েছে বেচারী। কিন্তু কেন যেন এ মুহূর্তে খারাপ লাগল না মাইকের। সীমার মত একজন সুন্দরী নারীকে একান্তে রেখেও সাবরিনার কথা মনে হতে লাগল বারবার। কেমন যেন লাগছে বুকের মাঝে।

এমন অনুভূতি আগে কখনও হয়নি। 'আমি কিছু মনে করিনি, মাইক,' মাইককে চমকে দিয়ে বলল সীমা। 'বন্ধু হিসেবেই চেয়েছিলাম তোমাকে।'

বুকের ভেতর থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মাইকের।

'মেয়েটা কে?' ফের জিজ্ঞেস করল সীমা।

'আমার দেশেরই মেয়ে' বলল মাইক, 'নাম সাবরিনা ফারাহ।'

'তোমাকে একটা কথা বলি' মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল সীমা। 'আমি নিজে যুক্তি করেই পালোয়ানটাকে ভাগিয়ে দিয়েছিলাম ভয় দেখিয়ে আর টাকা কড়ি দিয়ে যাতে ভন্ডুল হয়ে যায় এবারের ফাইটটা। জানি তুমি রাগ করবে কিন্তু তোমার কথা ভেবে এছাড়া পথ ছিলনা আমার। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলামনা। তুমি নিজেই এগিয়ে এলে। চিকি'র শুনেছি চমৎকার দেখিয়েছ তুমি। তুমি যেকোন ফাইটে ভাল

করবে এ বিশ্বাস অবশ্য বরাবরই ছিল আমার। কিন্তু দোহাই তোমার মাইক, নিজেকে ঐ ডাইনিটার বলি করো না।

হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারল না মাইক। কিন্তু ভেতরটা সিক্ত হয়ে গেল পরদেশী ভারতীয় মেয়েটার আন্তরিকতার পরিচয়ে। 'তুমি শুধুই ভাবছো সীমা' দৃঢ় গলায় বলল মাইক। 'কিছুই হবেনা। মি ; হার্ট শেল্টার দেবেন আমাকে। আর তাছাড়া আমি যে জিতবই তার নিশ্চয়তাই বা কি?'

'আমি জানতাম ফেরানো যাবেনা তোমাকে' ক্লান্ত পরাজিতভাবে বলল ও। 'তবুও শেষ চেষ্টা করে দেখা আর কি। ভগবান মঙ্গল করুন তোমার। ডাইনি মিডনাইট ডার্লিং যেন অন্তত এবারের মত ব্যর্থ হয়।'

কিছু না বলে মৃদুভাবে ওর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে আশ্বস্ত করল মাইক। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর সাথে ডিনার হলো। বিদায় নেবার বেলায় বুকের কাছে খুব ঘনিষ্ট হয়ে সীমা বলল, 'আজ রাতটা থেকে যাও, মাইক।'

আবার আমন্ত্রণ। মাইক জানত, আসবে। কিন্তু বেচারা জানেনা যে এ ব্যাপারে এখন খুবই ক্লান্ত সে। এছাড়া পরশু ওর ফাইট। দুহাতে কোমর পেঁচিয়ে ধরে কাছে টানল ওকে। উষ্ণ নরম স্তনের স্পর্শ লাগল মাইকের দেহে। বেশ একটা রোমাঞ্চ লাগল। 'আজ না, হানি' ফিসফিস করে বলল ওকে। 'সারাদিন জিমনেশিয়ামে কাটাতে হবে আগামী দিন।' ঠোঁটে ঠোঁট রাখল মাইক। উষ্ণ কপোতীর মত নরম দেহটাকে পালকের মত কিছুক্ষণ জড়িয়ে রাখল বুকের সাথে। পাতলা কাপড়ের নিচে ওর স্তন জোড়া নিষ্পেষিত হলো মাইকের দেহের সাথে। ওর দুহাত ঘুরতে লাগল কামিজের ওপর দিয়ে সীমার নরম ঘাড়, পিঠ আর ভরাট নিতম্বে।

নিজের অজান্তেই সীমার নরম আঠালো ঠোঁট জোড়াকে যেন নিষ্পেষিত করতে থাকল ওর ঠোঁট জোড়া। ডান হাতে টান দিয়ে খুলে ফেলল কোমর পর্যন্ত ওর কামিজের চেইন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কামিজের ভেতরে চালান করে দিল হাতটা। বগলের নিচ দিয়ে একহাতে আঁকড়ে ধরল একটা স্তন। মাইকের হাতের স্পর্শে শক্ত হয়ে উঠল সীমার স্তনের বোঁটা। স্তন থেকে হাতটা নিচে নামল আরেকটু। নাভীর কাছে, তারপর সালোয়ারের ভেতর দিয়ে নিচে তলপেটে, আরও নিচে। শির শির

কেঁপে উঠল সীমার সারা দেহ। হাত দিয়ে মাইকের হাতের যথেচ্ছ নারীদেহ ভ্রমণ থামিয়ে দিল ও। 'আজ থাক, মাইক,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সীমা। 'এখন উচিত না। তোমার ফাইট আছে পরশু দিন।'

'এখন বাঁধা দিয়ো না মানিক,' দুহাতে পাজাকোলা করে তুলে নিল ওকে মাইক। 'শুধু একবার, তারপরই চলে যাব। নইলে বুঝতেই পারছো, লাভের চেয়ে লোকসান হবার সম্ভাবনাই বেশি।' ফিস্ ফিস্ করে কিছু একটা বলতে গেল ও। কিন্তু ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে ধরে মুখটা বন্ধ করে দিল মাইক। বিছানার উপর আলতো করে শুইয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা। কামিজ খুলে ফেলল। কাঁচা হলুদের মত অপূর্ব ত্বক, গর্বোদ্ধত একজোড়া স্তন। সালোয়ারের গিঁট খুলে টেনে নামাল ওটা মাইক। রোমাচ্ছাদিত ফুলে ওঠা বদ্বীপ। নির্লোম একজোড়া মসৃন পেলব উরু। সুগঠিত দেহ।

তাড়াতাড়িই যখন ফিরতে হবে সময় নষ্ট না করে হামলে পড়ল মাইক ওর নগ্ন দেহের উপর। তারপর শুধুই দুই শরীরের সুখের খেলা।

পাঁচ

ক্যাসিনোর বিরাট হল ঘরে হাজার পাঁচেক লোক ধরে। সেই সাথে বাড়তি লোকজন। খেলার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। মঞ্চেই ব্যবস্থা করা হয়েছে ফাইটের। ভেতরে ফ্লাড লাইটের তীব্র আলো, অথচ বাইরে এখন স্বর্ণ সন্ধ্যা। মঞ্চের দুই কোনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী । বিশাল নিগ্রো দানবটা হো হো করে হেসে উঠল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে।

সারাটা দিন মেজাজ খিচরে ছিল মাইক শেলডনের। প্রতিটা মুহূর্তে ভুগেছে সিদ্ধান্তহীনতায়। একসময় হুইসেল পড়তেই শুরু হয়ে গেল ফাইট। প্রথম রাউণ্ডে মাইক মোহাম্মদ আলীর প্রজাপতি স্টাইলে নেচে বেড়াল সারা স্টেজময়। বারবার ওকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো দানবটা। ভাল করেই জানে মাইক ওকে দু'হাতে একবার পেঁচিয়ে ধরতে পারলে কম্মো সারা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রথমেই আচমকা ওর দিকে তেড়ে এল নিগ্রো। বিদ্যুৎ বেগে সরে গিয়ে কারাতের কোপ বসাল মাইক দানবটার ঘাড়ে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তারপর যা হবার হবে।

কোপটা খেয়েই ঘুরে মাইকের বুকে একটা বেমক্কা ঘুষি মারল দানব মনে হলো গুঁড়িয়ে গেছে পাঁজরের সব ক'টা হাড়। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল মাইক। সাথে সাথে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবটা। সাঁৎ করে একপাশে সরে গেল ও। সিধে হয়ে দাঁড়াল। দুজনেরই চোখে মুখে জিঘাংসা। ঘুরছে ওরা চক্রাকারে। মুহুর্মুহু করতালিতে কানপাতা দায়। পুরো ফাইটটা উপভোগ করছে সবাই।

কুংফু কারাতের আশ্রয় নিল এবার মাইক। মুহূর্তের ভেতর ওর দেহটা উঠে গেল শূন্যে। প্রচণ্ড জোরে ফ্লাইং কিক্ বসাল দানবটার বুকে। পলকের জন্য একটা অবিশ্বাসের ভাব দেখল ওর চোখে। প্রায় উড়ে গিয়ে রিং এর উপর ছিটকে পড়ল সে। ফ্লোরে দুম, দুম করে কিল লাগিয়ে এক দুই তিন

গুনছে রেফারী। আহ্বান করছে ওকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে। মোক্ষম দাওয়াই দিয়েছে মাইক। জানে, নিগ্রোর আর ওঠার সাধ্য নেই। খেলারও আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই মাইকের। কিন্তু শেষ মুহূর্তে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল নিগ্রো। উড়ে গিয়ে আরেকটা ব্যাক ফ্লাইং কিক বসাল মাইক ওর বুকে। গলাকাটা মুরগির মত উড়ে গিয়ে রিং এর বাইরে ছিটকে পড়ল বেচারা। সাথে সাথেই অজ্ঞান। মাইকের ডান হাতটা তুলে ধরে ওকে বিজয়ী ঘোষণা করল রেফারী। সাথে সাথে ভিড় করল অজস্র দর্শক, ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকের দল। অনেক কষ্টে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল মাইক। একটা অস্বস্তিতে ভরে আছে মন। কিছুক্ষণ পর দেখল ভি আই পি লাউঞ্জ থেকে বেরিরে আসছেন স্বয়ং মি. হার্ট।

'চমৎকার দেখিয়েছ,' নিখাদ প্রশংসার সুরে বললেন তিনি 'চিন্তাও করতে পারিনি যে, আসলেই এরকম দুর্দান্ত ফাইটার তুমি।'

'অনেক ধন্যবাদ, স্যার।'

মাইকের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মি.হার্ট। 'মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে, কি ব্যাপার শেড?'

'না, মানে স্যার ঐ মিডনাইট ডার্লিং-এর ব্যাপারটা–

হেসে উঠলেন এবার তিনি। 'মেয়ে লোকটাকে অযথাই এত বড় করে দেখছে সবাই,' হাসি থামিয়ে বললেন তিনি। 'আসলে স্রেফ একজন মেয়ে মানুষই ও। আর নিজেকেও আমি আণ্ডারএস্টিমেট করতে পারি না। তোমার কিছুই করতে পারবে না ও।' একটু থামলেন তিনি। যত্নের সাথে ধরালেন পাইপ টোব্যাকো। 'স্রেফ আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে তুমি, এজন্যেই এ ব্যবস্থা। ভেবো না বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে তোমাকে। আর একটা সুখবর আছে, তোমার জন্যে লোভনীয় একটা চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন সাবরিনার বাবা মিঃ পল। ন্যুইয়র্কের বিরাট একটা শপিং কমপ্লেক্সের জেনারেল ম্যানেজারী। বেতন এখনকার চেয়েও বেশি। পলের কথায় মনে হলো সাবরিনার সাথে বিয়েটা তুমি শীঘ্রই সেরে ফেলো, সেটাই ওর ইচ্ছা। এখন সবকিছু তোমার উপরে। এনি ওয়ে মেয়েটা পাগল হয়ে আছে তোমার জন্যে, অনেক দিন ধরে নাকি লিখছো না। ও একটা চিঠি দিয়েছে, বলেছে, এর উত্তর না পেলে আর লিখবে না।' মুচকি হেসে একটা এনভেলাপ মাইকের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'আমি বলি কি দেরি করো না, পল মত বদলাবার আগেই রাজী হয়ে যাও। আর হ্যাঁ কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি আমি, এর ভেতর রিং করে তোমার সিদ্ধান্তটা জানিও।

ছয়

নিরাপদেই কেটে গেল পরবর্তী চার পাঁচটা দিন। উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই ঘটল না। মাইকের গোয়ার্তুমী'র জন্যে এক লাখ ডলার হেরে গিয়েও ব্যাপারটা চুপচাপ হজম করে গেল রহস্যময়ী মিডনাইট ডার্লিং। ইতিমধ্যে মি. হার্টকে মাইক তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে আমেরিকাতে ফিরে যাচ্ছে সে। ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন। গিয়ে বিয়েটা সেরে ফেলবে সাবরিনার সাথে। জীবনে এবার একটা স্থিতি দরকার, মনে প্রাণে উপলব্ধি করছে মাইক। জানে ওর মত একজন প্লেবয়ের এহেন কার্যকলাপ দেখে অবাক বনে যাবে পরিচিত সবাই।

অজস্র নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক ভাল লাগে না এখন আর। তবু নিজেকে সামলাতে পারে না মাইক। মেয়েরা ওদের বেডপার্টনার করতে চায় ওকে। মাল মাথায় উঠে গেলে ওর আর হুশ থাকে না। সেই দয়ালু মাতারীর গল্পের মত। 'এক মেয়ে সাথে সব সময় কাঁথা বালিশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে বলে তার সাথেই শোয়, না করতে পারে না কাউকে।' মাইকের অবস্থাও হয়েছে অনেকটা ওরকম। সম্ভবত বিয়েই ওকে বাঁচাতে পারে এ থেকে। সাবরিনার কাছে এখন নিয়মিত চিঠি লিখছে। টেলিফোনে কথা হচ্ছে। মাইকের মত হাড় হারামী বজ্জাত এখন হাবুডুবু খাচ্ছে প্রেমের সাগরে। একদিন সকালে বসে আছে ও। কাজ করছে অর্থাৎ অনেকগুলো রিপোর্ট চেক করছে আর গল্প করছে সীমার সাথে। এখনও বলেনি মেয়েটাকে যে খুব শীঘ্রই এখানকার পাট চুকিয়ে ফেলতে যাচ্ছে সে। এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা। ফোন একটু পর পরই বাজছে। রুটিন মাফিক। রিপোর্টগুলোতে সিগনেচার করতে করতেই বাঁ হাত বাড়িয়ে তুলে নিল মাইক রিসিভারটা। 'নিউ হ্যাভেন ক্যাসিনো, মাইকেল শেলডন স্পিকিং,' বলল।

'আমি লীলা, আশা করি ভুলে যাননি,' অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ। 'আমার বস্ কথা বলতে চান আপনার সাথে। আজ বিকেলে

একটু সময় করতে পারবেন কি? আমি গিয়ে নিয়ে আসব আপনাকে।'

'দরকার থাকলে তিনি নিজেই আসতে পারেন এখানে এবং সেটা অফিস আওয়ারে,' বলেই রিসিভারটা নামিয়ে রাখল মাইক।

'মেয়েলোকটা, মানে তোমাদের ঐ মিডনাইট ডার্লিং দেখা করতে চায় আমার সাথে। ওর সেক্রেটারী এসে নিয়ে যেতে চায় আমাকে,' তাচ্ছিল্যের সাথে বলল মাইক। 'আমি বলে দিয়েছি দরকার থাকলে মেয়েলোকটা নিজেই যেন চলে আসে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সীমা। 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাইক? ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ও। 'প্লিজ এক্ষুনি ফোন করে বলে দাও, ওদের সাথে দেখা করতে যাচ্ছো তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'যা বলার তা বলে দিয়েছি।'

মাইকের দু'হাত চেপে ধরল ও। 'প্লিজ নিজেকে ডাইনীটার কাছে বলি দিও না, মাইক।'

'আবার সেই 'বলি'। মুচকি হাসল মাইক! অথচ তখন কি জানত যে ও নয়, প্রথম বলি হবে বেচারা সীমা নিজেই এবং তা মাইকের জন্য।

মিনিট দশেক পর আবার বেজে উঠল ফোন। মাইক তুলে নিল রিসিভার। 'আশা করি মাইক শেডের সাথে কথা বলছি আমি?' অপূর্ব সুরেলা নারী কণ্ঠে ঝংকার তুলে জানতে চাইল। সাথে সাথে এও বুঝল শুধু হুকুম করতেই অভ্যস্ত এ কণ্ঠ, কারও হুকুম মানতে নয়।

'ইয়েস স্পিকিং,' বলল মাইক।

'আমি মিডনাইট ডার্লিং। দেখো মাইক, সাহস, ঔদ্ধত্য, শক্তি, সৌন্দর্য এসব গুনসম্পন্ন একজন পুরুষ তুমি। বোধহয় সত্যিকার অর্থেই পুরুষ তুমি যা আগে কোন দিন দেখিনি আমি,' বলে চলল তথাকথিত স্বঘোষিত রাণী। 'তোমার পূর্ণ বায়োডাটা এখন আমার হাতে। চাকুরি থেকে বহিস্কৃত মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন তুমি। হ্যাণ্ডসাম লেডীকিলার প্লেবয়। সেই সাথে মারামারিতে ওস্তাদ। কারাতের ব্ল্যাকবেল্ট হোল্ডার। 'তোমাকে নিজের চোখে অ্যাকশনে দেখেছি আমি। এনিওয়ে, বারবার তোমার ঔদ্ধত্য সহ্য করেছি। একলাখ ডলার হেরেছি, সেটা বড় নয়। সবার কাছে মুখটা ছোট হয়ে গেছে আমার। ক্যাসিনোর একজন সামান্য ম্যানেজার আদেশ পালন করেনি আমার। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা মেনে নেবার কারণ হচ্ছে প্রথমত: আসলে সামান্য নও তুমি। দ্বিতীয়ত:–' একটু থামল ও।

মনে হলো কোথায় যেন শুনেছে এ কণ্ঠ মাইক। কিন্তু এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। কোন কথা না বলে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে ও। হাতের কাজ ফেলে

চুপ করে ওর মুখের অভিব্যক্তি দেখছে সীমা।

'দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে,' আবার শুরু করল মিডনাইট ডার্লিং। 'তোমার কাছে একটা ব্যাপারে কৃতজ্ঞ আমি। তোমার নিশ্চয় মনে আছে ঐ ফাইটের দু'দিন আগে রোলস রয়েস সমেত একটা মেয়েকে উদ্ধার করেছিলে তুমি। হ্যাঁ ঐ গুণ্ডাগুলো না চিনে, না বুঝে আক্রমণ করেছিল মেয়েটাকে। এ ভুলের মাশুল স্বরূপ পরদিন ভোরের আলো দেখার সৌভাগ্য হয়নি ওদের। নানান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বিদায় নিতে হয়েছে দুনিয়া থেকে। মেয়েটা ওর কটেজে নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে। দুর্নিবার যৌন সুখ দিয়েছিলে তুমি মেয়েটাকে, যা এর আগে কোন পুরুষ দিতে পারেনি তাকে। হ্যাঁ মাইক, ঐ রহস্যময়ী মেয়েটাই আমি–এই মুহূর্তে জীবনের সবচে' লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছি আমি। আমার বিরাট একটা অর্গানাইজেশন আছে। ওটার দায়িত্ব নেবে তুমি। অনেকদিন ধরে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোন পুরুষকে তেমন যোগ্য মনে হয়নি। বেতন নয়, স্রেফ আমার পার্টনার হবে তুমি। সেনাবাহিনীতে থাকলে সারাজীবনেও যা আয় করতে পারতে না সেটা আয় করতে পারবে তুমি এক সপ্তাহেই। লোকে অবশ্য অনেক কিছুই বলে আমার অর্গানাইজেশন সম্পর্কে। কিন্তু কেউ টিকিটিও ছুঁতে পারবে না তোমার। আর এ' ছাড়াও বোনাস হিসেবে পাচ্ছো আমাকে। আমার স্বামীর মর্যাদা পাবে তুমি। আমি জানি অন্য একটা প্ল্যান রয়েছে তোমার। আমেরিকায় রয়েছে একজন ফিঁয়াসে যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো তুমি। এখানেও রয়েছে একজন বান্ধবী। যার প্রতিও যথেষ্ট দুর্বলতা আছে তোমার। কিন্তু আমার প্রস্তাবের কাছে এসব যে কিছুই না সেটা বোঝার মত বুদ্ধি তোমার অবশ্যই আছে। তোমার সাবরিনা এবং ঐ টাইমপার্টনার সোনিয়ার চেয়েও আমি যে অনেক অনেক সুন্দরী আর যৌনাবেদনাময়ী একথা অবশ্যই মানতে হবে তোমাকে। আমি জানি তুমি রাজীই আছো আমার প্রস্তাবে। তবুও আজ রাতে ফোন করব আবার ফাইনাল কথার জন্যে।'

মাইককে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই রিসিভার রেখে দিল মেয়েটা। ধৃষ্টতা দেখে গা জ্বলে গেল ওর। কি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, মাইক যেন রাজী হয়েই আছে। 'কি ব্যাপার?' রিসিভার রাখতেই আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল সীমা।

'কিছু না,' ব্যাপারটা ওর কাছে গোপন রাখল মাইক। একজন বন্ধু ফোন করেছিল, অনেক দিনের জমে থাকা কথা শুনল।'

'ও আচ্ছা,' বলে নিজের কাজে মনোযোগ দিল সীমা।

মনে মনে হাসল মাইক। হায়, বন্ধুই বটে।

সাত

রাতে ডিনার খেয়েছে মাত্র মাইক। তখনো ফোন করেনি মিডনাইট ডার্লিং। দশটা বাজেনি। বসে বসে অপেক্ষা করছে ফোনের জন্য। 'না' বলার জন্য তাতিয়ে আছে ভেতরে ভেতরে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সুন্দর মুখটার কি রকম বিশ্রী দৃশ্য হবে চিন্তা করতেই খুশিতে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। রাত দশটার কিছু পরে এলো সেই আকাঙ্ক্ষিত ফোন। 'কি ঠিক করলে মাইক?' আত্মবিশ্বাসী অথচ মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রহস্যময়ী নারীটি।

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মিস্,' ভদ্রভাবে বলল মাইক।

এক মুহূর্ত কথা যোগাল না ওর মুখে। মাইক দিব্য-চোখে দেখতে পেল আত্মবিশ্বাস ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে মেয়েটার। 'আর্মি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তোমাকে, নিশ্চয়ই খুব একটা সাধু লোক নও তুমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ও।

'আপনি যা খুশি বলতে পারেন,' বলল মাইক। 'কিন্তু আমি নাচার।'

'এটাই কি তোমার শেষ কথা?'

'অবশ্যই, ম্যাডাম।'

খটাশ্ শব্দে ওপাশে রেখে দেয়া হলো রিসিভার। যতদিন এখানে আছে ততদিন যথেষ্ট নিরাপদ মাইক। আমেরিকা ফেরত যাবার আগে এখানকার পুলিশ চীফকে সবকিছু বলে গেছেন মি. হার্ট। তাছাড়া মাইক নাবালক নয়। নিজেকে কি ভাবে রক্ষা করতে হয় খুব ভাল ভাবেই জানা আছে।

হাতের কাজ গুছিয়ে উঠতে বেশ কিছু দিন লাগবে, হয়তো এ মাসটাও লেগে যেতে পারে। এসময় ফালতু ব্যাপার নিয়ে চিন্তা ভাবনা আর না করাই উচিত। দু'দিন পর পর ফোন করে সাবরিনা। আজও করার কথা। সাধারণত রাত এগারোটার ভেতরেই ফোন করে ও। অপেক্ষা করতে করতে ঘড়ির কাটা প্রায় সাড়ে এগারোটার ঘর ছুঁতে যাচ্ছে। অথচ ফোন আসছে না। মাইক বুঝল আজ আর আসবে না।

কাপড় টাপড় খুলে পাজামা সার্ট অর্থাৎ নাইট ড্রেস পরে নিল ও। ঘুমুতে যাবে এখুনি। ক'টা দিন বেশ টেনশনে গেছে। যতসব ফালতু

টেনশন। ডিম লাইট জ্বালিয়ে সবে মাত্র শুতে যাবে, সদর দরজায় কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলেই দেখে বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে সীমা। হালকা আকাশী রং-এর শাড়ী পরনে। ম্যাচ করে পরা স্লীভলেস ব্লাউজ। কপালে কুমকুমের টিপ। সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'কি ব্যাপার সীমা?' মাইক জিজ্ঞেস করল ওকে। দরজা থেকে সরে জায়গা করে দিল ভেতরে ঢোকার।

'তেমন কিছু না,' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল ও। 'হঠাৎ দেখতে ইচ্ছে করল তোমাকে।' সোজা বেডরুমের ঢুকে মাইককে বিছানার উপর শুয়ে পড়ল চিৎ হয়ে। ওর মাথার কাছে বসল মাইক। ওর চোখের দিকে এবার সরাসরি তাকাল ও। 'তুমি চলে যাচ্ছো, মাইক, তাই না?'

'কোত্থেকে শুনলে?'

'যেখান থেকেই হোক না কেন,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও। 'আমি কি ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ, সীমা,' বলল মাইক। 'তোমাকে বলা হয়ে উঠেনি। কিন্তু খুব শীঘ্রই বলতাম।'

'যাবেই তো,' কামরার ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল ও। 'সীমা,' এবার মাইক কোলের উপর তুলে নিল ওর একটা হাত। 'জানো তো, এখানে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। অবশ্য এসব ঝামেলা পরোয়া করি না আমি। সবচে' বড় কথা, নিজের দেশটা ডাকছে আমাকে। ক'দিনেই হাঁপিয়ে উঠেছি। তুমিও চলে এসো না, সীমা। ওকল্যাণ্ডে একটা রেস্তোঁরা দেয়ার প্ল্যান আছে। তুমিও যোগ দেবে আমার সাথে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছু কাল চাকুরি করতে হবে আমাকে, টাকা জমানোর জন্যে।'

'আমি তোমাকে এখানে থাকতে বলছি না, মাইক,' গাঢ় কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'অবশ্যই যাবে তুমি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার মনের আয়নায় ঐ ক্যাসিনো চেম্বারে শুধু তোমাকেই দেখবো আমি। যে-ই বসুক না কেন ঐ চেয়ারে। প্রথম প্রথম হয়তো খারাপ লাগবে। কিন্তু পরে অভ্যেস হয়ে যাবে। বুকের ভেতর শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে তুমি।'

'তুমিও আমার সাথে চলো, সীমা,' বলল মাইক। 'মি. হার্টকে বলে ব্যবস্থা করে দেবো তোমার। আর ওখানে একটা না একটা কিছু হয়ে যাবে। প্লিজ, তুমি না কোরো না সীমা,' ব্যাকুল ভাবে অনুরোধ করল ওকে।

'হ্যাঁ যাবো আমি,' ছাদের সিলিং এর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল সীমা। 'তবে এখন না। আগে তুমি যাও। টাকা জমিয়ে তোমার হোটেল খোলো। তারপর ডেকো আমাকে, অবশ্যই যাবো।'

'সত্যি সীমা?' মনটা খুশি হয়ে উঠল। 'তোমার মত একজন বন্ধু পাশে পেলে অনেক কিছুই করতে পারব আমি।'

'আচ্ছা, মাইক, তোমার বাংলোতে ঢোকার সময় সিভিল ড্রেস পরা দুজন পুলিশ দেখলাম গেটের কাছে। কি ব্যাপার?'

'স্রেফ নিরাপত্তার খাতিরে,' আসল কথা আর খুলে বলল না মাইক ওকে। 'জানো তো একটা ক্যাসিনো চালাতে গেলে অনেক শত্রু জন্ম নেয়, তুমি চাও আর নাই চাও।'

'আর বেশি কতদিন আছো এখানে?'

'খুব হলে সপ্তাহ দু'য়েক।'

'খুবই কম সময়,' মাইকের একটা হাত বুকের উষ্ণতায় জড়িয়ে ধরে বলল সীমা। 'তার পরেই চলে যাবে তুমি। বছর দু'য়েক পর হয়তো দেখা হবে, যদি আমাকে ডাকো। হয়তো দেখা না ও হতে পারে, কে জানে।'

'তোমাকে ডাকছি আমি,' ওর পাশে শুতে শুতে বলল মাইক 'আর তুমিও আসছো।'

কাত হয়ে ফিরে দুহাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল ওকে। ঝড়ো পাখির মত মাইকের বুকে মুখ লুকালো মেয়েটা। মাইকও দুহাতে আদর করতে লাগল ওকে। ওর এলো খোপার উপর ডুবিয়ে রাখল নাক। প্রাণভরে গন্ধ নিল চুলের। অদ্ভুত মাদকতাময় একটা গন্ধ কেমন যেন মাতাল করে দেয় মাইককে।

দুহাতের তেলোতে করে তুলে ধরল ওর মুখটা। ভেজা ভেজা হয়ে আছে দুচোখের পাতা। আস্তে করে চুমু খেল ওর চোখের পাতায়। নাকের ডগায়। কামনায় উন্মুখ হয়ে আছে ওর রক্তিম ঠোঁট জোড়া। মাইকের আগ্রাসী ঠোঁট জোড়া ঝাঁপিয়ে পড়ল ঐ কোমল নরম ঠোঁট জোড়ার উপর। এবার বিছানার উপর উঠে বসল মাইক। তেমনি কাত হয়ে শুয়ে আছে সীমা। বুকের উপর থেকে সরে গেছে শাড়ীর আঁচল। হাত দিয়ে ঠেলা মেরে চিৎ করিয়ে দিল মাইক ওকে। খুলতে শুরু করল শাড়ী। শাড়ী খুলে ওটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে।

এসব ভারতীয় মেয়েদের শাড়ী খোলার সাথে যে কি বন্য আনন্দ আর উত্তেজনা সেটা জানে না আমেরিকানরা। এবার ওর পিঠের নীচে হাত ঢুকিয়ে টপ টপ করে খুলে ফেলল ব্লাউজের টিপ বোতামগুলো। দুহাত গলিয়ে ব্লাউজটা খুলে ফেলল সীমা নিজেই। চালাক মেয়ে, ব্রা পরেনি ভেতরে। উর্ধাঙ্গ ওর পুরোপুরি নগ্ন। ঢিবির মত উঁচু হয়ে আছে উদ্ধত স্তন জোড়া। খাড়া হয়ে রয়েছে বাদামীবৃন্তদ্বয়।

সীমার গায়ের ত্বক সোনালি । পেটের দিকে তাকাল মাইক। মসৃণ নাভীর চারপাশে হালকা রোম। ফুটোর মত সরু নাভী। পেটিকোটের গিটে হাত দিল এবার। কিছুতেই খুলছে না গিটটা। সেটা খোলার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে ওর কোমরের পাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখ ডুবিয়ে দিল ওর পেটে। মুখ ঘষতে শুরু করল ওর নাভীর উপর। দু হাতে জড়িয়ে ধরল সরু কোমর।

মুখ নিয়ে এল সীমার ভরাট দু'টো স্তনের উপর। এক হাতে জড়িয়ে ধরল একটা স্তন। কিছুতেই যেন মুঠোর ভেতর ধরা দিতে চাচ্ছে না বিশাল স্তনটা। আরেকটা স্তনের উপর মুখ নিয়ে জিভ বের করে চেটে দিল বোঁটা। উত্তেজনায় আর আরামে তিরতির করে কাঁপছে সীমার সারা দেহ। মুখ উপরে তুলে নিয়ে মাইক চুষতে লাগল সীমার ঠোঁট আর জিভ। এক সময় আলতো কামড়ে দিল কানের লতি। ব্যথায় আনন্দে শীৎকার করে উঠল মেয়েটা। এবার ওর নিম্নাঙ্গের উপর উপুড় হয়ে বসল মাইক। নীচে থেকে উপর দিকে তুলতে শুরু পেটিকোট। উন্মোচিত হলো ওর সুগঠিত পা' জোড়া। আরও উপরে তুলল পেটিকোটের ঝুল। বেরিয়ে এল কলাগাছের মত বিশাল উরুদ্বয়। আরও উপরে তুলে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলল ওর পেটিকোটের গিট। ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে উঠল সীমা। দু হাতে ওর দুই উরু জড়িয়ে ধরে তলপেটের উপর মুখ ডুবিয়ে দিল মাইক। দু'পা উপরে তুলে দুটো বিশাল কোমল উরু দিয়ে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল সীমা সাপের মত। মাইক দু' হাতে মুখ ঠেসে ধরল ওর দুই উরুর ফাঁকে। পাগলের মত হাঁপাচ্ছে। এদিকে পুরোপুরি দণ্ডায়মান মাইকের পৌরুষ। সীমার দু' উরুর বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে নিল নিজেকে। চিত হয়ে শুয়ে হাঁপাচ্ছে ও। ধাক্কা দিয়ে উপুড় করিয়ে দিল সীমাকে। ভরা কলসীর মত ঢেউ খেলে আছে ওর নিতম্ব। তাতে যেন ভূমধ্য সাগরের তরঙ্গ। কাত হয়ে শুয়ে ওর বিশাল নিতম্বটা জড়িয়ে ধরল মাইক। কামড় বসাল নিতম্বের খাঁজে।

তারপর উপুর হয়ে হামলে পড়ল সে। মাইকের দেহের নীচে দলিত মথিত নিষ্পেষিত হতে লাগল সীমার কোমল কুসুম পেলব নগ্ন নারীদেহ। তারপর একসময় শান্ত হলো ঝড়। বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনে।

আট

কাজের চাপ অনেক কমে এসেছে। সময় কাটতে চায় না মাইকের। বিশেষ করে অবসর মুহূর্তগুলো। মাথার ভেতর শুধু আবোল তাবোল চিন্তা। আসলে নিজেকে স্পষ্ট বুঝতে পারে না ও নিজেই। একবার মনে হয় সাবরিনাকে ভালবাসে সে। বিশেষ করে এখানে আসার পর থেকে মাইকের অনেকটা সেরকম অনুভূতিই হয়েছিল। আবার বুঝতে পারছে মিষ্টি ভারতীয় মেয়ে সীমার প্রতিও বেশ খানিকটা দুর্বলতা গড়ে উঠেছে ওর।

পরিচিত পরিবেশ, বিশেষ করে এখানকার মার্কিন সমাজ মেনে নিতে পারছে না মাইকের মত একজন আমেরিকানের এরকম ভারতীয় নারী প্রতি। যেখানে একটু ইচ্ছে করলেই হাতের কাছে পাওয়া যায় অনেক আমেরিকান কিংবা ইউরোপীয় মেয়ে। অবশ্য মাইকের এখানকার এক বন্ধু এমব্যাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী ড্যান ওরেন, বেশ সমর্থন করে ভারতীয় মেয়ে বন্ধুর ব্যাপারটা। বেচারার অবশ্য মেয়ে পটানোর কোন যোগ্যতাই নেই। ভাল করে কথা বলতে পারে না। মোটাসোটা ভুড়িওয়ালা। ফলে বেশির ভাগ সময়ই মেয়েদের নিয়ে বিছানায় যেতে হলে গাঁটের পয়সা খরচ করতে হয় ওকে। ওর আর মাইকের দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ আলাদা। ও বলে, এশিয়ান মেয়েদের চাহিদা লাল চামড়ার মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, শ্যামবর্ণ চামড়ার একটা অন্যরকম রোমান্স আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা বিছানায় ওরা খুবই চমৎকার রিয়্যাক্ট করে। মুখে না বললেও মনে মনে ওয়েনের সব যুক্তিই মেনে নেয় মাইক। ওর সাথে সীমার সম্পর্কটা একমাত্র সেই ভালভাবে নিয়েছে।

স্থানীয় এক শিল্পীকে দিয়ে মাইকের একটা পোর্ট্রেট আঁকিয়ে ওকে উপহার দিয়েছে সীমা। তার দাবী হচ্ছে মাইকের শোবার ঘরে রাখতে হবে ওটাকে। কিন্তু দেয়ালে কোন জায়গাই নেই। সারা দেয়াল বড় বড় পেইন্টিং-এ পূর্ণ। বিছানা বরাবর বিরাট একটা ভারী পেইন্টিং ঝুলানো, মাইক ঠিক করল ওটা সরিয়ে ওখানেই রাখবে ছবিটা। পেইন্টিংগুলো আগের ম্যানেজারের, যাবার সময় গিফট করে গেছে মি. হার্টকে। এত নাকি

ক্যাসিনোতে ওর একটা স্মৃতি থেকে যাবে।

পেইন্টিংটা বেশ ভারী। মাইকের একার পক্ষে সরানো সম্ভব নয়। বাবুর্চি জনকে ডাকবে বলে ঠিক করেছে। এমন সময় এসে হাজির হলো চিয়াং। হাতে কয়েকটা অফিসিয়াল ফাইল। মাইক আর চিয়াং মিলে খুব সাবধানে দু'টো চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে দেয়াল থেকে খুলল ওটা। দুজনে ধীরে নামাতে যাবে, হঠাৎ করে হাত ফসকে গেল মাইকের। ওজন সামলাতে না পারায় চিয়াং-এর হাত থেকেও ছুটে গেল বিশাল কাঁচে বাঁধানো পেইন্টিংটা। বিকট শব্দে মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল ওটা।

'একি হলো, স্যার।' বিমূঢ় হয়ে বলল চিয়াং।

'টেক ইট ইজি,' বলল মাইক। 'এ্যাক্সিডেন্ট ইজ এ্যাক্সিডেন্ট,' অভয় দিল ওকে। 'তা' ছাড়া দোষটা তো আমারই। চলো এবার এটা ওঠানো যাক, কাঁচই শুধু ভেঙ্গেছে ছবিটা তো অক্ষত আছে।'

ভাঙ্গা কাঁচগুলো সরিয়ে ফ্রেমের বাঁধন থেকে ছবিটা আলগা করতে গিয়ে দেখে ছবির পেছনের হার্ডবোর্ডের কাছে অনেকটুকু অংশ ফাঁকা। হার্ডবোর্ডটা টান দিয়ে ছিঁড়তেই ভেতর থেকে ঝপ্ করে মাটিতে পড়ল ছোটখাটো পার্সের আকারের একটা চামড়ার থলে। কৌতূহলী হয়ে সেটা হাতে তুলে নিল মাইক। ওটার চেইনটা টান দিয়ে খুলে ফেলতেই ভেতরে ঝিকমিক করে উঠল কি যেন। মেঝের উপর উপুড় করে ধরতেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মার্বেলের মত দানা দানা ছোট বড় অনেকগুলো হীরে। আকাটা হীরে।

মাইকের মাথা বোঁ বোঁ করে উঠল। হীরের দাম সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওর। তবুও আন্দাজে বুঝে নিল পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের কম হবে না। অবচেতন মন বলল, যদি এগুলো রক্ষা করতে পারে স্রেফ কোটিপতি বনে যাবে। সারাজীবন আর কোন কিছু করে খেতে হবে না। ভুলে গেল ক'দিন আগেই একটা ক্রাইম সম্রাজ্যের কর্ণধার হতে অস্বীকার করেছিল সে। স্রেফ যাতে ক্রিমিনাল নাম না কিনতে হয়।

'স্যার,' অভিভূত কণ্ঠে বলল চিয়াং। 'এগুলো মার্শাল কিংয়াং কাই শেকের সম্পত্তি, আমার যতটুকু বিশ্বাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যাবার আগে মার্শাল বেশ কিছু কাল হংকং-এ ছিলেন। ধারণা করা হয়েছিল কোথায়ও লুকিয়ে গেছেন হীরেগুলো। অনেকে খুঁজেছে, পায়নি।' এগিয়ে এসে ছবিটা খুলল ও। 'দেখেছেন স্যার, পেইন্টিংটা কিন্তু যুদ্ধের!' তাকিয়ে দেখল মাইক, ঠিক তাই। কামান থেকে গোলা দাগা হচ্ছে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন

চারদিক। যুদ্ধের ভয়াবহ অবস্থার সাক্ষী যেন ছবিটা। 'আমি বলি কি স্যার,' ফের কথা বলল চিয়াং। 'চলুন থানায় জমা দিয়ে আসি। স্রেফ হিরো বনে যাবো আমরা দুজনেই। প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড পেয়ে যাবো নিঃসন্দেহে।'

হীরেগুলো থলেতে ঢোকাল মাইক। রাখল ট্রাউজারের পকেটে। 'শোন চিয়াং, বোকার মত কথা বলো না,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'বাজে কথা রাখো। হীরে আমি পেয়েছি। হ্যাঁ, তোমাকেও ভাগ দেয়া হবে। ওসব জেনারেল টেনারেল মরে ভূত হয়ে গেছে কবেই। আর আদৌ ওটা তারই এমন কোন প্রমাণ আছে?'

'এসব এখানকার অথরিটি বুঝবে, স্যার,' সাবধানী কণ্ঠে বলল ও। 'আমাদের উচিত সেটা অথরিটির কাছে সোপর্দ করা।' কথা বলতে বলতে দরজার কাছে এগিয়ে গেল। বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেল মাইক। চিয়াং দেশপ্রেমিক লোক জানত। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে। কোটি কোটি টাকার অফার কেউ প্রত্যাখান করতে পারে এমন ধারণা ছিল না মাইকের। রাগে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল। 'চিন্তা করে দেখো চিয়াং,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সে। 'সামান্য একটা ক্যাসিনোর ততোধিক সামান্য একজন এসিসট্যান্ট ম্যানেজার তুমি। অথচ এখন ইচ্ছে করলে নিজেই এরকম একটা ক্যাসিনোর মালিক হতে পারো। অন্য রকম করে ফেলতে পারো জীবনটাকে। জীবন উপভোগ করার অধিকার সবারই আছে।'

'স্যার, এই আপনিই না লোক ঠকানোর অন্যায় থেকে বাঁচবার জন্যে পরোয়া করেননি মিডনাইট ডার্লিংকে' বলল চিয়াং। 'নিজে লড়ে প্রমাণ করেছেন নিজের সততা আর বীরত্ব। আর সেই আপনিই আজ চুরি করার কথা বলছেন আমাকে!'

'আমি কাউকে ঠকাচ্ছি না এখানে,' মাইক বোকাটাকে চেষ্টা করল বোঝাতে। 'টাকাটা অর্থাৎ হীরেগুলো হয়তো সরকারী আমলাদের পকেটে যেত। এখন যাবে আমাদের পকেটে। এতে কোন ঠকাঠকির প্রশ্ন আসছে না।' প্রাণপণে চেষ্টা করল ওকে কনভিন্স করতে। কেননা যে কোন সময় এখানে ঢুকে যেতে পারে যে কেউ।

'সেটা সরকারী লোকদের মাথা ব্যথা,' আগের মতই একগুঁয়ে ভাবে বলল চিয়াং। সরকারী সম্পদ এখন এই হীরে। জনগণের সম্পত্তি।'

'আমাকে ন্যায় অন্যায় শেখাতে এসো না, বিরক্ত হয়েছে মাইক। 'বুকে হাত দিয়ে তুমি নিজেও বলতে পারবে না একজন সৎ লোক তুমি।' বাদানুবাদ করতে ভাল লাগছে না ওর। কিন্তু বুঝতে পারছে হীরের আশা করতে হলে যেভাবেই হোক পটাতে হবে লোকটাকে। একটা ছোটখাটো

ভাগ নিতে রাজী করাতে হবে ওকে। এছাড়া আর কোন পথও নেই।

'শুনেছিলাম বেআইনী কাজ করার অপরাধে, ঘুষ খাবার অপরাধে সেনাবাহিনী থেকে চাকুরী চলে গেছে আপনার,' ঘৃণার সাথে বলল চিয়াং। 'কিন্তু বিশ্বাস করিনি। ভেবেছিলাম স্রেফ রটনা। কিন্তু এখন বিশ্বাস করি আমি আপনার দ্বারা সবই সম্ভব। আপনি একটা মুখোশধারী ক্রিমিনাল।'

কথা বলতে বলতে কখন যে ও দরজার কাছে এসে পড়েছে খেয়াল করেনি মাইক। চকিতে বুঝল, এখনি দৌড় দিয়ে বেরিয়ে যাবে ও। তারপর থানা পুলিশের কেলেংকারী করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। চিন্তাটা মাথায় আসার সাথে সাথে ওর কাছে সরে এল মাইক। ওকে কদম বাড়াতে দেখে দরজার দিকে দৌড় দিল চিয়াং। লাফ দিয়ে সাথে সাথে ওর হাতের কব্জি চেপে ধরল মাইক। প্রাণপণে ওর বজ্রমুঠি থেকে ছুটতে চাইল চিয়াং। এক হাতে ওর মুখ চেপে ধরল মাইক। আরেক হাতে ঘাড়।

দেখতে ছোটখাটো চীনে লোকটা। কিন্তু মারপিটের কৌশল ভাল জানে। ধরার সাথে সাথে মাইকের পেটে একটা পাঞ্চ কষালো ও। একটু ঢিলে হয়ে এল হাতের বাঁধন। সাথে সাথে মাইকের গলা বরাবর একটা কারাতের কোপ চালিয়ে দিল। এবার পুরোপুরি ছুটে গেল হাতের বাঁধন। সাথেসাথে শূন্যে উঠে গেল ছোট দেহটা। শূন্য থেকে দু'টো পা উড়ে আসছে দেখল মাইক। অর্থাৎ ফ্লাইং কিক মারতে যাচ্ছে চিয়াং।

বিদ্যুতের মত পাশ কেটে সরে গেল মাইক। ধপাস করে মেঝেতে পড়ল চিয়াং। গড়ান মেরে ফের ছুটে গেল দরজার দিকে। প্রচণ্ড রাগে, ব্যথায় খুন চড়ছিল মাথায়। পেছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল ওকে মাইক। এক হাতে মুখ চেপে ধরে আরেক হাতে ঘাড় ধরে ছেঁচড়ে নিয়ে চলল ঘরের কোণে। ওর ইস্পাতের মত কঠিন বাহুর চাপটা বেকায়দা মত পড়েছিল চিয়াংয়ের ঘাড়ে। কাটা মুরগির মত ঝটপট করছিল চিয়াং। হঠাৎ খেয়াল করল একেবারে শান্ত হয়ে গেছে ওর দেহটা। আঁতকে ওঠে মেঝেতে শুইয়ে দিল ওকে মাইক। নাড়ি দেখল। মরে গেছে বেচারা! ঠাণ্ডা একটা স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল মাইকের। হ্যাঁ, খুন করে ফেলেছে। এখন থেকে ও একজন খুনি! নিজের অজান্তেই খুন করে ফেলেছে মাইক শেলডন।

একবার ভাবল থানায় গিয়ে বলে চিয়াং হীরেগুলো চুরি করে পালাচ্ছিল। মাইক বাধা দিতে যাওয়ায় ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে মারা গেছে সে। অথরেটি হয়ে তো বিশ্বাস করবে, আবার না ও করতে পারে। বিশ্বাস না করারই কথা। কেননা দেশপ্রেমিক হিসেবে নাম আছে চিয়াং এর। আর

মাইক সেনাবাহিনী থেকে অপরাধীর দায়ে বহিস্কৃত একজন অফিসার। তাছাড়া হীরেগুলো ছাড়তে মন চাইল না। আপাতত লাশটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। স্টীলের আলমারীটা খুলে ভেতরে ঢুকাল ওটা। ডালা বন্ধ করে চাবি মেরে দিল। কামরার ভেতর এয়ার কুলার ঘুরছে। অথচ এর ভেতরেই ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছে মাইক সামান্য এটুকু কাজ করতে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কাঁপা কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল একটা। জানে খুনের ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে খুব শীঘ্রই। এখন ওর যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে খুব দ্রুত গা ঢাকা দেয়ার একটা ব্যবস্থা করা। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা নকল পাসপোর্ট নিয়ে ছদ্মবেশে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া।

চেহারাটা একটু পাল্টিয়ে নিতে হবে। গোঁফ রাখতে হবে, চুলগুলো ডাই করাতে হবে। চশমা নিতে হবে। বুঝতে পারছে এসব কিছু একা করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

হাঁ, একমাত্র একজনকেই বলা যায় সবকিছু। সে হচ্ছে সীমা। মেয়েটাকে বলেছে ও এনগেজড, শুধু ফ্রেণ্ডশীপ করতে চায় ওর সাথে। কিন্তু এরপরও ওকে ভালবেসেছে সীমা। অবশ্য কোন প্রত্যাশা নেই ওর। এক তরফা নির্ভেজাল ভালবাসা। যা একমাত্র এশিয়ার মেয়েদেরকেই মানায়। ইচ্ছে করলে প্রেম প্রেম খেলে প্রতারণা করতে পারত মাইক ওর সাথে। কিন্তু মন সায় দেয়নি। আর দরকারও ছিল না তার। সব কিছু জেনে শুনেই পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে মেয়েটি। হঠাৎ মেঝের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল মাইক। এখানে ওখানে জমে আছে লালা মিশানো রক্ত। গা ঘুলিয়ে কেমন বমি বমি ভাব হতে লাগল। ইতিউতি তাকাল চারদিকে। রক্ত মোছার জন্যে যদি পাওয়া যায় তেমন কিছু। না পেয়ে ছিঁড়ে ফেলল ক'দিন আগে কেনা বাটিকের শার্টটা। বাথরুম থেকে ভিজিয়ে এনে ঘষে ঘষে রক্ত তুলে ফেলল মেঝে থেকে। কাপড়ের টুকরোগুলো কমোডে ফেলে ফ্ল্যাশ টেনে দিল।

নিজের অজান্তেই খুন করে ফেলেছে মাইক। যদিও খুন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না ওর। আদালত দূরে থাক কেউ বিশ্বাস করবে না ওর এসব কথা। একমাত্র সীমা ছাড়া। সুতরাং ওর একমাত্র অবলম্বন সীমা। এখন যেভাবেই হোক বেরুতে হবে দেশ থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় দরজায় নক করল কে যেন। আতংকে জমে গেল মাইক। 'কে?' নিজের অজান্তেই কণ্ঠটা কেঁপে গেল।

'আমি জন, স্যার,' বুড়ো বাবুর্চির কণ্ঠ ভেসে এল বাইরে থেকে। 'লাঞ্চ দেব, স্যার?'

ওহ্ বুড়ো জন! হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মাইক। 'আমি একটু ব্যস্ত আছি জন,' কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক রেখে বলল। 'আর লাঞ্চ বাইরে করব আজ।' একটু অবাক হলো জন। কিন্তু কোন কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। মাইক বুঝতে পারছে আর মিনিট দশেকের মধ্যে চিরকালের মত এ বাংলো ছাড়তে হবে ওকে। অথচ সঙ্গে কিছুই নিতে পারবে না। সাথে এখন ব্যাগ বা কিছু দেখলে হয়তো সন্দেহ করতে পারে জন। খোদাই জানেন, ধস্তাধস্তির আওয়াজ কানে গেছে কিনা ওর।

তাড়াতাড়ি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব ঢুকিয়ে নিল একটা পার্সের ভেতরে। ফর্সা একপ্রস্থ সার্টপ্যান্ট পরে নিল। সাবধানের সাথে ট্রাউজারের ভেতরে লুকিয়ে নিল হীরে ভর্তি থলিটা। মি. হার্টের উপহার দেয়া পিস্তলটাও খাপে পুরে নিয়ে নিল ট্রাউজারের পকেটে। এখন থেকে এটাই হবে ওর সবচে' বিশ্বস্ত সঙ্গী। ভাঙ্গা ফ্রেম আর কাঁচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে ফেলে দিল নীচের ডাস্টবিনে। যাবার সময় তাকাল সীমার দেয়া ওর পোট্রেট করা ছবিটার দিকে। দেয়ালের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা আছে ওটা। তাড়াতাড়ি ফাঁকা জায়গাটায় টাঙিয়ে দিল ওটা। খুনের খবর জানাজানি হবেই। কিন্তু হীরেরটা হবে না। হোক, সেটা মাইক চায় না। রুম লক করে বেরিয়ে এল সে। 'কখন ফিরবেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল জন।

'আজ ফিরব না,' বলল মাইক। 'আর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে চিয়াং কে একটা কাজে শহরের বাইরে পাঠিয়েছি আমি।'

'ঠিক আছে স্যার,' বলল ও। 'কিন্তু স্যার চিয়াং সাহেবকে তো এখানেই ঢুকতে দেখলাম। বেরুতে দেখিনি।'

'বুড়ো মানুষ, চোখে ছানি পড়েছে,' রাগের সাথে বলল মাইক। 'বেরুবার সময় হয়তো খেয়াল করোনি।'

নিজের অজান্তেই কর্কশ শোনাচ্ছে মাইকের গলা। কেমন যেন দ্বিধা, অস্বস্তি ভরা অদ্ভুত চোখে ওর দিকে তাকাল বুড়োটা। ও কি সন্দেহ করছে কিছু? যাহোক, পাত্তা না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মাইক।

নয়

পিং কিং রেস্তোরা কাম বার। ড্যান্স রুমও আছে ওদের। মালিকের নাম টাই কিং। নিজের নামের সাথে মিল রেখে হোটেলের নাম রেখেছে। নকল পাসপোর্টের ব্যাপারে আগে আলাপ করে নিতে হবে। অবশ্য লোকটাকে আপাতত বুঝতে দেয়া চলবে না যে দরকারটা মাইকের নিজেরই। বলবে এক বন্ধুর জন্যে। ওকে ঢুকতে দেখেই ক্যালকুলেটরে হিসেব কষতে কষতে একগাল হাসল টাই। 'কি ব্যাপার, স্যার,' বিগলিত হেসে বলল ও। 'ক্যাসিনোর রাজকীয় লাঞ্চ বাদ দিয়ে এ গরিবালয়ে এসেছেন!'

'প্রতিদিন একই ধরনের জিনিষ খেলে অমৃতেও তো মানুষের অরুচি ধরে। কি বলো?'

'তা যা বলেছেন, ক্যাপ্টেন, স্যার।' একেবারে বিনয়ের অবতার শালা! মাইক জানে, সুযোগ পেলে কিছুই ছাড়বে না অথচ এখন এরই সাহায্য দরকার ওর! আণ্ডার গাউণ্ডে যোগাযোগ আছে এরকম লোক হিসেবে শুধু একেই চেনে আর চেনে মিডনাইট ডার্লিংকে। কিন্তু মেয়ে লোকটার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কেননা হীরের কথা ঠিকই টের পেয়ে যাবে ও। একমাত্র এই মোটা বেঁটে টাই কিংকেই ব্যবহার করা যায়। মাথায় এত ঘিলু নেই ওর যে হীরের ব্যাপারে আন্দাজ করবে।

'তোমার সাথে আমার একটু ব্যক্তিগত দরকার ছিল, টাই কিং,' বলল ওকে মাইক।

একটু অবাক হলো চাইনিজ লোকটা। কিন্তু সাথে সাথে দমন করল ভাবটা। কাউণ্টার থেকে উঠে এসে নিয়ে গেল ওর নিজস্ব চেম্বারে।

'বসুন স্যার, কি খেদমত করতে পারি?'

'দরকারটা আসলে আমার এক বন্ধুর,' কোনরকম ভনিতা না করে বলল মাইক। 'কিন্তু আশা করি বিশ্বাস করা যায় তোমাকে।'

ওদের ধর্ম গ্রন্থের নামে শপথ করল লোকটা।

'আমার এক বন্ধুর একটা জাল পাসপোর্ট দরকার,' বলল মাইক। 'সেটা ব্রিটিশ হলে ভাল হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ দেশ থেকে কেটে

পড়তে চায় ও।'

সতর্ক চোখে মাইকের দিকে তাকাল চাইকিং। 'আপনি হয়তো জানেন স্যার টাকা হলে এখানে সবই সম্ভব,' নীচু কণ্ঠে বলল ও। 'কিন্তু তবুও সব নয়। এখানকার কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে জাল পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। এখানে অপরাধ যেমন হয় তেমনি বেশিরভাগ অপরাধীই ধরা পড়ে। তবে অপরাধেরও শ্রেণী বিভাগ আছে। আমার জানা দরকার কি ধরণের অপরাধ করে দেশ ছাড়তে চাইছে আপনার বন্ধু। মানুষ খুন না হয়ে অন্য কিছু হলে আমি আছি। টাকা পেলে অনেক কিছুই করি স্যার, কিন্তু খুন খারাবীর ভেতর নেই। ব্যাপারটা আমার সবটুকু জানা দরকার।

'আমার বন্ধুর সাথে পরামর্শ করে বিস্তারিত জানাব তোমাকে,' একটু ইতস্তত করে বলল মাইক।

'সে আপনার ইচ্ছে,' শ্রাগ করল ও। 'তবে একটা কথা, পাসপোর্ট করা অনেক টাকার ব্যাপার। কেননা এতে অন্তর্গমন এবং বহির্গমন ভিসা থাকতে হবে। প্রচুর টাকা খাওয়াতে হবে ইমিগ্রেশনকে। বুঝতেই পারছেন স্যার, অনেক টাকার ব্যাপার। আশা করি আপনার বন্ধুর কোন অসুবিধে নেই টাকা পয়সার।' কুতকুতে চোখে লোভী দৃষ্টিতে তাকাল ও।

মাথা নেড়ে বাইরে এল মাইক। একটা চেয়ার দখল করে অর্ডার দিল লাঞ্চের। প্রচুর ক্ষিদে থাকা সত্ত্বেও খেতে ইচ্ছে করছে না। টেবিলের উপর লাঞ্চের কোর্স সাজিয়ে দিয়ে গেল চীনে ওয়েটার। তন্বী কিশোরী মেয়ে। খাওয়া দাওয়া সবে শেষ করেছে মাইক, দেখে বিরাট ভুরি আগলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান ওয়েন। ট্রপিক্যাল একটা স্যুট পরনে। স্যুটের মালিক হিসেবে বেশ গর্বিত দেখাচ্ছে ওকে। দুনিয়াতে দামী পোশাক, মদ আর মেয়ে মানুষ, মাত্র এই তিনটে জিনিসের উপরই তার আকর্ষণ। এখানকার মার্কিন এমব্যাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী সে। চাহিদা ওর মাত্র তিনটে, কিন্তু তিনটেই খুবই দামী। ফলে বেতনের পয়সায় কুলোয় না। সরকারী চাকুরি, প্রায়ই ধার নেয় মাইকের কাছ থেকে। মনে হলে ফেরত দেয় নইলে দেয় না। কিন্তু লোক ভাল ড্যান। একেবারে যাকে বলে দিল খোলা। সামর্থ না থাকলেও করতে চায় অনেক কিছুই।

'কিরে শালা,' জোরে মাইকের কাঁধ চাপড়ে দিল ও। 'পাত্তা নেই তোর। রাগ করো না মানিক আমার। মদ খাও দোস্ত, স্ফুর্তি করো।' ওয়েটার ডেকে দুজনের জন্যে জনি ওয়াকারের অর্ডার দিল ও।

কোন কথা না বলে একটা সিগারেট ধরাল মাইক। একটু যেন কেঁপে

গেল হাত।

'মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন সোনা,' আদর করে বলল ও। 'রাতে সীমা বুঝি শোয়নি তোমার সাথে, না কি শোবার পরও দেয়নি।'

'শালা মাগীবাজ কোথাকার,' গালি দিল মাইক ওকে। খুব ভাল করেই জানে ওর মাথায় স্বপ্নেও কোনদিন আসবে না এ মুহূর্তে মাইক একজন খুনি। কিন্তু, ওর কাছ থেকে সাহায্যের কোন আশা নেই, কেননা কিছুই বলা যাবে না ওকে। কানপাতলা লোক।

'শোনো দোস্ত,' চোখ মটকে বলল। 'খাসা একটা মাল পেয়েছি। হ্যাঁ তোমার প্রেমিকার স্বগোত্রীয়। ভারতীয় শিখ। নাম অনিতা সিং। রাতটা আজ ওর সাথেই কাটাবো। দেখি কতটুকু আগানো যায়। পরিচয় হলো গতকাল।'

মাইক সীমাকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছে টাই কিং কে দিয়ে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলা দরকার ওর সাথে। জানে না কতক্ষণে এসে পৌঁছুবে। কেননা 'গুরুত্বপূর্ণ এ শব্দটা বলতে বলেনি টাইকিংকে। ব্যাটা ধড়িবাজ। কিছু একটা সন্দেহ করে ফেলতে পারে যে কোন সময়। অথচ কাজের কথার সময় এই শালা ড্যানও একটা সমস্যা। একবার সীমার দেখা পেলে সহজে নড়বে বলে মনে হয় না।

'ড্যান, কখন আসবে তোর নতুন জিনিস?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওকে।

'এই তো সোনা এল বলে,' বলল ও।

এখান থেকে কেটে পড়া দরকার। 'শোন দোস্ত তুই অপেক্ষা কর এখানে আমার যেতে হবে এখুনি,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল মাইক। 'একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার। না গেলে আস্ত রাখবে না সীমা।' সত্যি কথাটাই অর্ধাংশ বলল ওকে।

'যা শালা, হ্যাভ এ গুড ডে।'

দশ

মাইক গেটের কাছে আসতেই দেখে ভাড়া করা ট্যাক্সী থেকে নামছে সীমা। রং জ্বলা জিন্সের টি শার্ট আর ট্রাউজার পরনে। মাথার চুল টেনে বাঁধা। চোখে সান গ্লাস। শার্টের উপরিভাগ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর লোভনীয় স্তন জোড়া। 'কি ব্যাপার মাইক,' উদ্বেগ ভরা গলায় বলল ও। 'সকালে চলে এসেছো ক্যাসিনো থেকে। বলে এসেছো আগামী কালের আগে ফিরবে না। এদিকে আবার চিয়াংকেও পাঠিয়েছো কোথায় যেন। বিং সাম আর আমার অবস্থা কাহিল। হয়েছেটা কি তোমার?'

'বলব সব,' বলল মাইক। নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে অবাক হয়ে গেল নিজেই। 'তার আগে বলো লাঞ্চ করেছো তুমি?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'আমিও সেরে নিয়েছি,' বলল মাইক। 'জরুরি কথা আছে তোমার সাথে। চলো সী বীচের দিকে যাই।'

'অনেক কাজ পড়ে আছে ক্যাসিনোতে।'

'বাদ দাও তোমার অফিস,' একটু রাগত কণ্ঠে বলল মাইক। 'খুবই জরুরি একটা ব্যাপার। এখন কোন কথা না বলে লক্ষী মেয়ের মত আমার পাশের সীটে এসে বসো।' বলে ওর ক্রীম কালারের টয়োটা সেলুনের দরজা খুলে ধরল। কোনও কথা না বলে চুপচাপ ওর পাশে বসল সীমা।

হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে তিনটে বাজে। বিকেল হয়ে এসেছে। সময় খুবই কম। তাড়াতাড়ি করার জন্যে এক্সেলেটরের উপর চাপ বাড়াল মাইক। সীমা পাশে আছে। বুকে যেন অনেক বল পেল। নিজের অজান্তেই হঠাৎ করে কেমন যেন নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এই মিষ্টি ভারতীয় মেয়েটার উপর।

বীচে এসে নিরালায় বসল দুজনে। চারদিকে জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক প্রেমিকা সবাই প্রাণভরে উপভোগ করছে হংকং-এর মনোরম বিকেল। সবার উপর হিংসে হলো মাইকের। 'কি হয়েছে তোমার, ডার্লিং?' উদ্বেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সীমা।

ওর হাতদুটো কোলে তুলে নিল মাইক। মসৃণ সুন্দর আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। ওর সুন্দর আয়ত চোখ দু'টোর দিকে তাকাল গভীর ভাবে। 'আমাকে ভালবাসো তুমি, তাই না সীমা?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওকে।

'হ্যাঁ, বাসি,' বলল ও। 'তুমি তো ভাল করেই জানো। তুমি একটা মেয়ের সাথে এনগেজড জানার পরও। কিন্তু তোমার কাছ থেকে আমার কোন প্রত্যাশা নেই, শুধু ভালবেসেই আমি সন্তুষ্ট, বেশি কিছু চাই না।'

মনে মনে ভাবল মাইক। এশীয় মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব এরকম একতরফা ভালবাসা। যা আমেরিকার কোন মেয়ের পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়।

'আসলে কারও সাথে এনগেজড নই আমি,' সত্যি কথাটাই বলল ওকে। 'সাবরিনার মত ওরকম অনেক প্রেমিকবান্ধবী আছে আমার ওখানে। তোমার সাথেও প্রেম প্রেম খেলতে পারতাম, কিন্তু যেন প্রতারণা করতে মন সায় দেয়নি। অবশ্য ইদানীং চিন্তা করছিলাম সাবরিনাকে পার্মানেন্ট করে নেবো। এখন নতুন করে জীবনটাকে ভাবতে হচ্ছে আমাকে।'

বড় বড় আয়ত চোখ দুটো মেলে গভীর ভাবে মাইকের দিকে তাকিয়ে আছে সীমা। বুঝতে পারল ওর সব কথা অকপটে বিশ্বাস করছে মেয়েটা।

'যাতে আমার কাছ থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা না করো সেজন্যেই বন্ধুত্বের বেশি আর আগাতে দেইনি আমি,' ফের শুরু করল। 'তারপরও আমাকে ভালবেসেছ তুমি, সব কিছু উজাড় করে দিয়েছ আমাকে। আমিও স্বার্থপরের মত নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমার জীবনে সংকট দেখা দিয়েছে, একমাত্র তোমাকেই আপন হিসেবে সব বলে তোমার সাহায্য চাইছি। কিন্তু তোমাকে আজ শুধু এটুকু কথা দিতে পারি সব শোনার পরও যদি তুমি রাজী থাকো, তোমাকেই জীবন সঙ্গী করে নেবো।'

উদ্বেগ আর আতংকে মাইকের দুকাঁধ খামচে ধরল সীমা।

'কি হয়েছে, মাইক?'

আজ সকাল থেকে কি কি ঘটেছে সব খুলে বলল ওকে মাইক। টাই কিং এর সাথে সাক্ষাৎকার পর্যন্ত। শোনার সাথে সাথে মুখের রং-এর পরিবর্তন হচ্ছিল সীমার। 'তুমি পুলিশের কাছে চলো, মাইক,' কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলল সীমা। 'আমার বিশ্বাস সব মেনে নেবে ওরা। আর হীরেগুলো পেলে সব কিছু ভুলে যাবে ওরা।'

'তোমাকে তো বলেছি সীমা কিছুতেই পুলিশ মেনে নেবে না ব্যাপারটা,' বলল মাইক। 'ভাববে ইচ্ছে করেই খুন করেছি চিয়াংকে। ফাঁসীতে লটকে

দিতে কিছু মাত্র দেরি করবে না। অবশ্য তুমি যদি আমার ফাঁসী চাও তাহলে অন্য কথা।'

জায়গা মত লাগল খোঁচাটা। মাইকের মুখে সাথে সাথে হাত চাপা দিল ও। কেঁদে ফেলল। 'তুমি বলতে পারলে'–

'বলব না তো কি?' রাগের সাথে বলল মাইক। 'খুব ভাল করেই জানো সারেণ্ডার করা মানে নিজের মরার রাস্তা করা।'

'তাহলে কি করতে চাও?' বিহ্বল দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকাল অসহায় মেয়েটা।

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা,' খুশির সাথে বলল মাইক। 'যত মুশকিল তত আসান। যা করার সেটা আমি করব। তোমার কাজ শুধু আমাকে সাহায্য করা। তোমাকে কোন পথ বাতলাতে বলছি না আমি। যা করব তা ইতিমধ্যেই প্ল্যান করে ফেলেছি। আপাতত কিছু দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আমাকে। তারপর পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে যাব দেশ থেকে। এবং তোমাকে নিয়ে। এখন বলো তো কোথায়ও তোমার জানাশুনা আছে? যেখানে লুকিয়ে রাখতে পারবে আমাকে কিছু দিনের জন্যে?'

কিছুক্ষণ চিন্তিত দেখাল সীমাকে। পরক্ষণেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে একটা অজ এলাকা আছে,' আশা ভরা কণ্ঠে বলল ও। 'ওখানে আমাদের পরিচিত একজন বুড়ো লোক আছে। একটা খামার আছে ওর। আমাকে ধর্ম নাতনী বানিয়েছে। সংসারে কেউ নেই। প্রচণ্ড ভালবাসে আমাকে। বুড়ো দাদুকে শুধু বলতে হবে তুমি আমার স্বামী হতে যাচ্ছ বা স্বামী, এটুকু বললেই হবে। তোমার জন্যে যা দরকার সব করবে ও।' 'চমৎকার,' খুশিতে দু হাতে টান মেরে মাইক কোলে তুলে নিল ওকে। জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ঘাড়ে, গালে, কপালে, ঠোঁটে। 'কিন্তু একটা কথা,' বলল সীমা। 'ওখানে যাবার পথে কিন্তু ছোটখাটো পুলিশ ফাঁড়ি আছে একটা।'

একটু চিন্তা করল মাইক। 'ঘাবড়াও মাত। এমন গাড়ি নেবার ব্যবস্থা করছি যে গাড়ি পুলিশ কখনোই থামাবে না। আর তাছাড়া ঘণ্টা দু'য়েকের ভেতর রওনা হচ্ছি আমরা। নিশ্চয়ই এর ভেতরে রাষ্ট্র হয়ে যায়নি খুনের খবর। ঘর তো আমার লক করা। মনে হয় না কাল সকাল নাগাদ কেউ যাবে ওখানে।'

এগারো

কোথায় রাত কাটাবে ড্যান সেই ঠিকানাটা আগেই রেখে দিয়েছিল মাইক। মাঝারি টাইপের একটা হোটেলে যখন কলিংবেল টিপল রাত তখন আটটা। সীমাকে বসিয়ে রেখে এসেছে রিসিপশন রুমের ভেতর। দরজা খুলে দাঁড়াল একটা মেয়ে। পরণে স্বচ্ছ নাইটি, কাঁধের কাছে খোলা। নাইটির ফিনফিনে আবরণ ভেদ করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঈষৎ লালচে স্তনের বোঁটা। বোধহয় বেড়ে গিয়ে সবে নাইটিটা খুলতে যাচ্ছিল সে। গলায় গালে মৃদু অত্যাচারের চিহ্ন। মাইক বুঝল, ড্যানের সেই শিখ মেয়ে অনীতা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকাল ও।

'ড্যান ওয়েন আছে এখানে?

'মাইক বুঝি,' চিৎকার করে বলল ড্যান। 'জ্বালালি শালা। এখন আবার কি মনে করে?'

'দোস্ত তোর গাড়িটা দরকার,' সময় নষ্ট না করে বলল মাইক। 'হঠাৎ নষ্ট হয়ে গেছে আমার গাড়িটা। সীমাকে বসিয়ে এসেছি নীচে।'

'সকালেই গাড়ি ফেরত দিয়ে যাবি কিন্তু শালা।' বিছানা থেকে শুয়েই মাইকের দিকে চাবিটা ছুড়ে দিল ও। 'তা যাচ্ছিস কোথায়?'

'এয়ারপোর্ট বারে।'

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে মাইক সীমাকে বলল, 'আগামীকাল সকালে এখানে গাড়িটা রেখে যেতে হবে তোমার।'

ড্যানের বুইক নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা শহরের দক্ষিণ দিক ধরে। কিছুক্ষণের ভেতর শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল আরো সামনে। মাইল বিশেক পেরিয়েছে, চারদিকে এখন গ্রাম এলাকা। কিছুক্ষণের ভেতর পুলিশ ফাঁড়ি এসে যাবে। ফাঁড়ি ক্রস করে যাবার সময় স্পীড কমাল একটু। নাহ, আটকাল না কেউ। আরো দু'মাইল এগিয়েছে, দেখে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ডাকাত, হাতে উদ্যত সাব মেশিন গান। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল মাইক। মাথা নীচু করতে বলল সীমাকে। নিজে মাথা নীচে করে প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরল এক্সেলেটর।

ব্রাস ফায়ার করতে শুরু করল ওরা। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল সাধের

দুতাবাসের গাড়িটির উইণ্ড স্ক্রীণ। শালার মরার উপরে খাড়ার ঘা। সেই সাথে ফেটে গেল গাড়ির সামনের চাকা দু'টো। ব্রেক কষল। দেখল দৌড়ে আসছে দুর্বৃত্ত তিনজন। নামিয়ে রেখেছে সাব-মেশিনগান। ভেবেছে পটল তুলেছে গাড়ির আরোহীরা। সীটের উপর মরার মত ভান করে পড়ে আছে দুজনে। পিস্তল কক্ করে রেডী করে রেখেছিল মাইক। মনে মনে স্মরণ করল বিধাতাকে। এই ওয়েস্টার্ন গানম্যানদের মিস করা চলবে না। রেঞ্জের ভেতর আসতেই গুলি করল পরপর। সাথে সাথে পড়ে গেল দুজন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এস এমজি তুলতে যাবে শেষেরজন, মাথা লক্ষ্য করে টিপে দিল ট্রিগার। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন দীর্ঘ দিনের অভ্যাস।

সামনে আরো তেরো মাইল। হাঁটতে হবে পথটুকু। চিন্তা করতেই খারাপ লাগল মাইকের। নিজের জন্যে নয়। যে মেয়েটাকে নিজের সঙ্গে জড়িয়েছে তার জন্যে। 'কাছে ধারে একটু ঘুরে দেখি,' বলল সীমা। 'নিশ্চয়ই ডাকাতগুলো মটর সাইকেল বা অন্য কিছু করে এসেছিল।'

এগোতেই ঝোপের পাশে মটর সাইকেল পেয়ে গেল দুটো। একটা টেনে তুলে স্পার্কিং তার জয়েন করে স্টার্ট দিল। পেছনে চেপে বসল সীমা। নিজের চোখের সামনে তিনটে খুন দেখে হতবাক হয়ে গেছে বেচারী। দিনের শেষ না হতেই মাইকের হাতে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই খুন হয়ে গেল মোট চারজন। খোদাই জানেন সামনে আর কি আছে। সীমার পাতানো দাদু চীনে বুড়ো হোয়ং চি মিনের খামার বাড়িতে যখন পৌঁছল রাত তখন প্রায় একটা। আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল বুড়ো। সীমা বুড়োকে শুধু জানাল মাইক ওর হবুবর। একটা রাজনৈতিক কারণে ক'দিন এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে মাইকে। বুড়োকে ভালই লাগল। কেননা অহেতুক কোন প্রশ্ন করে বিরক্ত করে নি সে। 'মেয়েটা বেশ একটা বর পেয়েছে।' আনন্দের সাথে বলল বুড়ো। 'আমার আদরের নাতনীটার তাহলে একটা চমৎকার হিল্লে হলো। তুমি আমেরিকান বুঝি বাবা?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় নাড়ল মাইক।

'জামাইর সাথে আমেরিকা চলে যাবি,' সীমার দিকে ফিরে ফোকলা দাঁতে হাসল বুড়ো, 'শুনেছি দুনিয়ায় স্বর্গরাজ্য আমেরিকা।' ফের ফিরল মাইকের দিকে,' তোমার যতদিন খুশি থাকো বাবা, কেউ জানবে না আর কেউ বিরক্ত করবে না তোমাকে।'

মাঝারী টাইপের খামার বাড়ি। বড়সড় একটা বেডরুমে থাকবার ব্যবস্থা করা হলো মাইকের। বুঝল যতদিন থাকুক না কেন, আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না কোন। বিছানায় শুয়ে পড়ল মাইক। জানালার পাশেই ঝিল।

হালকা চাঁদের আলো ঢুকছে জানালা দিয়ে। ফুরফুরে দখিণা বাতাস আসছে বাইরে থেকে। মুহূর্তের জন্যে ভুলে গেল সব সমস্যা। কি সুন্দর এ প্রকৃতি।

গোটা পরিস্থিতিটা চিন্তা করল মাইক। হয়তো ঘণ্টাখানেকের ভেতর পুলিশ জেনে যাবে সব। এর মাঝে হয়তো আবিষ্কার হবে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে দূতাবাসের গাড়ি এক্সিডেন্টের খবর। সবাই বুঝে নেবে খুন করে পালাচ্ছিল মাইক। দুর্ভাগ্যবশত ডাকাতদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে ওর। এতে ডাকাত দল হয় মেরে গুম করে ফেলেছে ওকে নতুবা অপহরণ করেছে। হংকং-এ এসব ব্যাপার পানিভাত। সুতরাং এক দিক দিয়ে ডাকাত দলের আক্রমণের ব্যাপারটা শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাইকের আর খোঁজ করা হবে না। ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যাবে। এখান থেকে পালানোটা বেশ সহজ কাজ হয়ে যাবে। সারাদিনে এই প্রথম মেজাজটা ভাল হয়ে উঠল মাইকের।

ঘরে এসে ঢুকল সীমা। হাতে একটা নাইটি। মাইক কাছে ডাকল ওকে। পরিস্থিতি খুলে বলল। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ও। সব শুনে একটু খুশিই মনে হলো। 'এবার ছাড়ো আমাকে,' বলল সীমা। 'কাপড় বদলে শুতে যেতে হবে। অনেক রাত হয়েছে।'

'এখানেই কাপড় চেঞ্জ করো, এই উল্টো দিকে ফিরে শুচ্ছি আমি,' বলে উল্টো দিকে কাত হলো মাইক।

'দুষ্টু কোথাকার,' ওর পিঠে কিল বসাল সীমা।

পাশে বসে ছিল ও। হ্যাঁচকা টান মেরে নিজের উপর ফেলল ওকে মাইক। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আগ্রাসী চুমু খেল ওর ঠোঁটে। দুপুরের সেই জিন্সের শার্ট আর ট্রাউজার পরনে ওর। বাঁ হাতের কনুইয়ের উপরে ভর করে কাত হল ওর দিকে। ডান হাতে একটা একটা করে খুলতে লাগল ওর শার্টের বোতাম। নাভী পর্যন্ত খুলে বুকের উপর থেকে সরিয়ে দিল শার্টের উপরাংশ। ব্রা পরেনি ও ভেতরে। বুকের উপর থেকে শার্ট সরাতেই ফুঁসে বেরিয়ে এল স্তন জোড়া। মাইক কাত হয়ে চুমু খেল স্তনের বোঁটায়। মুখ রাখল দুস্তনের মাঝখানের খাঁজে। মাইকের মাথাটা নিবিড়ভাবে দুহাতে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে থাকল সীমা।

মাথাটা ওর দুস্তনের বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিল একটু পরেই। যত্নের সাথে খুলে দিল শার্টের বাকী ক'টা বোতাম। হাত লাগিয়ে শার্টটা খুলে ফেলল সীমা। পরণে ওর এখন শুধু জিন্সের ট্রাউজার। ওর বুড়ো দাদুর দেয়া বার্মিজ লুঙ্গি আর ফতুয়া পরেছিল মাইক। এবার খুলে ফেলল ফতুয়াটা। খালি গায়ে শুধু লুঙ্গি পরনে। চিৎ হয়ে শুয়েছিল সীমা। টান মেরে

লুঙ্গির গিটটা খুলে ফেলে হামলে পড়ল মাইক ওর উপর।

উপুর হয়ে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চাটতে শুরু করল ওর ঠোঁট, খাঁজ কাটা চিবুক, নরম কাঁধ আর বগলের খাঁজ। ঘামের গন্ধের সাথে নারী দেহের কেমন মিষ্টি একটা মাতাল করা গন্ধ। আলতো করে কামড়ে দিল ওর এক স্তনের বোঁটা। উত্তেজনায় শিরশির করে উঠল সীমার সারা দেহ।

পাগলের মত চুষছে ওর স্তনের বোঁটা,স্তন। মুখের ভেতর পুরে নিতে চাইল ডাবের সাইজের স্তনের যতটুকু পারা যায়। আরেক হাতে সমানে দুমড়াচ্ছে, মোচড়াচ্ছে আরেক স্তন। কুকুরের মত চাটছে দু'বুকের গিরিখাদ। চাটতে চাটতে নীচে নেমে এল আরো। পেটে, নাভীর ভেতর ঢুকিয়ে দিতে চাইল জিভ। হঠাৎ খেয়াল হলো তখনো ট্রাউজার পরণে সীমার।

কোমরের কাছে উবু হয়ে বসল মাইক। টান মেরে খুলল ট্রাউজারের টিপ বোতাম। টেনে নামিয়ে দিল জিপার। টেনে ট্রাউজার নামিয়ে দিল নীচে। ওর দু'উরুসন্ধিস্থল ঢাকা আছে সাপের মত চিকন কালো রঙের প্যান্টিতে। ধবধব করছে ফর্সা থামের মত উরুদ্বয়। সীমা পা লাগিয়ে টেনে খুলে ফেলল ট্রাউজার। ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা কামরার এক কোণে। পরনে শুধু প্যান্টি সীমার। উন্মুক্ত হয়ে আছে প্রায় নগ্ন দেবীর মত নারী দেহ। মাইক উবু হয়ে মুখ রাখল তলপেটে। টেনে খুলে ফেলল প্যান্টির বাঁধন। এবার পুরোপুরি নগ্ন ভেনাস ও। ঠেলে দিয়ে কাত করে শুইয়ে দিল ওকে। 'দ' এর আকারে ওর পেছনে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল মাইকও। পেছন থেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওর দুই বুক। তারপর সীমার শরীরে প্রবেশ করল ও। সেই সঙ্গে শুরু করল মন্থন।

বারো

এদিকে হোটেলের রুমের ভেতর দ্বিতীয় বারের মত অনীতার সঙ্গে প্রেম করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মার্কিন দুতাবাসের প্রথম সচিব ড্যান ওয়েন। বিছানার উপর একরাশ চুলে ঢাকা পড়ে আছে অনীতার কাঁধ আর পিঠের কিয়দংশ। বিছানার অদূরে একটা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর নগ্ন নারী দেহের শোভা দেখছে ড্যান। নৌকার গলুইয়ের মত উঁচু হয়ে আছে অনীতার বিশাল নিতম্ব। সরু কোমর আর কলা গাছের মত থাই। সত্যি, কোন তুলনা হয় না ভারতীয় মেয়েদের, মনে মনে ভাবছে ড্যান, বিয়ে করলে ভারতীয় মেয়েই বিয়ে করবে সে।

সিগারেটটা আধাআধি শেষ হয়ে এসেছে। নগ্ন দেহ দেখতে দেখতে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে ড্যান। সিগারেটটা আর শেষ করা হয়ে উঠল না ওর। পায়ে পায়ে ফের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। ন্যাংটো হয়ে নিবিড়ভাবে ঘুমুচ্ছে মেয়েটা। ওর উরুর পাশে বসল ড্যান। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ভারী উরুদ্বয় সহ ওর নিতম্ব। মুখ রাখল নিতম্বের দুটো মাংসের ভেলার নরম খাঁজে। বেশ কিছুক্ষণ মুখ ঘষল ওখানে।

ফের উঠে বসল ও। হাত রাখল নিতম্বের উপর। পেছন দিয়ে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল মেয়েটার উরুরসন্ধি স্থলে। সাথে সাথে ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে চিত হয়ে শুলো অনীতা। শ্বাসের তালে তালে উঠানামা করছে বর্তুলাকার স্তনদ্বয়। দুহাতে আলতো করে স্তন দুটো চেপে ধরল ড্যান। তাকাল নীচের দিকে। নাভীর নীচে উন্মুক্ত হয়ে আছে যোনীদেশ। ঘন লোমাচ্ছাদিত। আলতো করে ওখানে মুখ রাখল ড্যান। ঘষতে লাগল।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ এভাবে চালাতে পারল না ড্যান। স্পষ্ট বুঝতে পারল সময় হয়ে এসেছে ওর। সময় নষ্ট না করে অনীতার উপর উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল ও। যেন আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে ঢুকল সে। দুহাতে মেয়েটার কোমর আকড়ে ধরে শুরু করল সঙ্গম। প্রত্যাশিত সময়ের অনেক আগেই লাভাস্রোত বেরিয়ে গেল ড্যানের। ক্লান্ত হয়ে মেয়েটার বুকের উপর মুখ রেখে হামলে পড়ে থাকল ও। জেগে উঠলেও ঘুমের ভান করে পড়ে রইল অনীতা।

মিনিট পাঁচেকও যায়নি ঠক্ ঠক্ করে কে যেন নক করল দরজায়। বিরক্ত হয়ে অনীতাকে ছেড়ে উঠে বসল ড্যান। তাড়াতাড়ি পরে নিল প্যান্ট। এদিকে বেডশীট টেনে নিয়ে নিজের নগ্ন দেহ ঢেকে ফেলেছে অনীতা। দরজা খুলে বাইরে এসেই ড্যান দেখে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক পরা পুলিশ।

'আমি সিকিউরিটি পুলিশের ইন্সপেক্টর ওয়াং সান,' বিনীতভাবে বলল মাঝখানের লোকটা। 'অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, মি. ওয়েন।'

'কি ব্যাপার?' বিরক্ত চেপে জিজ্ঞেস করল ড্যান। 'হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে কি মনে করে, ইন্সপেক্টর?'

'আপনার দূতাবাসের বুইক গাড়িটা আপনি গতরাতে কাকে দিয়েছিলেন, মি. ওয়েন?'

'আমার এক বন্ধুকে,' বলল ও। 'গোল্ডেন হ্যাভেন ক্যাসিনোর ম্যানেজার। নাম মাইকেল শেলডন। কেন?'

'মি. মাইকেল কোথায় যাওয়ার জন্যে নিয়েছিলেন এটা?'

'এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে। কিন্তু কি ব্যাপার?'

'আমি দুঃখিত,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ইন্সপেক্টর। 'এয়ারপোর্টের উল্টো দিকে পাওয়া গেছে গাড়িটা। এখান থেকে বাইশ মাইল দক্ষিণে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় কাছের পুলিশ ফাঁড়ির লোকেরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। নিহত অবস্থায় তিনজন ডাকাতের লাশ পাওয়া যায়। ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসবাদী কোন গ্রুপ। হয় মেরে গুম করে ফেলেছে মি. শেলডনকে অথবা অপহরণ করেছে। মাত্র আধ ঘণ্টা হলো খবর পেয়েছি আমারা। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝলাম না। এয়ারপোর্টের কথা বলে উল্টো দিকে কেন গেলেন উনি।'

কয়েক মুহূর্ত কথা জোগাল না ড্যানের মুখে। গাড়ি নষ্ট, মাইক হাওয়া, ঘটছে কি এসব। গাড়ির জন্যে দুঃখ হলো, ফের আশংকা জাগল মাইকের জন্যেও। চমৎকার বন্ধু ছিল ওর। 'আপনি কি শিওর?' ভারী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'কোন সন্দেহ নেই, মি. ওয়েন,' বলে ঘুরে দাঁড়ায় ইন্সপেক্টর। এক্ষুণি মি. মাইকের ক্যাসিনোর বাংলোতে যাচ্ছি আমি। তদন্ত করতে হবে সব। সকালে যোগাযোগ করব ফের আপনার সাথে।'

'আমি অপেক্ষায় থাকব,' বলল ড্যান। 'মাইকের একটা খবর পাওয়া দরকার!' বলে ফ্যালফ্যাল করে ইন্সপেক্টরের গমন পথের দিকে তাকিয়ে

থাকল।

মাঝ রাতেই দুজন পুলিশ নিয়ে ক্যাসিনোতে পৌঁছে গেল ইন্সপেক্টর। ম্যানেজারের বাংলোতে পৌঁছে বেল টিপতেই গেট খুলে দিল বুড়ো বাবুর্চি জন। চোখ দেখে বোঝা যায় বুড়ো ঘুমোয়নি রাতে। 'তোমার মালিকের কী খবর, জন?' ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ওকে প্রশ্ন করল ওয়াং।

পুলিশ দেখে একটু ভয় পেয়ে গেছে বেচারা। 'বেলা বারোটার দিকে বেরিয়ে গেছেন,' বলল ও। 'সকালের আগে ফিরবেন না বলেছেন।'

'যাবার সময় উনাকে কি অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল?'

একটু চুপ করে থাকল বুড়ো। তারপর মাথা নাড়ল, খুবই আস্তে।

'গতকাল সকালে এখানে অস্বাভাবিক কিছু তোমার চোখে পড়েছে?'

'স্যার, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না,' আমতা আমতা করে বলল বুড়ো। 'খুব সকালের দিকে স্যারের এসিস্ট্যান্ট চিয়াং সাহেবকে ঢুকতে দেখলাম কিন্তু আর বেরোতে দেখিনি। হতে পারে আমার চোখের ভুল, বুড়ো হয়েছি তো।'

মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল ওয়াং এর। 'যাহোক একদম মুখ খুলবে না তুমি কারো কাছে,' কঠিন কণ্ঠে বলল ও। 'এখন আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো। চেক করে দেখব।'

পুলিশ দুজন আর বাবুর্চিকে বাইরে রেখে প্রতিটা ঘর, রুম, বাথরুম সব চেক করল ওয়াং। বেডরুমের সামনে এসে দেখল তালামারা। ছোট্ট একটি যন্ত্র বার করে তালা খুলল ও। সব চেক করে আলমারী খুলল। ডালা মেলে ধরতেই মরা লাশের পচা দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে বমি এল ওর। এবার সবকিছু পরিষ্কার হয়ে এল ওয়াং এর কাছে। তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করে বেরিয়ে এল বাইরে। জনকে ভেতরে ঢুকতে নিষেধ করল। পুলিশ দুজনকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিল, ভেতরে কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়। ওদের পাহারায় রেখে জীপে উঠে স্টার্ট দিল। এক্ষুনি চীফের সাথে দেখা করা দরকার।

হংকং এর পুলিশ চীফ কর্ণেল জেমস হার্ডি জাতিতে ব্রিটিশ। প্রাক্তন গভর্ণরের আত্মীয়। হিংস্রতা আর পাশবিকতা এবং সর্বোপরি বিকৃত রুচির জন্যে বিখ্যাত। সুদর্শন চেহারার নীচে সব সময় লুকিয়ে থাকে একটা জানোয়ার। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু মজবুত দেহ। শোনা যায় খুব শীঘ্রই তাকে অবসর দিয়ে দেয়া হবে। তার বদনামের জন্যে বর্তমান গভর্নর আর চাইছেন না তাকে। কিন্তু খবরটা কানে গেলেও পাত্তা দেয়নি কর্নেল। তার ধারণা তাকে ছাড়া হংকং এর সিকিউরিটি পুলিশের একটি দিনও চলবে না।

কর্নেলের সবচে' বড় শখ, কিশোরী মেয়েদের ধর্ষণ ও নিপীড়ন করা। টর্চার সেলে কারো তিলে তিলে কষ্ট পাওয়া মৃত্যু নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করে বিকৃত আনন্দ পায় সে। টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কাজ নেই।

কর্নেলের পাশবিক কাজকর্মের যোগানদার এবং সহায়তাকারী তার ব্যক্তিগত সচিব ঝাও চাং। তার বড়ই প্রিয়পাত্র এই ঝাও। বেঁটে খাটো চীনেটার সাথে আকার-আকৃতিতে আকাশপাতাল ফারাক থাকলেও এক দিক দিয়ে দুজনার দারুণ মিল। সাপের মত ঠাণ্ডা চোখ দুজনেরই। ঠোঁট জোড়া নিষ্ঠুর আর দুজনের মাথাই বিকৃতি এবং পাশবিকতায় ঠাসা।

নিজের বিশাল কারুকার্যখচিত বেডরুমে বসে ঝাও এর জন্যে অপেক্ষা করছে কর্নেল। নতুন একটা শিকার নিয়ে আসার কথা ঝাওয়ের। আজকাল প্রায়ই হংকং থেকে অপহৃত হয় সুন্দরী কিশোরী মেয়েরা। এটা অবশ্য এখানে কোন ব্যাপারই না। বাহ্যিক তৎপরতা চালায় পুলিশ। কিন্তু যেখানে রক্ষক নিজেই ভক্ষক সেখানে পাবলিকের করার কিছুই থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নক হলো দরজায়। তড়িঘড়ি দরজা খুলে দিল কর্নেল। লোভে আর হিংস্রতায় জ্বলছে দু'চোখ। পাঁজাকোলা করে একটা অজ্ঞান কিশোরীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ঝাও। বৃটিশ এক প্রদেশের মেয়ে টিনা। অনেক দিন ধরে টার্গেট ছিল কর্নেলের। জুনিয়ার কলেজে সবে ভর্তি হয়েছিল মেয়েটা। ক্লাসের প্রথম দিন ছিল ওর। বাড়ি ফেরার পথে কিডন্যাপ। হয়েছে। তারপর থেকে অজ্ঞান করিয়ে রাখা হয়েছে তাকে। বেচারী জানেও না কি চরম অভিশাপ অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

গায়ে তখনো কলেজের ড্রেস ওর। ডিভানের উপরে ওকে শুইয়ে দিল ঝাও। কুতকুতে চোখে তাকাল একবার। তারপর ফিরল কর্নেলের দিকে। চোখে মুখে প্রভুভক্ত কুকুরের মত একটা চিকচিকে ভাব।

'তুমি কাছে ধারেই থেকো ঝাও,' বলল কর্নেল। 'জানো তো যে কোন সময় দরকার হতে পারে তোমাকে।'

মাথা দুলিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ঝাও। দরজা ভেতর থেকে লক করে দিল কর্নেল। ডিভানে পরম নির্ভরতায় ঘুমুচ্ছে টিনা নামের কিশোরী তন্বী মেয়েটা। কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘুম ভাঙবে ওর। মুখোমুখি হবে চরম বিকৃত এক বাস্তবতার।

তেরো

ডিভানের কাছে একটা আরাম চেয়ার নিয়ে বসল কর্নেল। তাড়িয়ে তাড়ি দেখছে মেয়েটাকে। নিঃশ্বাসের সাথে সাথে ফুলে ফুলে উঠছে শার্ট প বুক। নিম্নাঙ্গে স্কার্ট। পায়ে কাপড়ের জুতো। বন্য আনন্দে জিভ লকলক করছে কর্নেলের। পায়ের কাছে গিয়ে মেয়েটার জুতো জোড়া খুলল। তারপর একে একে খুলে ফেলল নিজের সমস্ত জামা কাপড়। নগ্ন হয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ডিভানের কাছে মেঝের কার্পেটের উপর। আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলতে লাগল নেভী ব্লু স্কার্টের ঝুল। হাঁটুর উপরে তুলে ফেলল স্কার্ট। বেরিয়ে এল ধবধবে ফর্সা একজোড়া সুগোল, নির্লোম মসৃণ উরু। উরুর উপর কুকুরের মত মুখ রাখল কর্নেল। কামড়ে দিল উরুর নরম কোমল মাংস। এবার আরো উপরে স্কার্টের ঝুল তুলল সে। বেরিয়ে এল দু উরুর সন্ধিস্থল। সাদা প্যান্টিতে ঢাকা অনাঘ্রাতা যৌবন। ফিনফিনে প্যান্টির উপর দিয়ে হাত বুলাল কর্নেল।

ঠিক তখুনি জ্ঞান ফিরে এল মেয়েটার। চোখ মেলে তাকাল চারদিকে। তারপর লাফিয়ে উঠে বসল ডিভানের উপর। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল কর্নেলের নগ্ন পশুর মত দেহটার দিকে। প্রত্যুত্তরে কুৎসিৎ অশ্লীল হাসি হাসল কর্নেল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল মেয়েটা। বিশাল মেহগনী কাঠের দরজা, লক করা। পাগলের মত কতক্ষণ কবাট ধরে টানল টিনা। ব্যর্থ হয়ে দুমদুম করে কিলাতে শুরু করল দরজার উপর।

বসে বসে তামাশা দেখছিল কর্নেল। এবার নগ্ন শরীরে উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েটার দিকে এগোল। তখনো সমানে দরজার উপরে কিলাচ্ছে মেয়েটা। খেয়াল করেনি কর্নেলকে। নিঃশব্দে ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল কর্নেল। তারপর আত্মপ্রকাশ করল নিজের স্বরূপ। চুলের মুঠি চেপে ধরল মেয়েটার। টেনে হিচড়ে নিয়ে চলল বিছানার দিকে। ধাক্কা মেরে ফেলল বিছানায়। ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত পশুর মত। আঁচড়ে, কামড়ে, হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে কর্নেলের ভারী দেহটাকে নিজের উপর থেকে সরিয়ে দিতে চাইল মেয়েটা।

ওপুর হয়ে জাপটে ধরে মেয়েটার ঠোঁট, চিবুক কামড়ে ধরল ও। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল। সাথে সাথে মেয়েটার গালে প্রচণ্ড জোরে দুটো চড়

কষালো কর্নেল। নীল হয়ে গেল টিনার মুখ। এবার দু হাঁটু দিয়ে টিনার পা ঠেলে ধরে, এক হাতে ওর মুখ চেপে ধরে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলল সাদা কলেজ ড্রেসের শার্ট। সাদা বিকিনি দিয়ে বাঁধা কিশোরী মেয়েটার টেনিস বলে মত দু'টো বর্তুলাকার স্তন। ফালি ফালি হয়ে যাওয়া শার্টটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল পশুটা। হ্যাঁচকা টান মারল বিকিনির কাঁধের দিকের ফিতে ধরে। ছিঁড়ে ফেলল বিকিনি, বেরিয়ে এল সুন্দর ফর্সা এক জোড়া বুক। দুহাত দিয়ে মেয়েটার দুহাত চেপে ধরে বুকের উপত্যকায় মুখ নিয়ে কামড়ে ধরল স্তনবৃন্ত, মুখের ভেতর পুরে পুরে নিল একটা স্তন, তারপর কামড়ে ধরল। ছিড়ে আলাদা করে নেবে বুক থেকে। ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল অসহায় মেয়েটা। বুকের উপর থেকে মুখ তুলে নিল কর্নেল। ফর্সা স্তনের চারদিকে লালচে লালচে কামড়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। এবার নীচের দিকে টান মারল স্কার্ট। টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল স্কার্টের কোমরের কাছের বোতাম। টেনে নামিয়ে দিল নীচে। এসময় একটু ফসকে গেল কর্নেলের একটা পা। মুক্ত পা দিয়ে কর্নেলের তলপেটে ধাক্কা মারল মেয়েটা। ব্যথা পেয়ে কঁকিয়ে উঠে ওকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কর্নেল। মুক্ত হয়ে ফের দরজার দিকে ছুটে গেল মেয়েটা। ওর পরনে এখন শুধু একটা সাদা প্যান্টি।

এবার টেবিলের উপর রাখা লিকলিকে একটা বেত তুলে নিল কর্নেল। এগোল মেয়েটার দিকে। খাঁচায় পোরা ইঁদুরের মত কামরার ভেতর ছুট লাগল অসহায় মেয়েটা। কিন্তু কর্নেলের সাথে পারবে কেন! একসময় ওকে জাপটে ধরে ফেলল কর্নেল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কামরার এক কোণে। দেয়ালের সাথে ঠেলে ধরে টান মেরে খুলে ফেলল মেয়েটার প্যান্টি। এক হাতে বুক আর অপর হাতে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখে থরথর করে বলির অবোধ মেষ ছানার মত কাঁপতে লাগল মেয়েটা। এ অবস্থায় বেত দিয়ে ওকে মারতে শুরু করল কর্নেল। ব্যথায় আর্তচিৎকার করতে লাগল মেয়েটা। বেশ কিছুক্ষণ পর থামল কর্নেলের বেত। ততক্ষণে নেতিয়ে পড়েছে টিনা। তন্বী কিশোরীর ফর্সা নগ্ন দেহে শুধু লালচে দাগ। পাশবিক বর্বরতার সাক্ষী।

এবার কাছে গিয়ে নগ্ন দেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কর্নেল। বাধা দিল না মেয়েটা। বাধা দেয়ার শক্তি নেইও। বিছানায় না নিয়ে নগ্ন দেহটাকে মেঝেতে কার্পেটের উপরে শুইয়ে দিল কর্নেল। উবু হয়ে বসল পাশে। মেয়েটার সারাদেহে অত্যাচারের চিহ্ন দেখে অভূতপর্ব উত্তেজনা জেগে উঠল কর্নেলের। প্রথমে নির্লোম পেলব উরুর উপর মুখ রাখল সে। চাটতে শুরু করল তৃষ্ণার্ত চাতকের মত। সুগোল মসৃণ উরুর উপর গাল

ঘষল। তারপর উপর দিকে উঠল তার মুখ। দু'উরুর সন্ধিস্থলে নাকমুখ ঘষল কর্নেল। চাটছে জিভ দিয়ে। তারপর টিনার নিতম্ব জড়িয়ে ধরল কর্নেল। তলপেটের কাছে নিয়ে গেল মুখ। সরু ফুটোর মত নাভীদেশ চেটে দিল। চিত হয়ে থাকা নগ্ন কুমারী দেহের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। এবার কটিদেশ জড়িয়ে ধরে মুখ রাখল দু'স্তনের খাঁজে। মুখ দিয়ে কামড়ে ধরল বাঁ দিকের স্তন, ডান হাত দিয়ে আঁচড়ে দিল ডান দিকেরটা। জোরে জোরে মোচড়াতে লাগল। অবোধ জানোয়ারের মত বোবা ব্যথায় কাতরাচ্ছে মেয়েটা। অতঃপর পুরোপুরি উপুর হয়ে টিনার কুমারী দেহের উপর শুয়ে পড়ল কর্নেল। দু'উরুর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ওর বিরাট লিঙ্গ। জাপটে ধরে নরম কোমল দেহটাকে পিষে ফেলতে চাইল নিজের পশু কঠিন দেহের নীচে। নরম অধরের উপর চেপে রাখল ঠোঁট। কাজ সেরে টিনার রক্তাক্ত নগ্ন দেহের উপর থেকে উঠে পড়ল কর্নেল। বসল গিয়ে আরাম চেয়ারে। আয়েস করে পাইপ ধরাল। তাকাল মেঝের দিকে। চোখ বন্ধ করে নিথর অবস্থায় কার্পেটের উপর পড়ে আছে মেয়েটা। ভেজা ভেজা নাক, মুখ। গোলাপি স্তন, ক্ষীণ কটি, নির্মোল পেলব উঁরু দেশ। সুগঠিত একজোড়া ফর্সা পা। দেখতে দেখতে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল কর্নেল। কাছে গিয়ে ধাক্কা মেরে উপুর করে শুইয়ে দিল মেয়েটাকে। নিতম্বের খাঁজে হাত বুলোতে লাগল। এমন সময় নক্ হলো দরজায়। 'কে?' বাজখাঁই গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, কর্নেল।

'আমি ইন্সপেক্টর ওয়াং,' বাইরে থেকে ভেসে এল কণ্ঠ। 'জরুরি দরকার।'

মেয়েটার ওপুর হয়ে থাকা নগ্ন দেহটা একটা বেডশীট দিয়ে ঢেকে দিল কর্নেল। প্রতিজ্ঞা করল, যদি কোন ফালতু ব্যাপারে এসে থাকে ইন্সপেক্টর তাহলে সারাজীবন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অনুতাপ করতে হবে তাকে। দরজা খুলে বাইরে এসে ইন্সপেক্টরকে নিয়ে নিজের চেম্বারে ঢুকল কর্নেল। সিংহাসনের মত চেয়ারটাতে বসে হুকুম দিল, 'এবার শুরু করো, কী নরক ঘেঁটে এসেছ?'

সংক্ষেপে সব বর্ণনা দিল ওয়াং। কৌতূহলী হয়ে উঠল কর্নেল। 'নিজের এসিস্ট্যান্টকে মেরে ফেলল আমেরিকানটা!' বলল সে। 'নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে। চলো তো এখনই একবার ঘুরে আসি ক্যাসিনো থেকে।'

চৌদ্দ

ইন্সপেক্টর আর ঝাওকে সঙ্গে নিয়ে যখন ম্যানেজারের বাংলোতে পৌঁছল কর্নেল, পূবের আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে ততক্ষণে। প্রথমেই জেরা করল বুড়ো জনকে। জন স্বীকার করল তার মনিব যাবার আগে ধস্তাধস্তি আর কাচের কি যেন ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনেছে সে। এবার দুজনকে নিয়ে বেডরুমে ঢুকল ও। আলমারীর ডালা খুলে এক নজর দেখল ডেড বডিটা।

এদিকে কুকুরের মত উঁবু হয়ে মেঝে পরীক্ষা করছে ওয়াং আর ঝাও। মেঝের উপর ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর কাঁচের গুঁড়ো আবিষ্কার করল সে। জন স্বীকার করল পুরোনো একটা পেইন্টিং বদলিয়ে নতুন একটা লাগানো হয়েছে গতকাল সকালে। হঠাৎ কর্নেলের কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বলল ঝাও। ওয়াং আর জনকে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার আদেশ দিল কর্নেল।

'বদলাবার সময় পুরোনো পেইন্টিংটা মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে যায়,' গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল ঝাও। 'আমার ধারণা, কিছু একটা লুকানো ছিল পেইন্টিংটির ভেতরে। যেটা দেখে ফেলার দরুণ মরতে হয়েছে চিয়াংকে। রুমটা ভাল করে সার্চ করতে হবে।'

বিছানাটা ধরে একপাশে সরাল দুজনে। সাথে সাথে ডিভানের পায়ার কাছে পেয়ে গেল ঝাও সেই কাঙ্খিত জিনিস। ছোট্ট মটর দানার মত একটা হীরে। 'মার্শাল হোয়াং চিমিনের হীরে পেয়েছে আমেরিকানটা,' ফিসফিস করে বলল ঝাও। 'এজন্যেই মরতে হয়েছে চিয়াংকে, সম্ভবত অন্য কোন ভাগীদার চায়নি সে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গা ঢাকা দিয়েছে আমেরিকানটা। পালাতে চাইছে দেশ ছেড়ে। স্যার, ওকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করেন হীরেগুলো।'

চকচক করছে কর্নেলের চোখ দুটো। 'স্রেফ তোমার আর আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ব্যাপারটা। এখন ইন্সপেক্টরকে ডাকো।'

ওয়াং ভেতরে ঢুকতেই কর্নেল বলতে শুরু করল, 'আসলে আমেরিকানটা খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। নিশ্চয়ই চিয়াং হোমো পার্টনার ছিল তার। এবং ব্ল্যাকমেইল করছিল তাকে। সেজন্যে বাধ্য হয়ে খুন হতে হয়েছে ওকে। যাইহোক তুমি প্রচার করে দাও ডাকাতরা অপহরণ করে

নিয়ে গেছে আমেরিকানটাকে। বাবুর্চিটাকে পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত হাজতে পুরে রাখো। গোপনে অনুসন্ধান চালাতে থাকো, কোথায় লুকিয়ে আছে সে। কোন খবর পেলে আমাকে জানাবে। আর হ্যাঁ, খুনটাকে ধামাচাপা দিতে হবে। লাশটার গায়ে দু'টো বুলেট ঢুকিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে ফেলে রেখে এসো ওটা। লোকে জানবে মনিবের সাথে যেতে গিয়ে ডাকাতদের হাতে মারা পড়েছে। এতে অনেক ঝামেলা বেঁচে যাবে। আমি অফিসে যাচ্ছি। একটা স্টেটমেন্ট রেডী করে এব্যাপারে গভর্নরের কাছে পাঠাবো। আর তুমি, ঐ মাইকেল, বাবুর্চি জন আর চিয়াং এর রেকর্ড ফাইল দিয়ে যেয়ো আমাকে।'

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, চীফের চেম্বারে কর্নেল কথা বলছে ঝাও এর সাথে। মাইকেল, চিয়াং আর বাবুর্চি জন–এ তিনজনের লিখিত রিপোর্ট পেশ করেছে ওয়াং। আর তা মনোযোগ দিয়ে দেখছে কর্নেল হার্ডি। কারও রিপোর্টেই উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই। ইতিমধ্যে গভর্ণরের কাছে লিখিত বিবৃতি পাঠিয়ে দিয়েছে কর্নেল, মাইকেলের অপহরণের ব্যাপারে। গভর্ণর তা পেশ করেছে মার্কিন দূতাবাসে। চারজন মার্কিন সামরিক পুলিশের অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে এমব্যাসী থেকে, হংকং এর সিকিউরিটি পুলিশকে সাহায্য করার জন্যে। আর এরাই এখন মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কর্নেলের।

'চিয়াং তো পটলই তুলেছে,' পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বলল কর্নেল। 'এখন হীরের ব্যাপারটা শুধু আন্দাজ করতে পারে বাবুর্চি জনই। মার্কিন অফিসারদের কাছে উল্টোপাল্টা কিছু একটা বলে বিঘ্ন ঘটাতে পারে আমাদের কাজে।'

নিষ্ঠুর হাসি দেখা দিল ঝাও -এর পুরু ঠোঁটে। 'স্যার, কত লোকই তো গাড়ির তলে চাপা পড়ে মারা যায়। এটাকে ব্যাপারই মনে করবে না কেউ, যদি বুড়োটা হাজত থেকে বেরুবার পর এভাবে মরে।'

সন্তুষ্টির হাসি দেখা দিল কর্নেলের মুখে। প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল পি এস– এর দিকে। 'হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটাই তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছি। তা আমেরিকানটাকে খোঁজার ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'কালকের কাগজেই ওর ছবিসহ ক্যাপশন বেরিয়ে যাবে, স্যার,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ঝাও। 'মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষনা করা হবে সন্ধানদাতার জন্যে।'

ঠিক তখুনি কামরার ভেতর এসে স্যালুট করে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর ওয়াং।

'স্যার, মার্কিন পুলিশের অফিসার ক্যাপ্টেন পিটার দেখা করতে এসেছে।'

'ভেতরি নিয়ে এসো ছোকরাকে,' হুকুম দিল কর্নেল।

ভেতরে ঢুকেই, কোন রকম ভনিতা না করে কাজের কথায় চলে এল পিটার। 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, কর্নেল,' বলল ক্যাপ্টেন পিটার। 'এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে এ্যামব্যাসীর অফিসার ড্যানের কাছ থেকে গাড়িটা নিয়েছিলেন মি. মাইকেল অথচ সেটা পাওয়া গেছে তার উল্টো দিকের রোডে। তারপর আবার ড্যান বলছেন যে, এ সময় তার সাথে মেয়ে ছিল একটা। অথচ গাড়িতে লাশ পাওয়া গেছে তার সহকারী চিয়াং এর। এগুলো আপনারা ব্যাখ্যা করবেন কিভাবে?'

ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে দিল না কর্নেল। কিন্তু ক্ষুরধার মাথায় উত্তর তৈরি হয়ে গেল সাথে সাথেই। 'দেখুন ক্যাপ্টেন, মি. ওয়েনের সাথে কথা হয়েছে আমারও। তিনি তার জবানীতে বলেছেন, মি. মাইকেল তাকে বলেছেন নীচে গাড়ি বারান্দায় একটা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন তিনি। মি. ওয়েন চোখে দেখেননি মেয়েটাকে। মি. মাইকেল যে সত্যি কথা বলেছেন তারই বা প্রমাণ কি? মেয়েটেয়ে নয়, ওসময় স্রেফ তার সহকারীই ছিল গাড়িতে। আর এয়াপোর্টের ব্যাপারটাও নিশ্চয়ই গাড়ি নেবার জন্যে মিথ্যে বলেছেন মি. মাইক। ক্যাসিনোতে মি. মাইকের গাড়ি পাওয়া গেছে সম্পূর্ণ চালু অবস্থায়। আমাদের বিশ্বাস এমব্যাসীর সিডিপ্লেট লাগানো গাড়ি নিয়ে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও যাবার প্ল্যান ছিল তার। হংকং এ মি. মাইক আগন্তুক। তার সম্পর্কে তেমন আর কিই বা জানি আমরা। হয়তো কোন অপরাধ চক্রের সাথে জড়িত তিনি। গাড়িতে করে নিষিদ্ধ কোন কিছু পাচার করতে চাইছিলেন। তার সহকারী হয়তো জানত না সেটা। কেননা চিয়াং এর রেকর্ড খারাপ নয়।'

যুক্তি আছে কর্নেলের কথায়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেনে নিতে বাধ্য হলো ক্যাপ্টেন পিটার।

'তাছাড়া আরেকটা ব্যাপার,' আড় চোখে পিটারের দিকে তাকিয়ে ফের শুরু করল ও। 'আমাদের কানে এসেছে মি. মাইক এখানে আসার আগে মার্কিন সেনাবাহিনীর অর্থাৎ আপনাদের আর্মির ক্যাপ্টেন ছিলেন। অপরাধের দায়ে চাকুরি থেকে বহিস্কার করা হয়েছে তাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি আমরা ধরে নিই কোন অপরাধমূলক কাজকর্মের সাথে তিনি জড়িত, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান লোক আমাদের দোষ দিতে পারবেন না। দুমাসও হয়নি তিনি এসেছেন এখানে। তার সম্পর্কে কিইবা জানবে পুলিশ,

এত কম সময়ে?’

মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কিছু বলার থাকল না পিটারের। তবে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল ও, মাইকের হংকং এর জীবন যাপন সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেবে। এটা নিজের ভেতর থেকেই করার তাড়না অনুভব করল, কেননা এখানকার পুলিশ অপরাধী প্রতিপন্ন করতে চাইছে মাইককে। মাইক একজন আমেরিকান আর সবচে’ বড় কথা সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন অফিসার সে।

এদিকে ভেতরে ভেতরে খেপে উঠেছে কর্নেল, কখন না জানি জনের সাথে কথা বলতে চাইবে পিটার। কিন্তু ভাগ্য অনুকূলে কর্নেলের। জনের কথা না তুলেই বিদায় নিয়ে চলে গেল ক্যাপ্টেন। ইন্সপেক্টরকে বিদায় করে দিয়ে ঝাও এর দিকে ফিরল কর্নেল। ‘স্রেফ কপালের জোরে এ যাত্রা বেঁচে গেছি, ঝাও।’ বলল কর্নেল। ‘এক্ষুণি হাজত থেকে মুক্ত করে দাও ব্যাটা বাবুর্চিকে। ঘণ্টাখানেক পরে যেন গাড়ি এক্সিডেন্টে ওর মৃত্যুর খবর পাই আমি।’

‘আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, স্যার,’ নীচু কণ্ঠে বলল ঝাও। ‘কেননা যে জীপের তলায় পড়ে মারা যাবে বুড়ো, তার চালক থাকব আমি স্বয়ং।’

খুব সকালেই বাসে চেপে শহরে ফিরে এল সীমা। অফিসে ঢুকেই দেখে স্বয়ং মি. হার্ট বসে আছেন মাইকের চেয়ারে। ‘আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সীমা,’ ওকে দেখেই বললেন মি. হার্ট। ‘ভাগ্যিস গতকাল একটা কাজে হংকং এসেছিলাম। বীংসাম ফোন করে ভোর রাতে। সব জানাল আমাকে। চিয়াংকে খুন করেছে ডাকাতেরা আর ধরে নিয়ে গেছে মাইককে। কিন্তু হঠাৎ চিয়াংকে নিয়ে ওদিকের ঐ অজ গ্রামের দিকে যাবার কি দরকার হলো মাইকের, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।’

‘গতকাল সকাল থেকে আমার সাথে উনার নেই স্যার,’ অন্য দিকে তাকিয়ে যথাসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সীমা।

‘তোমার কি মনে হয় ডাকাতগুলো ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে?’ ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ‘একটু আগে কথা হয়েছে এখানকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে। ওদের বিশ্বাস খুন করে নাকি লাশ কোথাও গুম করে রেখেছে ডাকাতেরা। জীবিত বা মৃত অবস্থায়, যে ভাবেই হোক ওকে খুঁজে বার করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে ওরা। ফোনে কথা হয়েছে ওর গার্ল ফ্রেণ্ডের সাথে। একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে মেয়েটা। বলোতো আমি কি জবাব দেবো ওদের কাছে?’

মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে চুপ করে রইল সীমা। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যিস, কেউ জানে না মাইকের সাথে ওর সম্পর্কের কথা। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। দুপুরের দিকে ছুটি নিয়ে নিল সীমা। সন্ধ্যের পর পরই যেতে হবে বুড়ো দাদুর বাড়িতে। খুবই সাবধানে, কেউ যেন টের না পায়। ঠিক তখুনি এল টেলিফোনটা। 'মিস্ সীমা,' ফোনে দরাজ, বিনীত কণ্ঠ ভেসে এল। 'আমার নাম টাই কিং, আশা করি চিনেছেন। আপনার সাথে জরুরি আলাপ আছে আমার। দয়া করে একবার আসতে পারবেন কি? আপনার অসুবিধে হলে বরং আমিই আসি।'

একবার মনে হলো এড়িয়ে যায় লোকটাকে। পরে মনে হলো হয়তো কোন দরকারী তথ্য পাওয়া যেতে পারে লোকটার কাছ থেকে। যাওয়াই ঠিক করল সীমা। 'আমি আসছি এখুনি,' বলে লাইন কেটে দিল ও।

সীমা পৌঁছানোর পর ওকে তার নিজের কনফিডেন্সিয়াল রুমে নিয়ে এল টাই কিং। 'গতকাল দুপুরে আমার কাছে এসেছিলেন মি. মাইক,' বলল মোটকা চীনে লোকটা। 'আপনাকে ফোন করে খবর দিতে বলেছিলেন। মনে হলো আপনার বেশ আপন উনি। সে যাক্ গে, আমার কাছে একটা কাজ নিয়ে এসেছিলেন উনি। সেটা হচ্ছে তার কোন এক বন্ধুর নাকি একটা জাল পাসপোর্ট দরকার। সেই সাথে ঐ বন্ধুকে দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে সিঙ্গাপুরে।' একটু বিরতি দিল লোকটা, আজকের দৈনিক কাগজটা এগিয়ে দিল সীমার দিকে। 'অথচ দেখুন গতরাতে নাকি হংকং এর দক্ষিণে যাবার সময় একদল ডাকাতের পাল্লায় পড়েন উনি। একটা দুতাবাসের গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। ডাকাতেরা ঘটনাস্থলে তার সহকারী চিয়াংকে খুন করে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পুলিশের ধারণা ডাকাতেরা খুন করে কোথায়ও ওঁর লাশ গুম করে ফেলেছে।'

এখন পর্যন্ত কাগজ দেখা হয়নি সীমার। কিন্তু গাড়িতে চিয়াং এর লাশ! মাথায় ঢুকল না ব্যাপারটা। ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে গেল সীমা। ওর এ চমকানোটা লক্ষ্য করল টাই।

এবার অন্য কথা পাড়ল টাই কিং। 'আপনাকে যখন খবর দেয়া হলো, আপনি বলে দিলেন, আসছি। সুতরাং আপনার সাথে ওনার দেখা হয়েছে।'

' দেখুন আসলে আসছি বললেও পরে আর আসা হয়নি,' মিথ্যে করে বলল ও। 'এখন পর্যন্ত আমার সাথে দেখা হয়নি ওর।'

টাই-কিং এর অভিজ্ঞ চোখ বুঝল মিথ্যে কথা বলছে মেয়েটা। কিন্তু কেন?

'বাদ দিন, যা বলছিলাম,' যেন কিছুই ঘটেনি এমন ভাবে ফের শুরু

করল টাই। 'আমার বিশ্বাস কোথাও মস্ত বড় ভুল করেছে পুলিশ। আদৌ মারা যাননি মি. মাইক। অপহৃত হবারও প্রশ্ন উঠে না। বন্ধুর কথা বললেও আমি বুঝতে পেরেছি পাসপোর্ট আসলে দরকার তাঁর নিজেরই। সবই আমার অনুমান। তা, আপনাকে বিরক্ত করার কারণ হলো, যদি দেখা হয় আপনার সাথে ওকে বলবেন, পর্যাপ্ত টাকার বিনিময়ে সাহায্য করতে রাজী আছি আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সাহায্যের দরকার হবে তাঁর।'

'যত রাজ্যের আজগুবি কথা আপনার,' বলে উঠে দাঁড়াল সীমা। 'অযথা পেরেশানি করছেন আমাকে। চলি এখন, গুডবাই।'

বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। পেছন থেকে ওর নিতম্বের দোলা দেখতে দেখতে ফের বলল টাই কিং, 'আমার কথা বলতে ভুলবেন না যেন।'

সীমা সবেমাত্র রাস্তায় নেমেছে, কলিংবেল টিপে একটা ষোলো সতেরো বছরের কিশোর ছেলেকে ডেকে পাঠাল টাই। রাস্তার ছেলে। টুকিটাকি যাদু দেখায়। এজন্যে সবাই ওকে ম্যাজিশিয়ান বলে। দেখতে নোংরা। টাকার বিনিময়ে টাই কিং এর ছোটখাট কাজ করে দেয়।

জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে পিচ্চির দৃষ্টি আকর্ষণ করল ও। 'ঐ যে নীল,স্পোর্টর্স গেঞ্জি পরা সুন্দরী মেয়েটা দেখছিস্ এখুনি ওর পেছনে লেগে যা। আমার বিশ্বাস আজ রাতের ভেতর কোথাও যাবে ও। সেটা জেনে আমাকে জানাবি। পাঁচ ডলার পাবি।'

সঙ্গে করে কয়েক প্যাকেট ফাইভ ফাইভ সিগারেট আর আজকের খবরের কাগজটা নিয়ে নিল সীমা। কেননা অতদূরে কাগজ যায় না। সন্ধ্যার বাসে চেপে বসল ও। এদিকে একই বাসের পেছনে চাষাভূষোদের নিয়ে আসর বসিয়ে ফেলেছে টাই কিং এর লেলিয়ে দেয়া পিচ্চি। দু হাতে ছোটখাটো ম্যাজিক দেখিয়ে চলেছে। আর বিনে পয়সার এরকম ম্যাজিক দেখার সুযোগ পেয়ে বেজায় খুশি কৃষকগুলো।

ক্যাম্পটিভি-তে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সীমা। নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওকে অনুসরণ করল পিচ্চি। কোয়ার্টার মাইলের মত হাঁটার পর দাদুর খামার বাড়িতে পৌঁছল ও। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে।

পনেরো

সারাদিন সময় কাটছিল না মাইক শেলডনের। বই পত্র ঘেঁটে, গান শুনে আর কতক্ষণ সময় পার করা যায়। ঘর থেকে বেরোয়নি একদম। বলা তো যায় না, কখন কি বিপদ ঘটে যায়। এখানকার ক্ষুদে ক্ষুদে অধিকাংশ চাইনিজ মানুষদের ভেতরে ওর মত ছ'ফুটি তাগড়া একজন আমেরিকানকে খুব সহজেই চোখে পড়বে সবার। দূর থেকেই দেখতে পেল ও সীমাকে। ইচ্ছে হলো ছুটে বাইরে যায়, অনেক কষ্টে লোভ সম্বরণ করল। গেঞ্জি ঠেলে উঁচু হয়ে আছে ওর লোভনীয় বুক। কামরার ভেতর ঢুকতেই ছুটে গিয়ে দুহাতে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল ওকে। দীর্ঘ সময় ধরে চুমু খেল ওর গালে, ঠোঁটে। 'এ্যাই ছাড়ো তো,' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাগজ আর সিগারেটের প্যাকেটগুলো এগিয়ে দিল সীমা। 'শোনো, অনেক খবর আছে তোমার জন্যে। আগে শুনে নাও, তারপর খবরের কাগজ পোড়ো।'

টেনে এনে ওকে কোলের উপর বসাল মাইক। কানের কাছে চুমু খেয়ে বলল, 'এবার শুরু করো।'

মি. হার্টের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে শুরু করে টাই কিং এর ঘটনা পর্যন্ত সব বলে গেল ও। 'কারা যেন চিয়াং এর লাশটা এনে ফেলে গেছে গাড়ির ভেতরে,' বলল সীমা। 'কাজটা যে ভাবেই যেই করে থাকুক না কেন, এর ফলে খুনের দায় থেকে বেঁচে গেলে তুমি,' খুশি খুশি কণ্ঠে বলল সীমা।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারল মাইক। কোন সন্দেহ নেই; যেভাবেই হোক পুলিশ জেনে গেছে হীরের ব্যাপারটা। এবং নিশ্চয়ই পুলিশের কোন কর্তা ব্যক্তি তিনি! ঘটনাটাকে এভাবে সাজিয়ে নিয়ে তলে তলে ঠিকই খুঁজছেন মাইককে। পাওয়া মাত্রই ওকে নিকেশ করে দিয়ে হীরেগুলো হাতিয়ে নেয়ার মতলব। কিন্তু এ সবের কিছুই বলল না সীমাকে। এমনিতেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে মেয়েটাকে। আর অশান্তি বাড়ানোর কোন দরকার নেই। এখন একমাত্র উপায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া। টাই কিং এর সাহায্য নিতে হবে, এ ছাড়া আর কোন পথও নেই মাইকের।

'শোনো মানিক,' সীমার দিকে ফিরল ও। 'আগামী কাল সকালেই তুমি টাই কিং এর সাথে দেখা করবে। ওকে বলবে আগামীকাল রাতে দেখা

করতে। তবে এখানে নয়। তোমার দাদুর কাছে শুনলাম এখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমে পুরনো ভাঙ্গা মন্দির আছে একটা। আশা করি তুমিও চেনো। আগামীকাল রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার ভেতর ওকে থাকতে বলবে ওখানে। লোকেশনটা বলে দেবে ওকে মুখে মুখে। ওকে বিশ্বাস করতে হবে কিছুটা, এছাড়া উপায়ও নেই।'

চুপচাপ মাইকের কথা শুনে গেল সীমা। ওর মুখ টেনে এবার নিজের দিকে ফেরাল মাইক। চোখে চোখ রেখে বলল 'আমাকে বিশ্বাস কর তুমি, সীমা? যদি বিশ্বাস করে থাকো, তাহলে জেনে রাখো, আই লাভ ইউ।'

কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলল না ও। গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাইকের চোখের দিকে। অনেকক্ষণ ধরে খুঁজল কি যেন। পরক্ষণেই চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, মানুষের মুখ মিথ্যা কথা বলতে পারে, কিন্তু তার চোখ কোনদিন মিথ্যে বলে না।

'আমার অতীত যা-ই থাকুক না কেন,' ফের যোগ করল মাইক, 'এই মুহূর্ত থেকেই তোমাকে ভালবাসি আমি, সীমা। একজন প্লেবয় ছিলাম, প্রতারক ছিলাম। কিন্তু এখন আমি একজন প্রেমিক, সীমা। আমার মুখের কথা যদি নাই বুঝো কিন্তু চোখের ভাষা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো তুমি।'

হঠাৎ ওকে ভীষণভাবে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল মেয়েটা। মাইক গভীর স্নেহে, ভালবাসায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ওর মাথায়, কাঁধে। স্পষ্ট টের পাচ্ছে ওর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে শার্টের আস্তিন। বাধা দিল না ওকে। কাঁদুক বেচারা। সারা জীবনের বঞ্চনা যদি কান্নায় কিছুটা হলেও ধুয়ে মুছে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পর কান্না থামাল ও। তারপর যেন কাঙালের মত বলে উঠল কান্না ভেজা কণ্ঠে, 'আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চলো, মাইক, আমি আর পারছি না এভাবে।'

'হ্যাঁ, আমার সাথে তুমিও যাবে,' বলল মাইক। 'কালই টাই কিংকে জানিয়ে দেব কথাটা।'

ষোলো

পরদিন সকালে টাই কিং এর কাছে রিপোর্ট দিচ্ছিল পিচ্চি। 'ক্যাম্প টিভি মেইন রোড থেকে কোয়ার্টার মাইল দূরে স্যার খামারটা,' বলল ও। 'নিজের চোখে একজন আমেরিকানকে দেখেছি আমি। লম্বা চওড়া।'

পাঁচটা কড়কড়ে ডলার ওর দিকে এগিয়ে দিল টাই। 'ঠিক আছে, ভুলে যা ব্যাপারটা। তোর কাজ এখানেই শেষ। স্রেফ দূর করে দে মাথা থেকে।'

কিন্তু যেতে যেতে চিন্তা করল পিচ্চি, আসলেই মাথা থেকে তাড়ানো উচিত হবে না ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই কোন ঘাপলা আছে এখানে। হয়তো আরো বেশি রোজগারের কোন ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে এ থেকে।

পিচ্চি চলে যেতেই নিজের কামরায় বসে সীমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল টাই। ও জানে এক্ষুনি আসবে মেয়েটা। কেননা এ ছাড়া কোন উপায় নেউ ওদের। মেয়েটার চোখ বলে, আমেরিকানটাকে ভালবাসে ও। সুতরাং ওর মঙ্গল চাইলে তাকে আসতেই হবে। অভ্রান্ত অনুমান ওর। কিছুক্ষণের ভেতরই নক হলো দরজায়। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল টাই। মাথা নীচু করে বো করল সীমাকে। কচি কলাপাতা রং এর মিডি পরেছে মেয়েটা। নিজের অজান্তেই টাই এর চোখ চলে গেল লোভনীয় বুকের দিকে। সত্যিই, দুর্দান্ত বুক মেয়েটার। কিন্তু পরক্ষণেই শাসন করল নিজের দৃষ্টিকে। জোর করে টেনে নিয়ে গেল ওর চোখের দিকে। 'আপনাকে বিশ্বাস করছি আমরা,' কোন রকম ভূমিকা না করেই বলল সীমা। 'মাইকের সাথে আজ রাত বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার ভেতর দেখা করবেন আপনি। এখানে শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল দক্ষিণে। ক্যাম্প টিভি, ওখানে থেকে আরো দু মাইল পশ্চিমে একটা ভাঙ্গা অব্যবহৃত পুরোনো মন্দির আছে। ওখানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে ও। অবশ্যই একা যাবেন আপনি।' লোকেশনটা ভাল করে ওকে বুঝিয়ে দিল সীমা।

রাতটা মাইকের অনুকূলেই মনে হলো। টুকরো টুকরো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে চাঁদ। চারদিকে আলো আর আঁধারের লুকোচুরি খেলা। আজ আসতে বারণ করে দিয়েছে সীমাকে। এভাবে প্রত্যেক দিন আসলে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া মাইক জানে হংকং-এর পুলিশ চারদিক

গরু খোঁজা করছে ওকে। এ অবস্থায় রিস্ক যত কম নেয়া যায় ততই মঙ্গল।

সঙ্গে দু'টুকরো হীরে নিল মাইক। কেননা পর্যাপ্ত টাকা পয়সা নেই সাথে অথচ টাই কিংকে নিশ্চয়ই অ্যাডভান্স করতে হবে চার পাঁচ হাজার ডলার। জানে হীরে দু'টোর দাম পাঁচ হাজার ডলারের কম হবে না। ভাঙ্গা মন্দিরটার চারদিকে ঝোপঝাড়। সীমার দাদুর বাইসাইকেলে করে ওখানে পৌঁছে গেল বারোটা বাজার মিনিট দশেক আগেই। ঘন ঝোপের ভেতর সাইকেলটা ঢুকিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল চীনেটার জন্যে। হঠাৎ বিরাট এক খণ্ড ঘন মেঘ ঢেকে ফেলল চাঁদটাকে। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দূর থেকে গাড়ির হেড লাইট দেখা গেল। মন্দিরের পাশে এসে থামল টাই কিং-এর ক্রাইসেলার। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ওর পাশের দরজা খুলে বসল মাইক। গাড়িটাকে একটা বড় ঝোপের আড়ালে নিয়ে যেতে বলল। তাই করল টাই।

দুজনে মন্দিরের ভেতরে ঢুকল। সময় নষ্ট না করে কাজের কথা পাড়ল মাইক। 'আসলে গত পরশুদিন কোন বন্ধুর জন্যে নয়,' বলল ও। 'নিজের জন্যে তোমার কাছে গিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ একটা পাসপোর্ট দরকার আমার। তারচে' বড় কথা এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে আমাকে।'

'ব্যাপারটা কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল টাই কিং। 'এমন কি করে ফেলেছেন যার জন্যে পালিয়ে যেতে হবে আপনাকে!'

একটু চিন্তা করল মাইক। হীরের কথা গোপন রেখে আর সব বলাই ভাল। 'সেদিন সকালে একটা ব্যাপারে, মানে অফিসিয়াল দরকারে তর্কাতর্কি করতে গিয়ে হাতাহাতি বেঁধে যায় আমার আর চিয়াং এর মধ্যে,' বলল সে। 'হঠাৎ ওর ঘাড়ের ওপর সামান্য একটা রদ্দা মারতেই ব্যাটা পটল তোলে। আসলে আমার মারার কোন ইচ্ছেই ছিল না। কিন্তু নিজের আসুরিক শক্তি সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোনরকম ধারণা ছিল না।'

মাইকের দিকে এবার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত তাকাল লোকটা। দুচোখে প্রশংসা আর শ্রদ্ধা ফুটে উঠল। 'আসলেই স্যার অসাধারণ শক্তিশালী আপনি, দেখলেই বোঝা যায়।'

'যাক যা বলছিলাম,' ফের শুরু করল মাইক। কর্তৃপক্ষ লাশ স্থানান্তর করেছে বললে ব্যাটা সন্দেহ করবে। সুতরাং আমি বুদ্ধি করে বললাম, 'লাশটা শহর থেকে দূরে কোথাও ফেলে রেখে আমার জন্যে এ্যাম্বেসীর গাড়ি নিলাম। কেননা সিডি প্লেট দেখলে পুলিশ থামাবে না ওটা। কিন্তু পথে ডাকাতরা আক্রমণ করল। জান বাঁচিয়ে পালিয়ে গেলাম আমি। কিন্তু পুলিশ ব্যাপারটা ঠিকই বুঝেছে ডাকাতের হাতে মরেনি চিয়াং। তদন্তের স্বার্থে

এরকম প্রচার করছে ওরা। তলে তলে ওরা ঠিকই খুঁজছে আমাকে। এখন বলো আমার জন্যে কি করতে পারবে তুমি? আর হ্যাঁ, আমার সাথে কিন্তু ঐ মেয়েটাও যাবে। ও একেবারেই জানে না কিছু। ওর সাথে এ্যাফেয়ার্স আছে আমার। সেজন্যে সাথে করে নিয়ে যেতে চাই ওকে।'

তীক্ষ্ম মনোযোগের সাথে সব শুনছিল টাই। শোনার পর গভীরভাবে চিন্তা করল কি যেন। 'আমার বড় ভাই থাকে সিঙ্গাপুরে, সে একজন স্মাগলার' বলল সে। 'ওকে খবর পাঠাতে হবে। তারপরে আশা করি দুজনে মিলে নিয়ে যেতে পারব আপনাদের। কিন্তু, স্যার, কাজটা বড়ই রিস্কি। জানমালের ঝুঁকি নিতে হবে আমাদের দুভাইকে।'

'ঠিক আছে, কত চাও তুমি?'

'পঞ্চাশ হাজার ডলার লাগবে।'

শ্রাগ করল মাইক। 'দেখো আমি কোটিপতি নই, সামান্য চাকুরিজীবি। আমাকে কেটে ফেললেও অত টাকা আসবে না। আমেরিকাতে আমার সব মিলিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স বিশ হাজার ডলার! সুতরাং এর বেশি দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।'

'তাহলে স্যার, শুধু শুধু কষ্ট দিলেন আমাকে। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে,' অসহায় কণ্ঠে মাইক। 'না হয় বন্ধু বান্ধবদের কাছে ধারকর্জ করে আরো হাজার দশেক দেয়া যাবে। নেহায়েত প্রাণের দায়ে আটকা পড়েছি বলে। জান যদি বা বাঁচে ফতুর হয়ে যাব তারপর।'

'বিপদে পড়েছেন, স্যার,' এমন ভাবে বলল ও যেন দয়া দেখাচ্ছে মাইককে। 'কি আর করা, তাই সই। কিন্তু এখন যে হাজার পাঁচেক এ্যাডভান্স লাগবে।'

'দেখো ক্যাশ টাকা আমার কাছে নেই,' মাইক। 'তবে বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকাতে সস্তা দরে কিছু দামী হীরে কিনেছিলাম। ইচ্ছে ছিল বিয়ের সময় বউকে দেবো। এগুলো নিয়ে এসেছি সাথে করে। দাম চার হাজার ডলারের নীচে হবে না।' বলে পকেট থেকে বার করে হীরের টুকরো দু'টো দিল ওর হাতে।

ভেতরে ভেতরে ভীষণ চমকে উঠলেও মুখের ভাবে তা প্রকাশ করতে দিল না টাই কিং। হীরে সে নিজেও চেনে না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারল এগুলোর দাম আসলেই চার পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারের নীচে হবে না। কেননা খুবই উন্নতমানের হীরে এগুলো। সাথে সাথে মাথা চালু হয়ে উঠল ওর। হীরে দুটো পকেটে ঢুকিয়ে নিল সে সাথে সাথে।

'যে কোন জায়গায় এগুলো ভাঙ্গাতে পারবে তুমি,' ফের বললাম আমি। 'তাহলে একথাই রইল। সব ব্যবস্থা করে আগামী কাল সম্ভব হলে নইলে আগামী পরশু এ সময় আমার সাথে দেখা করবে, তুমি, ঠিক এখানে।'

'ঠিক আছে, স্যার,' বলে বিদায় নিল ও।

সতেরো

পরিচিত দুনিয়ার মাত্র দুজনকে সমঝে চলে হংকং এর সিকিউরিটি পুলিশ চীফ কর্নেল হার্ডি। তাদের একজন হচ্ছেন হংকং এর গভর্ণর। আর অপরজন একজন নারী। হংকং-এর ক্রাইম জগতের কিংবদন্তী মিডনাইট ডার্লিং। কর্নেল নিজে কোনদিন চোখে দেখেনি তাকে, তার আসল নামও জানে না তবে এ নারীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আছে। পরদিন সকালেই টেলিফোনটা পেল কর্নেল। বিশেষ কোন জরুরি ব্যাপারে তার সাথে দেখা করতে চায় মিডনাইট ডার্লিং। ফাইভ স্টার হোটেল হংকং শেরাটন এ নিজস্ব স্যুইটে সন্ধের সময় তাকে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে। আমন্ত্রণটা গ্রহণ করেছে কর্নেল। দেখাই যাক না কি হয়। প্রথম আগ্রহ, যার সম্পর্কে এমন কিংবদন্তী তাকে একবার চোখে দেখা। কেননা লোকমুখে তাকে নিয়ে বিভিন্ন গুজব শোনা যায়। কেউ বলে সে দেখতে নাকি ভয়ঙ্কর রকম বিশ্রী। এ্যাসিডে গাল মুখ পোড়ানো বীভৎস চেহারা। আবার কেউ বলে, দেখতে ভয়ানক সুন্দরী। এরকম সুন্দরী নাকি কমই দেখা যায়।

কর্নেলের সাথে একান্ত ব্যবসায়িক ব্যাপারে কথা হয়েছে তার। তবে টেলিফোনে কেমন যেন যান্ত্রিক শোনায় তার কণ্ঠ। পুরোপুরি বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই ও রিসিভারের স্পীকারে কিছু একটা ব্যবহার করে।

সন্ধ্যা হবার আগেই সেজেগুজে নিজের পার্সোনাল গাড়ি নিয়ে রওনা দিল কর্নেল। সাথে নিল সহকারী ঝাওকেও। সব কাজেই কর্নেলের পাপিষ্ঠ ছায়া সে। রিসেপশনে পৌছেই দেখে স্কীণ টাইট সাদা ইউনিফর্ম পরা দুজন গুরু নিতম্বিনী মেয়ে। মিডনাইট ডার্লিংয়ের অভিজ্ঞ চর। চোখ বুঝল সশস্ত্র ট্রেনিং আছে ওদের এবং দুজনেরই কোথাও লুকানো আছে লোডেড পিস্তল। কর্নেলকে দেখেই এগিয়ে এল মেয়ে দুটো। 'হার হাইনেস অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে, কর্নেল,' স্মার্ট ভঙ্গীতে বলল ওদের একজন। 'তবে আপনাকে একা আসতে হবে।' ঝাওয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল ও।

একটু অস্বস্তি বোধ করল কর্নেল, কিন্তু মেনে নিল ব্যাপারটা। 'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল। ফিরল ঝাওয়ের দিকে, 'তুমি বরং আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই অক্ষো করো। বসে বসে বীয়ার খেতে পারো।'

ওদের পিছু পিছু লিফটে উঠল কর্নেল। সোজা দ্বিতীয় ফ্লোরে। ওখানকার ভিআইপি স্যুইট নিয়েছে মিডনাইট ডার্লিং। স্যুইটের দরজার দুপাশে আবার দুজন সশস্ত্র সেন্ট্রি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা দেখে অবাক হলো কর্নেল। নিজের জন্যেও এরকম ব্যবস্থা সে নেয় কি না সন্দেহ। প্রকাণ্ড বিলাসবহুল স্যুইট। বিলাস ব্যসনে অভ্যস্ত বলেই কর্নেল বুঝতে পারল কি পরিমাণ ধনী ঐ মেয়েটা। 'আপনি অপেক্ষা করুন এখানে' বলল রক্ষীদের একজন। 'এখুনি আসবেন উনি।'

দুগ্ধফেননিভ ডিভানে বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকল কর্নেল। হঠাৎ করে খুলে গেল ভেতরের রুমের দরজা। দরজা খুলে যে ঢুকছে তাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল কর্নেল। স্কীণ টাইট একটা চামড়ার ট্রাউজার পরেছে মেয়েটা, কালো রং এর। গায়ে তেমনি স্কীনটাইট কালো স্পোর্টস গেঞ্জি। গায়ে একটা বাঘের চামড়ার জ্যাকেট। টাইট পোশাকের দরুন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেহের বাঁক আর বঙ্কিম রেখাগুলো, উঁচু হয়ে আছে লোভনীয় স্তন জোড়া। গেঞ্জির উপরিভাগ দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বুকের উপরের অনেকটুকু অংশ, স্তনদ্বয়ের উপর দিকের খাঁজ। বুক খোলা স্লীভলেস জ্যাকেটটা যেন অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে ঐ স্তনদ্বয়ের সৌন্দর্য। সম্বিত ফিরে পেতেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথার হ্যাট উঁচু করে সম্মান দেখাল কর্নেল।

'আপনি বসুন,' ভুবন মোহিনী হাসি হাসল মেয়েটা। 'আমার নাম লিডিয়া। কিন্তু লোকে চেনে মিডনাইট ডার্লিং হিসেবে।'

এই সেই কিংবদন্তীর মিডনাইট ডার্লিং!

বুকের ভেতর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে ডিভানে বসে পড়ল কর্নেল। সামনের একটা সোফায় মুখোমুখি বসল লিডিয়া। 'আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেয়েছি,' কথা বলল কর্নেল। 'এবার দয়া করে বলুন কেন ডেকেছেন।'

'ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যবসা সংক্রান্ত,' মৃদু হেসে বলল লিডিয়া। 'অবশ্য তার সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারও আছে। সেটা আপনার না জানলেও চলবে। এর আগেও আপনার কাছ থেকে ব্যবসা সংক্রান্ত সহযোগিতা পেয়েছি। আমার বিশ্বাস এবারও পাবো। হ্যাঁ, একজন আমেরিকানকে নিয়ে ডিল করছেন আপনি। যে তার সহকারীসহ কোথাও পালাতে গিয়ে অপহৃত হয়েছে। কিন্তু আমার গোয়েন্দা শাখা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের রিপোর্ট দিয়েছে। ওরা জানিয়েছে বাংলোতেই নিজের সহকারীকে খুন করেছে ও।'

ভীষণভাবে চমকে উঠল কর্নেল। বাঁকা চোখে তাকিয়ে তার ঐ চমকে ওঠাটা উপভোগ করল লিডিয়া। 'যাহোক, আমার সূত্র বলে, নিজের

বাংলোতে কিছু একটা আবিষ্কার করে মাইক যা দেখে ফেলে ঐ চিয়াং। যার কারণে মরতে হয় ওকে। মাইক লোকটা আদতে খুনি নয়। অতগুলো হীরে পাবার লোভ সামলাতে পারেনি। সম্ভবত নিজের দৈহিক শক্তি সম্পর্কে নিজের ধারণা ছিল না ওর। বেমক্কা ঘাড় চেপে ধরায় মরে গেছে চিয়াং। সে যাই হোক, পুরো ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করে নেন আপনি এবং বুদ্ধি করে বর্তমান প্রেক্ষাপট সাজান। বর্তমানে হীরেগুলো নিয়ে কোথাও পালিয়ে আছে মাইক। হংকং-এ-ই। কিন্তু আপনি আণ্ডারএস্টিমেট করছেন ওকে। লোকটা যেমন শক্তিশালী তেমনি সাহসী এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী। আমি বাজী রেখে বলতে পারি তার খোঁজ বার করা আপনার সাধ্যে নেই। এক সময় মার্কিন আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিল সে। ওর মত একজন সহকারী পেলে খুশি হতাম আমি। সে যাক, এখন তাকে ধরার ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি আপনাকে, দু'টো শর্তে। প্রথম শর্ত হলো, মাইকের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের হীরে আছে। অত টাকা আপনি একা হজম করতে পারবেন না। তার অর্ধেক আমার চাই। দ্বিতীয় শর্ত, তাকে নিঃশর্ত ভাবে আমার হাতে তুলে দিতে হবে।'

মনে মনে গোটা পরিস্থিতিটা চিন্তা করল কর্নেল। প্রতিটি কথায় যুক্তি আছে মেয়েটার। আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হয় তাকে আর মেয়েটাকে তা করতে হয় না। আর সবচে' বড় কথা মেয়েটার চীফ ওয়ার্কররা যে কত শক্তিশালী তার প্রমাণ তো সে এখনই পেল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে গবেট পুলিশগুলো মাইককে খুঁজে পাবার অনেক আগেই ওরা বার করে ফেলবে ওকে। তখন আমও যাবে ছালাও যাবে।

সোফা ছেড়ে এবার কর্নেলের পাশে ঘণিষ্ঠ হয়ে বসল লিডিয়া। একটা হাত তুলে নিল কোলের উপর। ওর কোমল দেহের স্পর্শ পেয়ে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হয়ে উঠল কর্নেল। 'দেখুন এ ব্যাপারে আমাকে ছাড়া যেমনি আপনি অচল,' বলল লিডিয়া মিষ্টি কণ্ঠে, 'তেমনি আপনাকে ছাড়াও বেশ অসুবিধেই হবে আমার। মনে হয় আপনার ভাবার কিছু নেই।'

'আমি রাজী,' বলে কোলের উপর থেকে হাতটা নিয়ে আলতো করে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল কর্নেল। সাহস পেয়ে আরো উপরে উঠে গেল হাত। এবারও কোন বাধা দিল না মেয়েটা। জ্যাকেটের ভেতর দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে ওর স্তনজোড়া স্পর্শ করল কর্নেল। তারপর গেঞ্জির ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল বুকের ভেতর। ভেতরে ব্রা পড়েনি মেয়েটা। হাত দিয়েই কর্নেল বুঝল বিশাল সুগঠিত স্তনদ্বয়ের উপর কোন ফলস আবরণ নেই। হাতের মুঠোয় পুরে নিল ও স্তনবৃন্ত। কিছুক্ষণ স্তন দু'টো নিয়ে খেলা

করল কর্নেল। সমর্থনের ভঙ্গীতে চুপ করে বসে থাকল লিডিয়া।

এবার বুকের উপর থেকে সরিয়ে মেয়েটার কোমরের কাছে হাত নিয়ে এল কর্নেল। স্কীণ টাইট ট্রাউজারের ভেতর উঁচু হয়ে আছে দু'উরুর সন্ধিস্থল। সাবধানে ট্রাউজারের বোতাম খুলল কর্নেল। টান দিয়ে নামাল জিপার। ভেতরে প্যান্টি। ইলাস্টিক প্যান্টির ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল। কর্নেলের আঙুলগুলো সর্পিল গতিতে ঘোরাফেরা করতে লাগল লোমাবৃত ফুলে থাকা ত্রিকোণ মাংসপিণ্ডটার উপর।

এমন সময় হঠাৎ করে নিজেকে বিচ্ছিন করল লিডিয়া। 'যথেষ্ট হয়েছে, কর্নেল,' ট্রাউজারের জিপার টেনে বন্ধ করতে করতে বলল ও। 'শুনেছি অসম্ভব কামুক লোক আপনি, কিন্তু এতটা জানতাম না।' কর্নেলের ফ্যাকাশে চেহারার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল ও। 'ভয় পাবেন না। এবারের মত ক্ষমা করা গেল।'

'আমি উঠি,' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে উঠে দাঁড়াল কর্নেল।

'হ্যাঁ, আসুন আপনি। আর সময় হলে আমি ফোন করব আপনাকে।'

কোন উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল কর্নেল। জাঁদরেল লোকটার দুরাবস্থা দেখে হাসি পেল লিডিয়ার।

আঠারো

টেলেক্স পাবার সাথে সাথে চলে এসেছে টাই কিং এর ভাই চাই কিং। দুজনেই পিঠেপিঠি বয়সের। দুপুরে দুজনেই খেতে বসেছে এক সঙ্গে। বউকে এর ভেতরে টেনে আনেনি টাই কিং। সিঙ্গাপুরে একটা স্মাগলার দলের সদস্য চাই কিং। কিন্তু দিনকাল ভাল যাচ্ছে না তার। আজকাল অনেক সক্রিয় হয়ে উঠেছে পুলিশ। তারপর যা আয় করে তার বেশির ভাগই চলে যায় পুলিশের রাঘব বোয়ালদের পেছনে। কাজে আর আগের মত মন দিতে পারছে না বেচারা। প্রায়ই ইচ্ছে করে ও কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন ধান্ধায় নামে। অথচ স্মাগলিং-এ একবার যে জড়িয়ে যায় তার আর নিস্তার নেই মরনের আগ পর্যন্ত। দল ছাড়লে বাকী সদস্যরা তাকে আর বাঁচতে দেবে না। এখানে বেঈমানীর একমাত্র সাজা মৃত্যু। অথচ অনেক টাকা থাকলে পালিয়ে যাওয়া যেত সিঙ্গাপুর ছেড়ে। দূরে, অনেক দূরে এমন কোথাও যেখানে নিরাপদ ও। চাই কিং দেখেছে এখানে বেশ সুখেই আছে তার ভাই। বেশ মোটাসোটা হয়েছে, ব্যবসাটাও জাঁকিয়ে বসেছে। টাই কিং লক্ষ করেছে একেবারেই শুকিয়ে গেছে তার ভাই। বুঝল আর্থিক, মানসিক কোন দিক দিয়েই সুখে নেই বেচারা। টাই এর ব্যক্তিগত কেবিনে বসে লাঞ্চ সেরে নিল ওরা। 'তা কি জন্যে ডেকেছিস আমাকে, বল?' একটা সিগার ধরিয়ে জানতে চাইল চাই।

সব কথা খুলে বলল টাই কিং। পকেট থেকে বের করে দেখাল হীরে দুটো। হীরে খুব ভাল চেনে চাই। নিজেও একসময় কাজ করেছে জুয়েলারীতে। বুঝতে পারল হীরে দুটোর দাম কম করেও সাত হাজার ডলার। হঠাৎ কি মনে পড়তেই চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠল চাই-এর। ভাল করে দেখতে লাগল হীরের টুকরো দুটো। দুটো টুকরোই কাজ করা, একই ধরনের। ভাইকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস আনতে বলল চাই। ওটা দিয়ে হীরের গায়ে খোদাই করা একটা সংকেত দেখতে পেল। 'এইচ' লেখা।

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস,' উত্তেজিতভাবে বলল চাই। 'ঐ আমেরিকানটা কোন না কোন ভাবে খুঁজে পেয়েছে মার্শাল হোয়াং চি মিনের হীরেগুলো। এই দেখ, হীরেগুলোর গায়ে 'এইচ' খোদাই করা আছে। আমি খ্যাতনামা

জুয়েলারদের কাছ থেকে শুনেছি এ কথা। তার উপর তুই বলেছিস যে, নিজের সহকারীকে খুন করেছে লোকটা। বুঝতে পারছিস, কেন করেছে কাজটা? একেবারেই পানির মত পরিষ্কার। তার জায়গায় যে কোন লোক হলে একই কাজ করত।'

হীরেগুলোর দাম জানিস?' জিজ্ঞেস করল টাই। লোভ চোখ চক চক করছে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল চাই কিং। 'আমি শুনেছি পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার,' অস্ফুটে বলল ও। 'সাত রাজার ধন! একটু বুদ্ধি করে চললে রাজার রাজা হয়ে যাব দুজনে।'

'তা কি করবি এখন?'

'শোন আমার মাথার একটা প্ল্যান এসেছে,' বলে চলল চাই। 'তুই তো জানিস, লোকটা কোথায় থাকে। ইচ্ছে করলে দলবল সহ আমরা তাকে আক্রমণ করে হীরেগুলো উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু এর সবচে' বিপদজনক দিক হচ্ছে এখানকার পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে এগুলো। স্বয়ং চীফ কর্নেল চাচ্ছে ওগুলো। সুতরাং আমরা এগুলো নিয়ে পালাতে পারব না। জানের রিস্ক হবে সেটা। এখন আমাদের উচিত হবে লোকটাকে সাহায্য করা। এখান থেকে সঙ্গে করে হীরেগুলো সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাবে সে। সমস্ত রিস্ক তার। ওখানে পৌঁছার পর দালালসহ তাকে মেরে ওগুলো নিয়ে নেব আমরা।

'কি ভাবে তাকে পাচার করব তাও ভেবে রেখেছি। কোন পাসপোর্টের দরকার নেই। আগামীকাল রাতে এখান থেকে হেলিকপ্টারে করে হেরোইনের চালান যাবে একটা। পাইলটকে হাজার দু'য়েক ডলার ধরিয়ে দিলেই ওদের নিতে কোন আপত্তি করবে না সে। সুতরাং তুই আজ রাতেই দেখা কর ঐ আমেরিকানটার সাথে। ওকে বল সব কথা। আর হ্যাঁ, সাবধান, লোকটা যেন কিছুই টের না পায়। সম্ভব হলে আরো কিছু টাকা অ্যাডভান্স দাবী করিস। লোকটা নিশ্চয়ই টাকার বদলে হীরে দেবে। তাহলে আমরা ওভার শিওর হতে পারব।'

'লোকটা কিন্তু ভয়ঙ্কর শক্তিশালী,' বলল টাই কিং। 'সিঙ্গাপুরে ওকে কব্জা করা কঠিন হবে। তার উপর আবার সঙ্গে মেয়েও থাকে একটা। খুব সহজ হবে না কাজটা!'

'একটা রাম বোকা তুই,' সবজান্তার হাসি হাসল চাই। 'কি করে ভাবিস যে বিনা কষ্টেই পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার রোজগার করব? এখন যা, ঘুমের ব্যবস্থা কর আমার। একটা ঘুম দিয়ে নেই আরাম করে। তারপর কাজে

নামবো।'

এ্যামবাসীতে গিয়ে হতাশ হলো ক্যাপ্টেন পিটার। মাইকের একজন বান্ধবী আছে, এরকম একটা কথা বলেছিল ড্যান ওয়েন। অথচ মেয়েটার নাম ঠিকানা নেয়নি। ওর চরিত্রের একটা দিকই হচ্ছে সময় মত ঠিক কাজটি না করা। যেমন, উচিত ছিল, মাইকের বাবুর্চি জনের একটা সাক্ষাৎকার নেয়া সাথে সাথেই। অথচ কিছুক্ষণ আগেও জানতে পেরেছে কে যেন গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে বুড়ো লোকটাকে। এখন এ্যামবাসীতে এসে জানতে পারল দু'দিনের ছুটি নিয়েছে ড্যান। বাসায় তথা ফ্ল্যাটে গিয়ে পেল না ওকে। ফের অফিসে এল। প্রেস অফিসার জনসন এবার কাছে ডাকল ক্যাপ্টেনকে। 'আমি অনুমান করছি কোথায় থাকতে পারে ড্যান,' বলে অনীতার নাম, ঠিকানা ওকে দিল জনসন। জনসনকে ধন্যবাদ দিয়ে খুশি মনে এ্যামবাসী থেকে বেরিয়ে এল। একটা বারে বসে লাঞ্চ সারল। বেলা এখন দুটো। সময় নষ্ট না করে অনীতার ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিল পিটার।

দিবা নিদ্রার আয়োজন করছিল তখন মেয়েটা, এমন সময় দরজায় নক্ করল পিটার। দরজা খুলে দিল অনীতা। 'কাকে চাচ্ছেন?' অবাক হলো ও অপরিচিত একজন আমেরিকানকে দেখে।

'আমি ইউ এস আর্মির ক্যাপ্টেন পিটার,' নড করে বলল সে। 'এবং এ্যামবাসীর ড্যান ওয়েনের বন্ধু। ড্যান আছে নাকি এখানে?'

'ওহ্, ওয়েনের বন্ধু আপনি,' দরজা থেকে সরে দাঁড়াল ও। 'আসুন, ভেতরে আসুন। আমি অনীতা।'

ভেতরে ঢুকে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল পিটার। উরু পর্যন্ত কাটা একটা চিয়াংসাম পরেছে ও। লোভনীয় ফিগার মেয়েটার। পিটারকে বসতে বলে নিজেও বসল মুখোমুখি। চিয়াংসামের কাটা জায়গা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেয়েটার ধবধবে ফর্সা, সুগোল, নির্লোম উরু। অনেক কষ্টে ওখান থেকে চোখ সরিয়ে আনল পিটার। 'ড্যান আছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না, তবে বিকেলের ভেতর আসার কথা,' মিষ্টি হেসে বলল অনীতা। 'অসুবিধে না থাকলে বসতে পারেন। না কি তাড়া আছে?'

পারলে পিটার জোর করে এখানে থেকে যায়। 'না, হাতে তেমন কোন কাজ নেই, আপনার যদি কোন সমস্যা না হয়, আমি বরং এখানে একটু অপেক্ষা করতে পারি ড্যানের জন্যে,' বিনীত কণ্ঠে বলল ও।

'দিবা নিদ্রা দিতে যাচ্ছিলাম,' বলল অনীতা। 'স্রেফ করার মত তেমন কিছু নেই বলে। ভালই হলো, আপনি এলেন। বেশ আড্ডা দেয়া যাবে। তা আপনার কথা বলুন এবার।'

'এই তো চাকুরি করা ছা পোষা মানুষ। ক'দিন হলো একটা ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি এখানে। কাজ শেষ হলে আবার ফিরে যাব দেশে। ব্যাচেলর।'

'মনের মানুষ আছে নিশ্চয়ই,' চোখ মটকে বলল অনীতা।

'তেমন কেউ নেই,' মৃদু হাসল পিটার। 'কিন্তু ড্যান তো দেখছি ভাগ্যবান। আপনার মত এক সুন্দরী মেয়েকে পেয়েছে।'

'আসলে বন্ধু আমরা,' মোহিনী হাসি হেসে বলল মেয়েটা। 'আমি একা মানুষ। বছর খানেক হলো হাজব্যাণ্ডের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। একাই আছি। ড্যানের সাথে পরিচয় বেশি দিন হয়নি। দিন তিন চারেক হলো আর কি।' কপাল ভাল থাকলে একটা কিছু হয়েই যেতে পারে আজ। ভাবল পিটার। 'তা আমি কি বন্ধু হবার যোগ্যতা অর্জন করেছি তোমার?' সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল ও।

'আমার পক্ষ থেকে কোন আপত্তি নেই,' স্পষ্ট আমন্ত্রণের হাসি অনীতার ঠোঁটে। 'স্ট্রেঞ্জারদের খুব লাইক করি আমি। তোমার জন্যে এককাপ কফি নিয়ে আসি, কেমন?'

সম্মতি জানাল পিটার। গুরু নিতম্বে ঢেউ তুলে ভেতরে চলে গেল মেয়েটা। কাজকর্মের কথা ভুলে গেল পিটার। সারা শরীর গরম হয়ে উঠেছে ওর। আজ দু'দিন হলো হংকং-এ এসে পৌঁছেছে। এখন পর্যন্ত কোন মেয়ের সান্নিধ্য কপালে জোটেনি। ইচ্ছে করলে গণিকাদের কাছে যেতে পারত। অত নীচ হতে পারেনি আজও।

কিছুক্ষণের ভেতর দুকাপ কফি নিয়ে ফিরে এল অনীতা পাশাপাশি বসল দুজনে। কফি খেতে খেতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল পিটার। আসলে এশিয়ার মেয়েদের সৌন্দর্য্যই আলাদা। জনসন ওকে বলেছে মেয়েটা ভারতীয়। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রং অনীতার। এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। মেয়েটার কাছে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল পিটার, গায়ের সাথে গা' লাগিয়ে। 'তুমি ভারতীয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভারতীয় কালো মেয়ে। তোমাদের মত সাদা চামড়া না, বুঝতেই পারছো।'

'যে তোমাকে কালো বলে চোখে ছানি পড়েছে তার,' বলল পিটার। 'কাঁচা সোনার মত ত্বক, অপূর্ব সুন্দরী তুমি,' মুগ্ধ আবেশে বলল ও।

'মেয়েদের মন ভোলানো কথা তো দেখি ভালই জানা আছে,' মিষ্টি কটাক্ষ হেনে বলল অনীতা। 'মেয়ে পটানোর বিদ্যা শেখায় বুঝি তোমাদের আর্মিতে?'

'মন থেকে যা এল বললাম,' বলে আলতো করে মেয়েটার নগ্ন উরুর উপর হাত রাখল ও। বাধা দিল না অনীতা। পিটারও বুঝল সম্মতি আছে। ব্যায়াম করা পেশীবহুল শরীর ওর। ভুরিঅলা ড্যান যদি চান্স পায় তো তার দোষ কি?

উরু থেকে হাত আরো উপরে উঠালো ও। প্যান্টির উপর দিয়ে হাত বুলোলো ত্রিকোণাকৃতি মাংসপিণ্ডটার উপর। প্যান্টির ইলাস্টিকের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল। ওর হাতের আঙ্গুলগুলো সরীসৃপের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল মেয়েটার উঁরু সন্ধির চারদিকে। একটা আঙ্গুল দিয়ে আস্তে করে খোঁচা দিল।

প্যান্টির ভেতর থেকে হাত বের করে তলপেটের পেলব মসৃণ ত্বকের উপর দিয়ে বুলোতে বুলোতে নিয়ে এল বুকের উপত্যকায়। ওর হাতের স্পর্শ পেয়ে খাড়া হয়ে উঠল মেয়েটার স্তনাগ্র। হাতের থাবা দিয়ে পিটার চাপতে লাগল ওর ভরাট স্তনজোড়া।

এবার অনীতার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও। তাকাল ওর চোখের দিকে। দেখল দুচোখে স্পষ্ট আমন্ত্রণ। আর প্রশ্রয়ের হাসি। চিয়াংসামের কোমরের ফিতেয় হাত রাখল ও। ফিতে দিয়ে বাঁধা ডাবল হার্টের ফুলটা খুলে ফেলল। যত্নের সাথে খুলল চিয়াংসামের টিপ বোতামগুলো। নিজেই দু'হাত গলিয়ে চিয়াংসাম খুলে ছুড়ে ফেলল ও। অনীতার পরণে এখন লাল ব্রা আর প্যান্টি।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। কাঁচা হলুদের মত গায়ের ত্বকের সাথে আগুন রং প্যান্টি আর ব্রা কেমন যেন একটা ধাঁধাঁ লাগাল পিটারের চোখে। দুর্দান্ত দেহ বল্লরী মেয়েটার। মসৃণ পেলব বাহু। ব্রার বাঁধন ছিঁড়ে ফুঁসে বেরিয়ে আসতে চাইছে পিনোন্নত পয়োধর। সিংহীর মত চিকন কোমর। সরু ফুটোর মত নাভী দেশ। কলা গাছের মত মসৃণ নির্লোম, একজোড়া পেলব উঁরু। বিশাল, ভারী নিতম্ব আর সুগঠিত একজোড়া পা।

অনীতা এগিয়ে এসে এক এক করে খুলে দিল পিটারের শার্টের বোতামগুলো। শার্টটা খুলে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের এক কোণে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল পিটারের চিতানো বুক আর পেশীবহুল বাহুর দিকে। নিজের হাতে প্যান্টের বোতাম খুলে জিপার নামিয়ে ওটা খুলে নিল মেয়েটা। অর্ধ নগ্ন দুই মানব মানবী জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে। মেয়েটার আঠালো ঠোঁটের উপর

দীর্ঘক্ষণ চুমো খেল পিটার। একটু সরে এসে কাঁধের উপর ব্রা'র স্ট্রাপে হাত রাখল ও। খুলে নিল স্ট্র্যাপ। টান মেরে খুলে ফেলল ব্রা। ফুঁসে বেরিয়ে এল একজোড়া ফর্সা ধবধবে স্তন। ঝুঁকে স্তনের লালচে বোঁটায় চুমু খেল পিটার। ফের হাত রাখল তলপেটে, নীচে আরো নীচে। খামচে ধরল। সজোরে আবার ওকে জড়িয়ে ধরে ঠেলতে ঠেলতে এনে শুইয়ে ফেলল ডিভানের উপর, চিত করিয়ে।

নিজেও কাত হয়ে শুয়ে পড়ল নগ্ন দেহটার পাশে। নিজের আণ্ডার ওয়্যারটা খুলে ফেলল সেই সাথে। টেনে নামিয়ে দিল অনীতার হ্লাস্টিকের প্যান্টিটা। এক পা দিয়ে আঁকড়ে ধরল মেয়েটার বিশাল থামের মত উরু। এক হাত পিঠের নীচে দিয়ে বগলের ভেতর দিয়ে বুকের উপর এসে থাবার ভেতর নিয়ে নিল একটা স্তন। অন্য হাত ঘুরে বেড়াতে লাগল দু'উরুর সন্ধিস্থলে তলপেটে, নাভীতে, স্তনদ্বয়ের উপত্যকায়। মুখ দিয়ে চেটে চলেছে মেয়েটার গাল, ঠোঁট, চিবুক, ঘাড় আর বগলের রোমাবৃত খাঁজ।

তারপর উল্টোদিকে কাত হয়ে শুলো পিটার। বিশাল নিতম্ব সমেত দু হাতে জড়িয়ে ধরল পেলব উরুদ্বয়। নাক মুখ ঘষতে থাকল। শীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল মেয়েটার নগ্ন দেহ।

এবারে অনীতার শরীরের ওপর উঠে এল পিটার। নানানভাবে ওকে শৃঙ্গার করে উত্তেজনার চরমে তুলে দিয়ে শেষে নরম শরীরে প্রবেশ করল সে। সঙ্গম শেষে বাথরুমে ঢুকল পিটার । বাথরুম থেকে গা ধুয়ে শার্ট আর ট্রাউজার পরে ভদ্রস্থ হয়ে সোফার উপরে বসল। এরপর নগ্ন দেহে ছন্দ তুলে বাথরুমে গেল অনীতা। ঠিক এ সময় নক্ হলো দরজায়। এই প্রথম ধক্ করে উঠল পিটারের বুক। মনে পড়ল জরুরি একটা ব্যাপারে ড্যানের জন্য অপেক্ষা করছে সে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিল পিটার। দেখে, ঘর্মাক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছে ড্যান। 'আরে পিটার, তুই এখানে,' নিখাদ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করল ড্যান। 'ঠিকানা পেলি কোত্থেকে?'

'তোদের এ্যামবাসীর জনসনের কাছ থেকে,' বলল ও। 'সেই কখন থেকে ওয়েট করছি তোর জন্যে, জরুরি একটা ব্যাপারে আলাপ করতে।'

'অনীতার সাথে নিশ্চয় আলাপ পরিচয় হয়েছে তোর,' ভেতরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে বলল ড্যান। 'তা কোথায় গেল মেয়েটা?'

'আমাকে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণ হলো ভেতরে গেছে,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল পিটার।

'এই ফাঁকে তোর কথা সেরে ফেল,' পরামর্শ দিল ও।

খাসা বলেছিস। আমার প্রথম প্রশ্ন কেমন ধারা লোক ছিল এই

মাইকেল? তোর সাথে তো নাকি বন্ধুত্ব ছিল বেশ।'

'এখানে চমৎকার ছিল ও,' বলল ড্যান। 'আমেরিকায় প্লেবয় ছিল। এখানে এমন কি মেয়েদের সাথেও তেমন মেলামেশা করতে দেখিনি আমি। কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত সারাক্ষণ। কারও সাতে পাঁচে ছিল না।'

'পুলিশ বলেছে, কোন ক্রাইম অর্গানাইজেশনের সাথে নাকি সে জড়িত। বেআইনী দ্রব্যাদি পাচার করার জন্যে তোর গাড়ি নিয়েছিল নাকি ও।'

'বাস্টার্ড পুলিশ' রাগের সাথে বলল ড্যান। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি এরকম কোন কাজ করার মত লোক না মাইক। এটা স্রেফ ঐ হারামজাদাদের মনগড়া কাহিনী।'

'তুই বলেছিলি ঘটনার দিন রাতে ওর সাথে একটা মেয়ে ছিল,' বলল পিটার। 'ওর নাম ঠিকানা বল। মেয়েটার সাথে দেখা করা দরকার।'

'ওর নাম সীমা,' প্রশংসার সুরে বলল ড্যান। 'মাইকের ফিঁয়াসে। ভারতীয় মেয়ে, দেখতে দুর্দান্ত সুন্দরী, দোস্ত। আলাপ করে আয় একবার। মেয়েটার কপাল খারাপ,' আক্ষেপ করল ড্যান। 'খোদাই জানে বেঁচে আছে কিনা মাইক।' 'আমি তাহলে এখন চলি দোস্ত,' বলে উঠে দাঁড়াল পিটার। 'অনীতাকে বলিস্ পরে আসবো আবার।'

সেদিন বিকেলে লিডিয়ার ফোন পেল কর্নেল। 'শুনুন কর্নেল,' রিসিভারে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল লিডিয়ার। 'ক্যাসিনোতে মাইকের পি এস ছিল। একজন ভারতীয় মেয়ে, নাম সোনিয়া। তবে আসল নাম সীমা রামারাও। নাম ভাঁড়িয়ে এখানে আছে। আমরা তদন্ত করে জেনেছি ঘটনার দিন রাতে মাইকের সাথে ছিল ও। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে দুজনেই প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছে। প্লেবয় মাইকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে মেয়েটা। প্লেবয়টাও প্রেমে পড়েছে। যাহোক মেয়েটা ওকে সাহায্য করছে নিঃসন্দেহে। সে নিশ্চয়ই জানে কোথায় আছে মাইক। আপনি সময় নষ্ট না করে যে ভাবেই পারুন ধরে আনুন মেয়েটাকে। সেই আমাদের বলে দেবে কোথায় আছে মাইক। আর না বললেও ক্ষতি নেই। মাইকের চরিত্র আমি যতটুকু জানি প্রেমিকাকে বাঁচাতে সব কিছু ভুলে ছুটে আসবে সে।' কথা শেষ করে কর্নেলকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল ও। সোনিয়া বা সীমা নামের মেয়েটার প্রতি লিডিয়ার প্রচণ্ড ঘৃণা দেখে অবাক হয়ে গেল কর্নেল। কেনই বা দুজনের উপর এত ক্ষিপ্ত মেয়েটা? কেন প্রতিশোধ নিতে চায় মাইকের উপর? ভেবে কোন কিনারা পেল না কর্নেল।

সময় নষ্ট না করে সাথে সাথে ইন্সপেক্টরকে ডেকে পাঠাল কর্নেল।

'এখুনি একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করিয়ে নাও নিউ হ্যাভেন ক্যাসিনোর পিএস টু দি ম্যানেজার সোনিয়া রামারাও এর নামে,' কঠোর কণ্ঠে হুকুম দিল কর্নেল। 'যেভাবেই পারো, ধরে নিয়ে এসো তাকে সোজা আমার কাছে।'

উনিশ

তিন নাম্বার চিংহুয়া রোডের ফ্ল্যাট বাড়িতে একই সময়ে পৌঁছল ক্যাপ্টেন পিটারের গাড়ি আর ইন্সপেক্টর ওয়াং এর জীপ। 'কি ব্যাপার, ক্যাপ্টেন, আপনি এখানে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ওয়াং। মনে মনে ভাবল এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ।

'না, তেমন কিছু না,' বলল পিটার। 'ড্যান এর কাছে জানতে পারলাম মাইকের এক বান্ধবীর কথা। ভাবলাম একটু আলাপ করে আসি। তা আপনি?'

গ্রেফতারের কথা গোপন করে গেল ওয়াং। 'আমিও আপনার মত একই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।' মনে মনে ঠিক করল পিটার চলে যাবার পর কাজটা সারবে ও।

গেটের কলিংবেল টিপতেই বেরিয়ে এল বুড়ি ঝি। জানালো, কোথায় যেন বেরিয়ে গেছে সোনিয়া। কখন ফিরবে তার কোন ঠিক নেই। জবাব শুনে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে গেল পিটার। ও যাবার পর দুজন সাদা পোশাক পরা পুলিশ মোতায়েন করে গেল ওয়াং। ওদের হুকুম দিল যখনই ফিরে আসে, সাথে সাথে যেন ওয়ারলেসে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। আর ওর ফিরে না আসা পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যেও চোখ ফেরানো চলবে না ফ্ল্যাটের উপর থেকে।

যাকে নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা সেই সীমা তখন পরিচিত একটা মন্দিরে এসেছে। মাইকের জন্যে আজ সারাদিন উপবাস করেছে মেয়েটা। ধর্ম কর্ম কোনদিনই তেমন করেনি ও। অথচ আজ কেন যেন মনে হলো প্রার্থনা করা দরকার। লাল পাড়ের একটা গরদের শাড়ি পরেছে ও। সাথে লাল ব্লাউজ। কপালে কুমকুমের টিপ। শান্ত আত্মসমাহিত দেবীর মতই দেখাচ্ছে ওকে। হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে কেমন যেন একটা অশনি সংকেত পাচ্ছে মেয়েটা। মন্দিরের সামনে থেকে একগুচ্ছ ফুল কিনে নিয়েছে ও।

মন্দিরের ভেতর ঢুকে বেদীতে ফুলগুলো রাখল ও। মূর্তির চারদিকে ধুপ ধুনো জ্বলছে। চোখ বন্ধ করে করজোড়ে অনেকক্ষণ ধরে পুজো করল মেয়েটা। প্রার্থনা করল, 'হে ঠাকুর, মাইকের সব বিপদ তুমি আমার ঘাড়ে

দিয়ে দাও। ওকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো। ও নির্দোষ। মনে প্রাণে ও আমার স্বামী, আরাধ্য দেবতা। ওকে তুমি রক্ষা করো, ঠা ও যেন নিরাপদে এ দেশ থেকে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারে। আমার প্রার্থনা তুমি কবুল করে নাও, ঠাকুর।' বিড়বিড় করে বলার সময় ওর ' বেয়ে অঝোর ধারায় পানি পড়তে লাগল। ভিজে গেল গাল।

প্রার্থনা শেষ করে চোখ মুছে ও যখন বেরিয়ে এল মন্দির থেকে শেষ বিকেল। গোধূলীর লগ্ন এসে পড়েছে। শেষ বিকেলের অস্তরাগ তার শেষ কিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীময়। লাল টকটক করছে সূর্যটা। একটা অজানা আশংকায় বুকটা কেঁপে উঠল সীমার। ভ্যানিটি ব্যাগটা আঁকড়ে ধরল বুকের সাথে। ওটার ভেতরেও নিয়ে নিয়েছে পূজোর প্রসাদ। নিজের হাতে মাইককে খাইয়ে দেবে বলে।

ত্রস্ত পায়ে বাস স্টপেজের দিকে হাঁটতে থাকল ও। এখুনি ক্যাম্প টি ভি এর বাস ধরতে হবে। ও জানে অধীর আকুলতায় ওর পথ চেয়ে আছে মাইক।

দু'দিন হলো খবরের কাগজে ছবিসহ ক্যাপশন বেরিয়েছে মাইকের। এর কোন খবর দিতে পারলে পাঁচশো ডলার পুরস্কার। যে পিচ্চিটা টাই কিং এর ফুট ফরমাশ খাটতো লেখাপড়া জানতো না সে। জীবনে কোনদিনই খবরের কাগজ দেখেনি। পড়তে পারে না বলে ওসবের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। বইপত্র বলতে সচিত্র চটী বা প্লেবয় ম্যাগাজিনের ছবিগুলোর প্রতিই তার একমাত্র আকর্ষণ। জায়গায় জায়গায় এখন ভবঘুরে আর বখাটে লোকদের জটলা। বিষয়বস্তু, ঐ আমেরিকান লোকটা। লোকজনের জল্পনা কল্পনা হচ্ছে কিভাবে ঐ পুরস্কারের অতগুলো টাকা পাওয়া যায়। রাস্তার ধারে একটা দোকানে বসে সেদিন সন্ধ্যায় একবাটি চীনে সুরুয়া খাচ্ছিল পিচ্চি। ওর পাশেই বিরাট জটলা, একজনের হাতে আজকের খবরের কাগজ। কোন কালেই এসব জটলা পছন্দ করে না পিচ্চি। ও ভাবছে কখন ঐ জটলা শেষ হবে। নইলে বাটির সুরুয়া শেষ না করেই এখান থেকে কাটতে হবে ওকে।

শেষ করে উঠতে যাবে, এমন সময় এক রসিক ড্রাইভার গোছের লোক হাত ইশারা করে ডাকল ওকে। 'এই যে ছোঁড়া, দেখত চিনিস কি না এ আমেরিকানটাকে, অনেকগুলো টাকা পেয়ে যেতে পারিস।'

'আমেরিকান' আর 'টাকা,' এ দু'টো শব্দ খট্ করে কানে বাজলো পিচ্চির। লোকটার কাছে এগিয়ে গেল ও। কাগজের ছবিটার দিকে তাকাতেই ধড়াস করে উঠল বুকটা। এ লোককে গতকালই দেখেছে ও।

টাই কিং এর সেই লোক। কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ হতে দিল না পিচ্চি। মাথায় ঘিলু রাখে সে। ছবিটা দেখে নাক কুঁচকে সরে গেল। 'আহ্ হা,' আক্ষেপ করল লোকটা। 'আর পেলিনা তুই পাঁচশো ডলার। সোজা থানায় গিয়ে লোকটার ঠিকানা বলতে পারলেই অতগুলো টাকা। আহা, না জানি কার ভাগ্যে আছে ওগুলো।'

পিচ্চি মনে মনে চিন্তা করল, থানায় গিয়ে ক্যাম্প-এর আস্তানাটার কথা বলে দিলেই পকেট গরম হয়ে যায়। কিন্তু ঐ আমেরিকানটাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আরো কোন বড় স্বার্থ আছে টাই কিং এর। হয়তো পাঁচশো ডলারেরও বেশি টাকা দেবে টাই কিং। সুতরাং আপাতত থানায় গিয়ে পকেট গরম করার লোভ থেকে নিজকে নিবৃত্ত রাখল। ও জানে, সবুরে মেওয়া ফলে। ঠিক করল টাই এর কাছ থেকে নগদ ছ'শো ডলার দাবী করবে ও। এবং পিচ্চি নিশ্চিত যে টাকাটা পাবে ও।

তাড়াতাড়ি হোটেল পিংকিং এর উদ্দেশে রওনা হলো পিচ্চি। পৌঁছে হতাশ হতে হলো তাকে। কাজে বেরিয়ে গেছে টাই। কখন ফিরবে ঠিক নেই। তাতে কুচ পরোয়া নেই। হোটেলের গেটের সামনে বসে বসে অসীম ধৈর্য নিয়ে টাই-এর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল পিচ্চি। ছ'শো ডলার ফাঁক তালে রোজগার করতে হলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে।

কুড়ি

সীমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাইক। স্বপ্নে দেখেছিল, আকাশের বুকে সাদা ধোঁয়ার ভেতর ভেসে বেড়াচ্ছে দুজনে, হাত ধরে। যখনই ধরতে যাচ্ছে সীমাকে হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। হারিয়ে যাচ্ছে ফের কুয়াশার গহীনে। পাগলের মত খুঁজছে ওকে মাইক। আবার পেয়ে গেল। হাতছানিতে ওকে কাছে ডাকছে। শ্বেত শুভ্র বসনে দেবীর মত লাগছে। বাতাসের ঢেউয়ে ওর খুব কাছে এগিয়ে গেল মাইক। দু'হাত বাড়িয়ে দিল। ওকে ধরার সাথে সাথেই কেমন যেন লালচে হয়ে এল চারদিকে। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, ফের সাদা হয়ে এল। এবার আর কোন কুয়াশা নেই। ওকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে নিঃসীম মহাশূন্যে।

হঠাৎ গায়ে কোমল হাতের স্পর্শ আর সেই সাথে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধে উঠে বসল মাইক। বিছানায় ওর পাশে বসে আছে সীমা। একহাতে একগুচ্ছ নাম না জানা ফুলের তোড়া। গরদের শাড়িতে দেবীর মতই শান্ত সমাহিত। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল মাইক।

'ওই ওঠো, যাও মুখ ধুয়ে এসো,' মাইককে মৃদু ঠেলা দিল সীমা। 'পূজোর প্রসাদ নিয়ে এসেছি তোমার জন্যে।'

ধর্ম টর্ম মানে না মাইক যদিও জন্মসূত্রে সে খ্রীষ্টান। কিন্তু এই মুহূর্তে মেয়েটার বিশ্বাসে আঘাত দিতে ইচ্ছে হলো না। উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এল। হাত দিয়ে মাইকের মুখের ভেতর একটুকরো মিষ্টি পুরে দিল সীমা। 'তুমি খাবে না মাণিক?' আদর করে জিজ্ঞেস করল ওকে মাইক।

'সন্ধ্যের পর খাবো।'

'না এখনি, আমার সাথে।' আবদার ধরল মাইক। 'না, খেতেই হবে তোমাকে,' প্যাকেট থেকে একটা টুকরো নিয়ে নিল মাইক ওর জন্যে। নিজের হাতে খাওয়াবে বলে।'

'আজ উপবাস করেছি সারাদিন।' নীচু কণ্ঠে বলল ও। 'নিয়ম অনুযায়ী গোধূলী লগ্নের পর এটা ভাঙ্গতে হয়।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল মাইক। বুকের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। খুব ভাল করেই জানে ওর এই উপবাস, পুজো সবই মাইকের

মঙ্গলের জন্যে। কিছুই ওর নিজের জন্যে নয়। ওর ভালবাসার গভীরতা দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল মাইক। মুখে কোন কথাই যোগালো না।

ওর পাশে বসল মাইক আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে। বুকের উপর টেনে নিল ওর মাথাটা। জড়িয়ে ধরল নিবিড়ভাবে। তেমনি দুহাতে মাইককে জড়িয়ে ধরল ও আষ্টেপৃষ্টে। গভীর মমতায় হাত বুলোতে লাগল মাইক সীমার মাথায়। মনে হলো বুকের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জল হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে তাকাল মাইক বাইরের দিকে। গোধূলীর লগ্ন তার শেষ অস্তরাগে সারা ধরিত্রীর বুকে বিছিয়ে দিচ্ছে ধূসরতার চাদর।

যথারীতি সাইকেল চালিয়ে মন্দিরে এসে অপেক্ষা করছে মাইক টাই এর জন্য। সীমার সাথে যোগাযোগ হয়নি ওর সুতরাং বুঝতে পারছে না ও আসবে কি আসবে না। তবুও নিয়ম মাফিক আধঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হবে মাইককে। সোয়া বারোটার সময় দূরে একটা মোটর বাইকের আলো দেখতে পেল ও। এগিয়ে গেল রাস্তার ধারে।

'আপনার জন্যে সুখবর আছে, স্যার,' বাইকটা একটা ঝোপে লুকিয়ে বলল টাই। 'আজ সিঙ্গাপুর থেকে আমার ভাই এসেছে। আগামীকাল রাত ন'টার দিকে এখান থেকে হেরোইনের চালান যাবে হেলিকপ্টারে করে। পাইলটের সাথে কথা হয়েছে আমাদের। আপনাদের দুজনকে চালানের সাথে নিয়ে যাওয়া হবে।'

মনটা এই প্রথম খুশি হয়ে উঠল মাইকের। কাঁধ চাপড়ে ধন্যবাদ জানাল চাইনিজটাকে।

'একটা ব্যাপার , স্যার,' আমতা আমতা করে বলল টাই। 'হীরেগুলো, তিন হাজার ডলারের বেশি বেচা যায়নি। এদিকে পাইলটকে কাল সকালে চার হাজার ডলার ক্যাশ পেমেণ্ট করতে হবে। সুতরাং আর দেড় দু'হাজার ডলার না হলেই নয়।'

আরো টাকা চাইতে পারে ভেবে আরেক টুকরো হীরে নিয়ে এসেছিল মাইক কাগজের মোড়কে ভরে। বলল, 'আর মাত্র একটা হীরে আছে আমার কাছে।' পকেট থেকে বের করে দিল ওটা।

মাইকের হাত থেকে প্রায় লুফে নিল টাই টুকরোটা। উল্টেপাল্টে দেখে নিশ্চিত হয়ে পকেটে রাখল। 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না, স্যার,' খুশি খুশি গলায় বলল লোকটা। 'তাহলে ঐ কথাই রইল। আগামীকাল সন্ধের পর সাতটায় সময় আমার গাড়ি আসবে আপনাদেরকে তুলে নিতে।'

'একটা ব্যাপার,' ওকে বলল মাইক। 'সীমা এখন আমার সাথে আছে।

শহরে ফিরে নাও যেতে পারে। যদি যায় বিকেলে ফ্ল্যাটে থাকতে বল ওকে। তুমি আসার সময় সাথে করে নিয়ে এসো। মোট কথা, আসার সময় একবার ওর ফ্ল্যাট ঘুরে আসবে।'

রাত একটার দিকে আশা পূরণ হলো পিচ্চির। দূর থেকে টাই-এর বাইক দেখতে পেল ও। কাছে আসতেই বলল, 'জরুরি খবর আছে, স্যার।'

'আমার রুমে চল্,' বলল টাই।

'খবরের দাম স্যার ছ'শো ডলার,' রুমের ভেতর ঢুকে বলল পিচ্চি। 'কাগজে দেখলাম স্যার ঐ যে ক্যাম্পটিভি এর কাছে খামার বাড়িতে লুকিয়ে থাকা আমেরিকানটাকে খুঁজছে পুলিশ। খবর দিলে পাঁচশো ডলার দেবে। তো আমি ভাবলাম থানায় না গিয়ে আগে স্যারের কাছে যাই। হয়তো আরো বেশি কিছু পাওয়া যাবে।'

মাথায় উঠেছে হারামজাদাটা, মনে মনে চিন্তা করল টাই। মুখে বলল, 'দাঁড়া তুই, একটু ভেতর থেকে আসছি আমি।'

সোজা ভাইয়ের কাছে চলে এল টাই। খুলে বলল সব।

'এখন ওকে টাকা দেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই তোর,' বলল চাই। 'এ ব্যাপারে কোন রিস্ক নেয়া যায় না। তবে আবার ডাবল ক্রশ করবে না তো?'

'তা অবশ্য করবে না,' বলল টাই। 'কেননা পুলিশের খাতায় ওর নামও আছে। পুলিশের ছায়াও মাড়াবে না ব্যাটা। তা'ছাড়া আমার ভয়ও আছে। তবে এ নিয়ে বারবার টাকা চাইতে পারে।'

'বার বার চাওয়ার সময় কই, সব হিসেব তো শেষ হয়ে যাচ্ছে কালই। বড়জোর কাল আসতে পারে আবার। এবং তোরও তখন দিতে হবে। তবে দরাদরি করে কম দেবার চেষ্টা করিস্ আর কি।'

'ঠিক আছে, কি আর করা,' বিরস বদনে বলল টাই। নিজের রুমে ফিরে এসে গুনে গুনে পাঁচটা একশো ডলার আর একটা পঞ্চাশ ডলারের নোট মানি ব্যাগ থেকে বার করে দিল পিচ্চির হাতে। নোটগুলো নিজের হাতে নিয়ে নিল পিচ্চি। গুনে বলল, 'বাকী পঞ্চাশ কই?'

'বিদায় হ।' বলে খেঁকিয়ে উঠল টাই কিং।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরে দেবেন না হয়।' বলে নোংরা দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল পিচ্চি।

একুশ

'আজকের রাতটা শুধু গল্প করে কাটাবো,' সীমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল মাইক। বিছানায় শুয়ে আছে দুজনে। মাইকের পরণে স্লিপিং স্যুট এর পাজামা, জামা। সীমা পাল্টায়নি ওর গরদের সেই শাড়ি। মাইকের ডান বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে ও। খোলা জানালা দিয়ে কামরার ভেতর ঢুকছে চাঁদের আলো আর দক্ষিণের ফুরফুরে বাতাস। বার বার ওর এলো চুল এসে পড়ছে মাইকের মুখের উপর।

'আমার কেমন যেন ভয় লাগছে, মাণিক,' ফিসফিস করে বলল সীমা। 'মনে হচ্ছে আমরা যেন দূরে সরে যাব। আবার হারিয়ে ফেলবো তোমাকে।'

'মিসেস মাইক,' আদর করে বলল মাইক। 'দু'দিন পর আমেরিকার নাগরিক হতে যাচ্ছেন আপনি। এখন ওসব মনে টনে করলে চলবে না বুঝেছেন।'

'আমাদের বিয়ে তো হয়েই গেছে,' ফের বলল ও। 'তোমাদের তো আবার মাথায় সিঁদুর পড়তে হয়। অথচ এখন সিঁদুর কোথায় পাই বলো। লাল কিছু একটা দিলে হবে তো?' বলেই আঙুলের আঙটির ধারালো কণা ঢুকিয়ে দিল ও একটা আঙুলের মাথায়। টপ টপ করে রক্ত পড়া শুরু করতেই দু'ফোঁটা রক্ত সিঁথিতে মাখিয়ে দিল সীমার, আর এক ফোঁটা দিয়ে টিপ দিয়ে দিল কপালে।

'পাগল কোথাকার,' বলেই লাফ দিয়ে উঠে বসল সীমা। 'ইস্ দেখিতো আঙুলটা,' বলেই মাইকের হাত টেনে নিল ও। আঙুলটা পুরে নিল মুখের ভেতর।

'তেমন কিছুনা, দেখো আর রক্তই বেরুচ্ছে না,' বলে টান দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল মাইক। একমাত্র আংটিটা খুলে পরিয়ে দিল ওর হাতে। অনামিকার আংটি খুলে মাইকের আঙুলে পরিয়ে দিল সীমা। 'আজ আমাদের প্রথম বাসর রাত,' অস্ফুটে বলল মাইক।

ওর বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছে সীমা। এদিকে ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনার জাল বুনে চলেছে মাইক। 'আগামীকাল রাতেই সিঙ্গাপুর চলে যাবো,' বলে চলল সে। 'পরদিন সকালে কোন কোর্টে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়েটা সেরে নেব দু'জনে। বিয়ের মার্কেটিংটাও করে নেব। তারপর

ওখানে হীরেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করব। সুন্দর দেখে কয়েকটা রেখে বাকীগুলো বেচে দেবো। তাও ধরো সব না। পাঁচ ভাগের একভাগ বিক্রি করলেই প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার পাবো। বাকীগুলো একটা ভল্ট ভাড়া করে রেখে দেব। চিন্তা করে দেখেছো ডার্লিং, কি রকম ধনী হয়ে যাব আমরা,' উচ্ছাসের সাথে বলল মাইক। 'তারপর সোজা চলে যাব আমেরিকায়, বাদশাহর মত নামব ন্যুয়র্কে। যখন খুশি ঘুরে বেড়াব পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, যত খুশি শপিং করো তুমি। তবে হ্যাঁ, সেটল হবো ক্যালিফোর্নিয়ায়। হাওয়াইতেও একটা বাড়ি থাকবে আমাদের। ওখানে সামার কাটাবো। ওখান থেকে যাবো–'

হঠাৎ থেমে গেল মাইক। লক্ষ করল কামরায় ভেতরে হালকা চাঁদের আলোয় তাকিয়ে আছে সীমা। তার মানে ওর কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না। আয়ত চোখ দুটো কেমন বিষন্ন দেখাচ্ছে।

'কি হয়েছে তোমার, সোনা?' ওর চিবুক ধরে জিজ্ঞেস করল মাইক। 'আর তো মাত্র একটা দিন। তারপরই আমরা সবচেয়ে সার্থক কাপল হবো। খুশি লাগছে না তোমার?'

মাইকের কথা যেন কানেই গেল না সীমার। হঠাৎ মাইকের দিকে ফিরে কান্নাভেজা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আমাকে একটু আদর করো, মাণিক!' অবাক হয়ে গেল মাইক। যদি ওর বুকের কথা শোনার ক্ষমতা থাকত তাহলে হয়তো শুনতে পেত, ওর সারা হৃদয় হাহাকার করে বলছে, শেষবারের মত আমাকে একটু ভালবাসা দিয়ে যাও। তোমার শরীরের চিহ্ন রেখে যাও আমার শরীরে, হৃদয়ের চিহ্ন রেখে যাও আমার হৃদয়ে। যখন আমি থাকব না তখন শুধু মনে করো আমাকে।

দু'হাতের তেলোতে করে মুখটা টেনে এনে চুমু খেল মাইক সীমার ঠোঁটে। কোমল অধরের উপর চেপে ধরল ঠোঁট। চুমু খেতে লাগল ওর কপালে, গালে, ঠোঁটে, চিবুকে, গলায়। মাইকের উপর উপুর হয়ে শুয়ে ছিল সীমা। ওর ভারী কোমল স্তন জোড়া মাইকের বুকের উপর। দুহাত ওর পিঠের উপর এনে, শাড়ীর আঁচল সরিয়ে দিয়ে খুলে দিল মাইক ওর রক্ত লাল ব্লাউজের ভেতরের বোতামগুলো। একটু উবু হয়ে হাত গলিয়ে ব্লাউজ খুলে একপাশে রেখে দিল সীমা নিজেই হাত দিয়ে খুলে নিল লাল ব্রা'র স্ট্র্যাপ। টান মেরে খুলে ফেলে এক পাশে নামিয়ে রাখল ওটা। ব্রা খুলতেই লাফিয়ে বেরিয়ে এলো ফর্সা এক জোড়া উদ্ধত স্তন।

মাইকের কোমরের কাছে বসল সীমা। মাইক শুধু চুপ করে শুয়ে শুয়ে দেখছে। ব্রা খুলে শাড়িটাও খুলে ফেলে দিল সীমা। পরনে শুধু লাল

পেটিকোট। একটু অবাক হলো মাইক সবকিছুই লাল রং এর। এবার মাইকের দিকে মনোযোগী হলো সীমা। উবু হয়ে বসে একটা একটা করে খুলল জামার বোতাম। জামাটা মাইক নিজেই হাত দিয়ে খুলে ফেলল। মাইকের পাজামার গিঁটে হাত রাখল সীমা। মাইক হাত রাখল সীমার পেটিকোটের গিঁটে। কিন্তু আগেই গিঁট খুলে ফেলল ও। কয়েক সেকেণ্ড পর মাইকও খুলে দিল ওর পেটিকোটের গিঁট। দুজনেই উঠে দাঁড়াতে শরীর আবরণ মুক্ত হলো ওদের। প্যান্টি পরেনি সীমা। দুজনেই পুরো নগ্ন। দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি, যেন সৃষ্টির আদম মানব মানবী। তাকিয়ে আছে দুজনে দুজনের চোখের দিকে। গভীর ভাবে। পর মুহূর্তেই তৃষ্ণার্ত চাতক চাতকীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে ওর নরম আঠালো ঠোঁট জোড়ায় ডুবিয়ে দিল মাইক তার কঠিন ঠোঁট জোড়া। দুহাতে মাইকের কোমর জড়িয়ে ধরল সেও। চুমু খেতে খেতেই মাইকের হাত দুটো আদর করতে লাগল সীমার পুরো নগ্ন দেহে। ওর স্তন দুটো নিষ্পেষিত হচ্ছে মাইকের কঠিন বুকের সাথে। ওর নরম কাঁধে বুলোতে বুলোতে পিঠের উপর চলে এলো দুহাত। যেখানে থেকে নেমে গেল ক্ষীণ কটিতে। দুহাত দিয়ে ওর কোমর চেপে ধরল মাইক নিজের কোমরের সঙ্গে। এক হাতে কোমর চেপে ধরে অপর হাত বুলোতে লাগল ভারী বিশাল বর্তুলাকার নিতম্বের উপর, থামের মত নির্লোম পেলব উরুতে।

এবার দুহাতে পাজাকোলা করে তুলে নিল নগ্ন দেহটা। বুকের উপর নিয়ে এল ওকে। প্রথমেই মুখের কাছে মুখ এনে চুমু খেল ওর ঠোঁটে, চিবুকে, গলায়, বগলের খাঁজে। অতঃপর ওর বুক নিয়ে এল নিজের মুখের কাছে। মুখ ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ দু'স্তনের খাঁজে। আলতো করে কামড় দিল জেগে ওঠা কঠিন স্তনাগ্রে। গিরি শৃংগের মত খাড়া দুটো স্তন নিয়ে খেলা করতে লাগল মাইকের মুখ। এবার ওর পেটটা নিয়ে এল মুখের কাছে। চুমু দিল ফুটোর মত নাভীতে, গাল ঘসল ওর তলপেটের নরম ত্বকে। মুখ নিয়ে এল দু'উঁরুর সন্ধিস্থলে। মাংসল উরু দুটোর মাঝে ডুবিয়ে দিল মুখ। ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চাটতে লাগল সীমার নির্লোম পেলব উঁরুর মসৃন ত্বক। কেঁপে কেঁপে উঠল ও।

এবার বিছানার উপর শুইয়ে দিল মাইক সীমাকে চিত করিয়ে। পাশে কাত হয়ে শুয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে। এক পা তুলে দিল দু'উরুর উপরে। আরেক হাতে বেস্টন করে নিল ওর সরু কোমর। মাথা রাখল ওর বুকের উপত্যকায়, দু'স্তনের উপর। দুহাতে মাইকের মাথা নিজের স্তন জোড়ার উপর ঠেসে ধরল সীমা। মাইক গাল ঘসতে লাগল বুকে। হাঁটু দিয়ে ঘষছে

পেলব মাংসল উরুদ্বয়।

চূড়ান্ত সময় বুঝতে পেরে উপুর হয়ে ওর উপর হামলে পড়ল মাইক। ভারী বুকের খাঁজে মুখ রেখে, দুহাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে সবেগে লিঙ্গ ঢুকিয়ে দিল ওর গুহায়। সবশেষে ওর নগ্ন বুকের উপর মুখ রেখে পড়ে থাকল মাইক। ঘুমিয়ে গেল।

খুব ভোরে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল মাইকের। জেগে দেখে পাশে উপুর হয়ে ঘুমোচ্ছে সীমা নগ্ন দেহে। সারা পিঠে এলোমেলো হয়ে আছে ওর চুল। সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে আছে ওর নগ্ন নিতম্ব। কাত হয়ে ওর নিতম্ব জড়িয়ে ধরল ও। নিতম্বের খাঁজের উপর ঘষতে লাগল নাক আর মুখ। হাত বুলোতে লাগল ওর পেলব নির্লোম মাংসল উরুতে। ফের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। আবার মিলিত হলো ও সীমার সঙ্গে। ঘুম ভেঙ্গে সীমাও সাড়া দিল। তারপর উঠে গোসল করতে গেল।

সীমা বেরিয়ে আসতে বাথরুমে ঢুকল মাইক। বের হয়ে দেখে যাবার জন্যে ব্যাগট্যাগ গুছোচ্ছে সীমা। 'কি ব্যাপার বেরুচ্ছ নাকি,' জিজ্ঞেস করল মাইক অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ, ডার্লিং,' বলল ও। 'যাবার আগে দেশে আমার বাবা মা'র নামে টাকা পাঠাবার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে হবে। ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা আছে। সবটা তুলে পাঠিয়ে দেব বাবার নামে মানি অর্ডার করে। স্রেফ ঘণ্টা খানেকের কাজ। তোমাকে তো ওরা নিতে আসবে সন্ধ্যের পর। তুমি দেখো, দুপুরের ভেতর ফিরে আসব আমি।'

'না গেলে হয় নয়, না মানিক,' করুণ কণ্ঠে বলল মাইক। 'একদম ছাড়তে ইচ্ছে করছে না তোমাকে!'

'অবুঝের মত কথা বলো না সোনা,' এগিয়ে এসে মাইকের গালে চুমু খেল ও। 'ছাড়তে কি আমারই ইচ্ছে করছে। এখন ছ'টার উপর বাজে। একটার ভেতর ফিরে আসব আমি। মাত্র সাত ঘণ্টার ব্যাপার।'

'ঠিক আছে,' অগত্যা বলল মাইক।

দরজার কাছে গিয়ে ফের দাঁড়াল সীমা। এগিয়ে গিয়ে ওর কপালে চুমু খেল মাইক। 'গুডবাই, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো মানিক!'

'আসব,' প্রেমিককে চুমো খেয়ে রওনা দিল সীমা।

বাইশ

কাউলুন পেনিন সুলার কাছে এসে বাস থেকে নেমে পড়ল সীমা। ব্যাংকে যাবার আগে বাসায় যাওয়া দরকার একবার। ক্যান্টন রোডে একটা ট্যাক্সি নিল । ফ্ল্যাটের সামনে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়াতেই ওর দিকে এগিয়ে এলো ইন্সপেকটর ওয়াং। পুলিশ দেখেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল সীমার অশুভ আশংকায়।

'আপনি নিশ্চয়ই মিস্ সোনিয়া?' ভদ্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ওয়াং। 'হ্যাঁ,' জবাব দিতে গিয়ে কেঁপে গেল ওর কণ্ঠ।

'আপনাকে এখুনি আমার সাথে একবার হেডকোয়ার্টারে আসতে হবে।'

'দেখুন আমার বাসায় কাজ আছে,' যুক্তি দেখাল ও। 'এখান থেকে ব্যাংকে যেতে হবে।'

'আমাদের কাজ তার চেয়ে জরুরী,' শান্ত কণ্ঠে বলল ওয়াং।

'কর্ণেল হার্ডি অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

বুঝল সীমা এখন আর করার কিছু নেই। ওয়াং এর পাশে জীপে গিয়ে বসল ও। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল জীপ।

নিজেদের বৈঠকখানায় বসে পরামর্শ করছিল দুভাই। 'তুই তো জানিসই, চিরকালই আমি ভিতু,' বলল টাই কিং। 'তাছাড়া কোনদিন মাছিই মারিনি। সুতরাং কাজটা তোকেই করতে হবে ভাই। ঐ পাইলট, মাইক আর ওই মেয়েদের সাথে যাবি তুই। পাইলট তোদের সিঙ্গাপুরের বিরল একটা জায়গায় নামিয়ে দেবে যেখানে কেউ থাকবে না। ও চলে যাবার পর, ওদের দুজনের পেছনে পেছনে হাঁটবি তুই। পেছন থেকে গুলি করে মারবি আমেরিকানটাকে। খুন তো তুই মেলা করেছিস, এটা একটা ব্যাপার না তোর কাছে।'

'লোকটাকে না হয় মারলাম, কিন্তু এ ফাঁকে মেয়েটা তো ছুটে পালাবে। ওটাকে নিয়ে ফ্যাসাদে পড়ব।'

'তুই একটা রাম বোকা, চাই,' সর্বজান্তার হাসি হাসল টাই।

'মেয়েটা প্রাণের চেয়ে ভালবাসে ঐ আমেরিকানটাকে। নাগর যখন গুলি খেয়ে পড়বে, সে তখন হামলে পড়বে ওর লাশের উপর। এ ফাঁকে দ্বিতীয় কাজটা আরো সোজা হয়ে যাবে তোর জন্যে।'

'বেশ তো,' বলল চাই। 'কিন্তু পুরো কাজটা তো তাহলে দেখা যাচ্ছে

আমিই করছি। পুরো রিস্ক নিয়ে ওদের সাথে যাচ্ছি আমি। খুন দু'টো করে হীরেগুলো হাতাবো। ওগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করব। তারপর তুই তো এসে স্রেফ ভাগ বসাবি। সুতরাং লাভের চারভাগের তিনভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর পার্সেন্ট আমার ভাগে, কেমন?'

'দেখ, পুরো ব্যাপারটা কিন্তু আমার। ব্যাপারটা জেনেছি আমি। প্ল্যান প্রোগ্রামও প্রায় সবই আমি করেছি। বাধ্য হয়ে শেষটা করতে পারছি না। সে যাক ঝুঁকি যখন নিচ্ছিস বেশি, না হয় ষাট পার্সেন্ট পেলি।'

'না, কমছে কম পঁয়ষট্টি,' জেদ ধরল ও।

'ঠিক আছে তা-ই সই।' মনে মনে ভাবল, চাই এর জায়গায় নিজে এরচেয়ে কমে রাজী হতো না সে। আর তাছাড়া কাজটার আসল অংশটুকু করছে চাই। সব ঝুঁকি নিচ্ছে, এমন কি জীবনের ঝুঁকিটুকুও। সফলতা বিফলতা সব র্নিভর করছে তার উপর। এ সময় তার মনটা অন্তত ফ্রেস থাকা দরকার।

কর্ণেলের কামরায় বসেছিল কর্ণেল আর লিডিয়া। রুমের ভেতর সীমাকে নিয়ে ঢুকল ইন্সপেক্টর। তারপরই বেরিয়ে গেল। কামরায় নিরবতা। চেয়ারে বসতে ওকে অনুরোধ জানাল কর্নেল। মন শক্ত করে নিয়েছে সীমা। শান্ত ভাবেই বসল ওদের মুখোমুখি।

'আপনিই তাহলে মিস সোনিয়া রামারাও?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'জ্বী,' শান্ত জবাব দিল ও।

'কাইলুন পেনিনসুলার ওয়াটারলু রোডের নিউ হ্যাভেন ক্যাসিনোতে চাকুরি করেন আপনি, তাই না?'

'জ্বী। ম্যানেজারের পি, এস।'

'আমরা খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েছি,' এবার কথা বলল লিডিয়া। 'পালিয়ে যাওয়া ম্যানেজার মাইকেল শেলডনের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল আপনার। কথাটা কি ঠিক?'

লিডিয়াকে চিনতে পারল সীমা। পুলিশের করাপটেড চীফের সাথে বরাবর যোগাযোগ ছিল তার, এটা জানত ও। কিন্তু এতটুকু জানত না। সাথে সাথে বুঝল যাই বলুক না কেন, সত্যি কথাটা জানে ওরা। সুতরাং মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ও।

'সম্পর্কটা কি বন্ধুত্বের না প্রেমের?'

'মাইককে ভালবাসি আমি।' দৃপ্ত কণ্ঠে বলল ও।

সাথে সাথে অবাক হয়ে দেখল প্রতিহিংসার আগুনে দপ করে জ্বলে

উঠল লিডিয়ার চোখ। আবার নিভে গেল সাথে সাথেই। ঠাণ্ডা হয়ে গেল নিভে যাওয়া কয়লার মত।

'মাইকও নিশ্চয় বাসে?' স্বাভাবিক কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

মাথা দোলাল মেয়েটা।

এবার কথা বলল কর্নেল। 'দেখুন মিস্ সোনিয়া, মিঃ মাইকেলকে একটা জরুরি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খুঁজছি আমরা। কিন্তু কোথায় যেন পালিয়ে আছে সে। আমরা জানি তাকে পালাতে এবং লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন আপনি। একজন অপরাধীকে সাহায্য করাও আইনের চোখে অপরাধ। সেক্ষেত্রে আপনি নিজেও একজন অপরাধী। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি মাইকের ঠিকানাটা অর্থাৎ অবস্থানটা আমাদের জানিয়ে দেন, আমি কথা দিচ্ছি সব দায় থেকে মুক্তি দেব আপনাকে। ভালয় ভালয় বাড়ি ফিরে যেতে পারবেন আপনি, পাঁচ মিনিটের ভেতর।'

'আমি জানি না,' নিষ্কম্প কণ্ঠে জবাব দিল ও।

'ঠিক আছে, গতকাল রাতে কোথায় ছিলেন আপনি?'

'আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।'

'কোথায় সেটা?'

এবারও মিথ্যে বলল সীমা। 'কাউলুন পেরিসুলা থেকে অনেক অনেক উত্তরে। হাং হমের কাছে স্টেশন লেনের একটা বাড়িতে।'

'মাইকও কি ছিল ওখানে?'

'কখখনো না।'

'অযথা জেদ করবেন না মিস্ সোনিয়া ওরফে সীমা,' কঠোর কণ্ঠে বলল কর্ণেল। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমার কাছে কেউ জেদ ধরে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। এক্ষেত্রেও আপনার জেদ থাকবে না। স্রেফ কতক্ষণ নিজে কষ্ট পাবেন আর আমাকেও কষ্ট দেবেন। অর্থাৎ আমার সময় নষ্ট করবেন। তারচে' ভালয় ভালয় বলে ফেলুন।'

'আমি জানি না।' মিথ্যে বলতে অনভ্যস্ত মেয়েটার কণ্ঠ কেঁপে উঠল এবার।

'আপনার চেহারা বলছে মিথ্যে কথা বলছেন আপনি।' হিংস্র কণ্ঠে বলল কর্ণেল। কলিং বেল টিপল। একজন পুলিশ ঢুকতেই তাকে কি যেন ইশারা করল । কয়েক মিনিটের ভেতর দু'জন ভয়ংকর চেহারার মেয়ে নিয়ে ঢুকল পুলিশটা। শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিল সীমা। কর্নেল বলল, 'এ মেয়ে দু'জনকে ঠিক মেয়েও বলা যায় না। কেননা ওদের যৌনাঙ্গ অসম্পূর্ণ। দুজনেই লেসবিয়ান। মিস্ লিডিয়ার লেটেস্ট ওরা। কথা বলতে রাজী না

হলে প্রাথমিক পর্যায়ে এদের হাতে ছেড়ে দেব আপনাকে। ওরা যদি কিছু বাকী রাখে তারপর ঐ বাকীটুকু নিয়ে তিল তিল যন্ত্রণা পেয়ে মরবেন। কেননা তখন মৃত্যুই হবে আপনার কাম্য। ঐ মৃত্যুকে কাছে পাবার জন্যে তখন আপনার প্রেমিকের ঠিকানাটা বলে দেবেন।'

গলা শুকিয়ে এলো সীমার। চোখ বুজে ও চিন্তা করল দশটা ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে হবে ওদের। এখন সকাল দশটা বাজে। রাত মাইককে নিয়ে টেক অফ করবে হেলিকপ্টার। ততক্ষণ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে হবে পশুগুলোকে। কর্ণেলের বিকৃত রুচি আর কুখ্যাত টর্চারের কথা জানে না এমন কেউ নেই হংকং-এ। আর মিডনাইট ডার্লিং-এর মত পিশাচী কি না করতে পারে!

'ব্যাপারটা উপভোগ করার জন্যে বসে আছেন মিস মিডনাইট ডার্লিং,' বলল কর্নেল। 'আর আমারও যে এতে খুব একটা অনাগ্রহ আছে তাও নয়। কি কারণে জানি না আপনার উপর একটা ভয়ংকর আক্রোশ আছে ম্যাডামের। আপনাকে হাতে পেলে খুশিই হবেন তিনি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

সত্যিই লক্ লক্ করছে, জ্বলছে যেন মিডনাইট ডার্লিংয়ের দুটো চোখ। ব্যাপারটা আঁচ করল সীমা। মাইকের কাছ থেকে নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সে। আর ধনী, সুন্দরী মেয়েরা প্রত্যাখ্যাত হলে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। তার উপর সে যদি আবার মিডনাইট ডার্লিং-এর মত একজন পিশাচী হয়। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি এলো ওর। আপাতত মিথ্যে কথা বলে সময় নষ্ট করতে হবে ওদের অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত। কেননা ওদের টর্চারের মুখে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ও, জানে না। তবে একবার মাইক বিপদমুক্ত হোক, তারপর ওকে নিয়ে যা খুশি করুক জানোয়ারগুলো। কোন দুঃখ থাকবে না সীমার।

মুখে একটা প্রচণ্ড হতাশার ভাব ফুটিয়ে তুলল সীমা। 'হংহামের কাছে স্টেশন লেনের বত্রিশ নাম্বার বাড়িতে আছে ও। এটা আমার এক বান্ধবীর বাড়ি।' নিষ্কম্প কণ্ঠে বলল ও।

গভীর দৃষ্টিতে সীমার দিকে তাকাল কর্নেল। 'ওখানে গিয়ে ফিরে আসতে কতক্ষণ লাগবে?'

'সন্ধ্যে হয়ে যাবে,' ঝুলে পড়া মুখে জবাব দিল ও।

'ঠিক আছে আমি না ফেরা পর্যন্ত এখানেই থাকছেন আপনি,' কলিং বেল বাজালো কর্নেল। ইন্সপেক্টর ঢুকতেই তাকে জিপ আর দু'জন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে পাঁচ মিনিটের ভেতর রেডি হতে হুকুম দিল সে। কোমরের

বেল্টে পিস্তলের হোলস্টার ঝুলাতে ঝুলাতে উঠে দাঁড়াল। পাশের একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হলো সীমাকে।

'আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না মেয়েটার কথা,' এতক্ষণে কথা বলল লিডিয়া।

'আমার মনে হয় না,' ওর কথা উড়িয়ে দিয়ে বলল কর্নেল। 'আমার, আপনার দুজনেরই অত্যাচারের খ্যাতি আছে আমাদের সামনে মিথ্যে বলবে ওরকম বুকের পাটা হয়নি কোন মেয়ের। অযথাই ভাবছেন আপনি।'

'এখন আমি আসি। সন্ধ্যের দিকে আবার আসব।' বলে উঠে দাঁড়াল মিডনাইট ডার্লিং লিডিয়া।

তেইশ

ওয়াং আর চার সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে যখন হং হামের স্টেশন লেনে পৌঁছল কর্নেল তখন আড়াইটা বাজে। বত্রিশ নাম্বার বাড়িটা আসলে একটা গেস্ট হাউজ। কলিং বেল টিপতেই বেরিয়ে এলো বুড়ো হাউজ কীপার। জানাল জীবনে কোনদিনও এখানে সে কোন আমেরিকান যুবক আর ভারতীয় মেয়েকে দেখেনি। কর্নেল কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না, একটা মেয়ে মিথ্যে কথা বলে খেলাচ্ছে ওকে। পুরো গেস্ট হাউজ তন্ন তন্ন করে সার্চ করল ওরা।

যখন বুঝতে পারল কর্নেল প্রতারণা করা হয়েছে তার সাথে তখন মরা মানুষের মত শীতল হয়ে গেল তার চেহারা। সে মুখ দেখে ভয়ে অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল ইন্সপেক্টর আর পুলিশদের। ফেরার পথে একটা কথাও বলল না কর্নেল। নীরবে এগিয়ে গেল চেম্বারের দিকে, হেড কোয়ার্টারে পৌঁছার পর। পিছু পিছু আসছিল ওয়াং। ওর দিকে ফিরে বলল, 'ঐ মেয়েটাকে এক নাম্বার টর্চার সেলে পাঠিয়ে দাও। আর হ্যাঁ, ওখানে কাউকে পাঠাবার দরকার নেই। আমি যাচ্ছি আর মিস্ লিডিয়া যাচ্ছেন। তুমি শুধু দেখবে কেউ যেন আমাদের বিরক্ত না করে। যদি তুমি বা অন্য কেউ বিরক্ত করো আমাকে, পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার জন্যে অনুতাপ করতে হবে।'

কর্নেলের চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল লিডিয়া। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে ও। ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বিরক্তও হয়েছে কর্নেলের উপর। লোকটা অমন গবেট ভাবেনি সে।

'আপনার কথাই ঠিক,' ঠাণ্ডা নিস্প্রাণ কণ্ঠে বলল কর্নেল।

'জীবনে এই প্রথম কেউ প্রতারণা করল আমার সাথে। আমি টর্চার সেলে যাচ্ছি এখন। ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আপনিও।'

'অবশ্যই আসছি আমি,' হিংস্র বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল লিডিয়ার চোখ জোড়া। পাশে থেকে কর্নেলকে অনুসরণ করল ও।

টর্চার সেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় একটা টি এর মত থামের সাথে হাত দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে সীমার। ঢুকে ভেতরে থেকে দরজা লক্ করে দিল কর্নেল। ওদেরকে দেখেই শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলল অসহায় মেয়েটা।

'আপনি শুরু করুন, কর্ণেল,' একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল

লিডিয়া। 'শুরুটা আমি উপভোগ করতে চাই।'

দেয়ালের সাথে ঝোলানো হাণ্টারটা টেনে নিল কর্নেল। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক। কর্নেলের চোখে শুধু ঘোর। সপাং করে বাড়ি বসাল সে। ব্যথায় নাক মুখ কুঁচকে উঠল সীমার। ব্যথায় আর্তচিৎকার করতে পারছে না ও। মুখ বাঁধা আছে কাপড়ে। সপাং সপাং করে চাবুক মারতে লাগল কর্নেল। লালচে লম্বা লম্বা দাগে ভরে গেল সীমার বাহু, হাত, স্তন, বুক, পেট, উরু পা সব। এক সময় ক্ষান্ত দিয়ে মুখের বাঁধন খুলে দিল কর্নেল, 'আমার সাথে মিথ্যে বলেছিস, হারামজাদী। এখনও সময় আছে, সত্যি কথা বল। কথা দিচ্ছি আরামে মৃত্যু হবে তোর।'

কোন জবাব দিল না সীমা। আন্দাজ করল রাত এখন নিশ্চয়ই আটটা। নিশ্চয়ই মাইক এখন হেলিকপ্টারে। ভাবতেই সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে গেল মেয়েটা। হয়তো ওর জন্যে খারাপ লাগছে এখন মাইকের। বেশ কিছুদিন ওর অভাব তিলে তিলে অনুভব করবে ও। তারপর ভুলে যাবে এক সময়। এটাই তো পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু ভাল করেই জানে সীমা, কোননা কোন গভীর নিশিথে ওকে মনে পড়বে মাইকের। মনটা আনমনা হয়ে যাবে।

'কথা বলবি না? ঠিক আছে,' বলে কামরার এক কোণে চলে গেল কর্নেল। হাজার ওয়াটের শক্তিশালী একটা লাইট এনে সীমার চোখের উপর ফেলল। সাথে সাথে পাপড়িগুলো পুড়ে গেল। চোখ বন্ধ করতে পারছে না সীমা। মনে হচ্ছে এখুনি গলে পড়ে যাবে চোখের মনিটা। অমানুষিক ব্যথায় গোঙ্গাতে লাগল ও। এবার লাইট সরিয়ে নিয়ে আগুনে সুঁচ গরম করে এনে এক এক করে ফোঁটাতে লাগল সীমার নখের ভেতর। এভাবে অনেকগুলো অত্যাচারের থিওরি এ্যাপ্লাই করল ম্যানিয়াক কর্নেল।

চকচকে চোখে উপভোগ করছিল লিডিয়া। 'এবার অন্য ভাবে অন্য কিছু করুন, কর্নেল,' পরামর্শ দিল ও।

এগিয়ে গিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলে দিল কর্নেল। দাঁড়াতে পারছে না মেয়েটা। ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল চিত হয়ে। সাথে সাথে ওর উপর উপুর হয়ে পড়ল কর্নেল। প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরে ছিঁড়ে নিল ঠোঁট। সাথে সাথে ফোয়ারা ছুটল রক্তের। এবার কামড়ে ধরল একটা স্তন। ছিঁড়ে নিল বোঁটা! প্রচণ্ড ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মেয়েটা। অথচ থামছে না পশুটা। সমানে কামড়ে কামড়ে ছিন্নভিন্ন করতে লাগল ওর বুক। সারা শরীর কামড়াতে লাগল কুকুরের মত। রক্তে ভেসে গেছে কর্নেলের সারা মুখ। তলপেটের কাছে মুখ নিয়ে কামড়ে ধরল যোনী। চাক চাক মাংস তুলে নিল। এবার উপুর হয়ে শুয়ে হায়েনার মত দুহাতে ঘাড় চেপে ধরে কামড়ে

ধরল কণ্ঠদেশ।

সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে ওকে বাধা দিল লিডিয়া। কিন্তু ততক্ষণে ঘাড় মটকে সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে সীমা।

'গাধা কোথাকার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লিডিয়া। 'একে: মেরেই ফেলেছে। অবশ্য কথাও কোনদিন বলত না।'

সম্বিত ফিরে পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল কর্নেল।

'এক্ষুনি বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে আসুন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে আপনার মুখ আর শরীর,' বলল লিডিয়া।

এটাচড্ বাথরুমের দিকে এগোতে যাবে কর্নেল, এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল মুর্হুমুর্হু। 'কে?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'আমি ঝাও, স্যার,' বাইরে থেকে বলল কর্নেলের সাগরেদ। 'ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে এদিকে।'

দরজা খুলতেই হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে ঢুকল ঝাও। 'আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়ে গেছে, স্যার,' বলল ও। 'স্বয়ং গভর্ণর সই করেছেন। কয়েকটা খুনের দায়ে দায়ী করা হয়েছে। অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা এসব। ফোর্স নিয়ে আপনাকে ধরার জন্য ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে ইন্সপেক্টর ওয়াং। ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচতে হলে এই মুহূর্তে পালান।'

তাড়াতাড়িতে একটা টেবিল কভার নিয়ে নাক মুখের রক্ত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল কর্নেল। সাহায্য চাইল লিডিয়ার। রাজী হলো সে। তাড়াতাড়ি তিনজনে বেরিয়ে চেপে বসল একটি জীপে। উদ্দেশ্য লিডিয়ার সী বীচের গোপন আস্তানা। ওখান থেকে পালাবে হেলিকপটারে করে। মেঝের উপর রক্তের স্রোতের মাঝে পড়ে থাকল সীমার ক্ষত বিক্ষত লাশ।

প্রায় সাথে সাথেই টর্চার সেলে দলবল নিয়ে অস্ত্র বাগিয়ে ঢুকল ওয়াং। ঢুকেই বুঝল পালিয়ে গেছে কর্নেল। মেঝেতে সুন্দরী মেয়েটার ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশ দেখে মনে মনে অভিশাপ দিল সে কর্নেলকে। একটা চাদর দিয়ে লাশটা ঢেকে ক্রস আঁকল বুকে! প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক বাস্টার্ডটাকে খুঁজে বার করে যোগ্য শাস্তি দেবে। চকিতে ওর মনে হলো কর্নেলের সাথে মিডনাইট ডার্লিং হয়তো আছে। হয়তো সে-ই কর্নেলকে শেল্টার দেবে। মহিলার আস্তানাগুলো সার্চ করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়াং। এ মওকায় ক্রাইমের রাণীকেও আটকানো যেতে পারে।

চব্বিশ

সময় মত মন্দিরের কাছে এসে থামল টাই এর কালো বুইকটা। কিন্তু ওটা থেকে নামল একজন অপরিচিত চীনা লোক। দেখতে অবশ্য টাই এর মত অনেকটা। কাছে এসে নিজের পরিচয় দিল ও। 'আমি চাই কিং,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ও। 'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'সীমা কোথায়?' জানতে চাইল মাইক।

'ভালই আছে সে,' বলল চাই। 'ম্যাকাউ বর্ডারের কাছে এখন নিয়ে যাব আপনাকে। জায়গাটার নাম সঙ কক। ওখানে কিছুক্ষণ পর সীমাকে নিয়ে আসবে আমার ভাই টাই কিং।'

গাড়ি নিয়ে সঙ কক এসে মাইক অপেক্ষা করতে লাগল হেলিকপটারের জন্যে। হঠাৎ দেখে গাড়ি থেকে একটা ব্রিফকেস বার করছে চাই কিং উবু হয়ে। নিঃশব্দে পেছনে গিয়ে দাঁড়াল মাইক। অবচেতন মনের সংকেতে হাতে উঠে এল পিস্তলটা। ব্রিফকেস খুলল চীনেটা। সুন্দর ভাবে সাজানো আছে সাইলেনসার লাগানো একটা রিভলবার। কানের পাশে বাট দিয়ে আঘাত করল মাইক। কেননা লোকটার উদ্দেশ্য জানা হয়ে গেছে ওর।

ব্রীফকেসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল চাই। ঘণ্টা তিনেকের আগে আর জ্ঞান ফিরে আসবে না ওর। অজ্ঞান দেহটা টেনে নিয়ে ফেলল মাইক একটা ঝোপের আড়ালে। এবার সত্যি সত্যি বুকটা কেমন যেন করতে লাগল। আসলেই কি নিরাপদে আছে সীমা? হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে ন'টা বেজেছে। অথচ সাড়াশব্দ নেই হেলিকপটারের। এদিকে দেখা নেই টাই এরও। সীমাকে নিয়েই তো ওর আসার কথা।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল হেলিকপটারের রোটর ব্লেডের শব্দ। দুশ্চিন্তায় অধীর হয়ে উঠল মাইক, এখনো কেন সীমা আসছে না! কাছেই একটা ধান ক্ষেতের উপর ল্যাণ্ড করল কপ্টার। দরজা খুলে নেমে এল পাইলট। 'আমি চার্লস ওয়েভ,' মাইকের সাথে করমর্দন করতে করতে বলল ও।

'কি ব্যাপার পাইলট, এত দেরি করলেন যে?'

'আরে এদিকে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে,' মুখের গ্লাভস ঠিক করতে করতে বলল ও। 'হংকং এর ইন্সপেক্টর ওয়াং আমার ভাল পরিচিত। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম চীফ কর্নেল জেমস হার্ডির নামে গ্রেফতারী

পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে। কর্নেলকে খুঁজছে ওয়াং। মিডনাইট ডার্লিং, মানে এখানকার ক্রাইম কুইনের সাথে নাকি পালিয়ে গেছে কর্নেল। যাবার আগে টর্চার সেলে ধর্ষণ আর টর্চার করে কর্নেল খুন করে গেছে একটা ভারতীয় মেয়েকে—'

সাথে সাথে পাইলটের দুকাঁধ খামচে ধরল মাইক। 'কি নাম মেয়েটার?'

'সোনিয়া রামারাও। কিন্তু আপনি এরকম করছেন কেন?'

চোখের সামনে সারা দুনিয়া দুলতে লাগল মাইকের। মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবে। ফের বলল পাইলট। 'অসম্ভব সাহস মেয়েটার। কি একটা কথা বার করার জন্যে নাকি চেষ্টা চালিয়েছিল কর্নেল। মৃত্যুবরণ করেছে মেয়েটা তাও মুখ খোলেনি। ধন্যি মেয়ে বাবা।' মাইক বুঝল শুধু ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেকে বলি দিয়েছে সীমা। হাসি পেল মাইকের। কিন্তু ও কি করে ভাবল ওকে ফেলেই চলে যাবে সে! ওর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে। 'মিডনাইট ডার্লিং আর কর্নেল দুজনেই ছিল টর্চার রুমে,' যোগ করল পাইলট। 'সে যাক, মন খারাপ করে আর কী করবেন, চলুন, রওনা দেওয়া যাক। তা আপনার সাথের জন কোথায়?'

'সে আর আসবে না পাইলট,' বলল মাইক।

শ্রাগ করল পাইলট। ওর পাশে গিয়ে বসল মাইক। কপটার ছেড়ে দিতে যাবে পাইলট এমন সময় পিস্তল বার করে চেপে ধরল পাইলটের শিরদাঁড়ায়। বলল, 'সোজা দক্ষিণে শ্যাম পু বীচের ধারে নিয়ে চলুন—'

চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল চার্লসের। কি যেন বলার চেষ্টা করল ও।

'কোন কথা নয়,' বলল মাইক। 'এবার আপনার হেলমেট পরে নিয়ে আরম্ভ করতে পারেন।'

খোলা পিস্তলের মুখে বাহাদুরী দেখাবার মত বোকা নয় চার্লস। সবার আগে জীবন। সিঙ্গাপুরের বদলে এখন শ্যাম পু বীচের কাছে মিডনাইট ডার্লিং ওর আস্তানার দিকে উড়ে চলল যান্ত্রিক ফড়িং। মাইকের মন বলছে ওখানেই পাবে ওদের দুজনকে।

মিডনাইট ডার্লিং-এর বাংলোর বেশ কিছুটা দূরে ল্যাণ্ড করল কপটার। পাইলটের কানের পাশে একটা মাপা বাড়ি দিল মাইক। আধ ঘণ্টার আগে জাগবে না ও। তারপর মাইক দৌড়ে যেতে লাগল বাংলোর দিকে। বাংলোর পেছনে দেখতে পেল একটা কপটার প্রস্তুত। মানে ফেঁসে গিয়ে পালাচ্ছে দুজনেই। অথরিটি এখন নিশ্চয়ই জানে, কর্নেলের সাথে মিডনাইট ডার্লিং আছে। এ মওকা ওরাই বা ছাড়বে কেন? এক রাত এখানে কাটিয়ে

ছিল মাইক আগে। চেনা আছে কিছুটা। পেছনের বেলকনি বেয়ে উঠল মিডনাইট ডার্লিং এর ঘরের শার্সির কাছে। শার্সি খোলা। কান পেতে শুনল কথা বলছে ওরা তিনজনে। কর্নেল, ঝাও আর মিডনাইট ডার্লিং। কর্নেলকে দোষারোপ করছে ক্রাইম কুইন আর মিনমিনে গলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছে জাঁদরেল প্রাক্তন চীফ কর্নেল হার্ডি।

মাইকের বুকের ভেতরে শুধু শূন্যতা আর আগুন। শূন্যতা সীমা নেই বলে। আগুন, ওকে যারা মেরেছে তারা বেঁচে আছে বলে। প্রার্থনা করল, হে মহাকাল শক্তি দাও আমাকে। আমার ভালবাসাকে যারা তিলে তিলে হত্যা করেছে তাদেরকে যেন শতগুণ কষ্ট দিয়ে খুন করতে পারি। তারপর যাই হোক না কেন, আমার কোন ক্ষোভ থাকবে না। সীমার আত্মা তো শান্তি পাবে।

শার্সির ফাঁক দিয়ে মাইক দেখল ঘরটা ভেতর থেকে লক্ করা। নিঃশব্দ হাতে উঠে এল পিস্তলটা। ঝাও এর কপাল টার্গেট করল। কষ্ট না পেয়ে মরবেনা ছুঁচোটা। গুলি করেই সাথে সাথে ডাইভ দিল কর্নেলের মাথা বরাবর। একই সাথে কারাতের কোপ বসাল মিডনাইট ডার্লিং এর ঘাড়ে স্রেফ মিনিট দশেক ওকে অজ্ঞান রাখার জন্যে।

গুলি খেয়ে মুখ থুবরে পড়ল ঝাও। একই সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল লিডিয়া। ছটফটানি দিয়ে মরে গেল ঝাও। মাইকের মাথার সাথে প্রচণ্ড বেগে লাগল কর্নেলের নাক মুখ। কামরার কোনে ছিটকে পড়ল ও। সারা দেহে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোন সুযোগ না দিয়েই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মাইক। প্রচণ্ড ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দিল নাক। মেরেই সরে যাচ্ছে। ওকে ধরতেই পারছে না কর্নেল। হঠাৎ সোজা ওর দিকে ছুটে এল কর্নেল। সাথে সাথে ডান হাতের দু'আঙুল ঢুকিয়ে দিল মাইক ওর দুচোখের ভেতর। মরণ চিৎকার দিয়ে উঠল কর্নেল। দু' আঙুল যখন বের করে নিল তখন ওর দু'চোখের জায়গায় দু'টো গর্ত। রক্ত বেরুচ্ছে গল গল করে।

সমস্ত মানবিক সত্তা লোপ পেয়েছে মাইকের। এ লোকটা তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মেরেছে ওর সীমাকে। আরো যন্ত্রণা, আরো নির্মম কষ্ট দিয়ে লোতটাতে মারতে হবে, মাইকের শুধু এ একটা চেতনাই কাজ করছে।

দু'হাতে চোখ ঢেকে দাঁড়িয়ে কাতরাচ্ছিল কর্নেল। এগিয়ে গিয়ে ল্যাং মেরে ফেলে দিল ওকে। মাইক বাহুর নীচে একটা হাত ঢুকিয়ে টান দিল হ্যাঁচকা। পটাস্ করে দেহ থেকে ভেঙ্গে আলগা হয়ে পড়ল ওর ডান হাত। মরণ যন্ত্রণায় তারস্বরে চেঁচাতে থাকল কর্নেল। মাইক পকেট থেকে রুমাল বার করে গুঁজে দিল ওর মুখে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ফাঁসিতে খুব

আরামেই তুই মারা যেতি। কপাল খারাপ তোর, আমি এসেছি। হীরা নিবি না? ও, তোর তো চোখ দুটো খুলে নিয়েছি, দেখবি কিভাবে?'

মেঝের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিল কর্নেল। পায়ের বুট দিয়ে চেপে ধরল মাইক তার ডান হাতের তালু। ছেচতে লাগল মেঝের সাথে, কাটা মুরগির মত মেঝেতে আছড়াতে লাগল কর্নেলের দেহটা।

মাইক এবার লাথি মেরে ভেঙ্গে দিল মিডনাইট ডার্লিং এর বিলাসবহুল ড্রেসিং টেবিলের বিরাট কাচ। একটি চোখা টুকরো বেছে নিয়ে এলো পাতারী কোপ বসাতে লাগল কর্নেলের শরীরে। রক্তের বন্যা বয়ে গেল সারা মেঝেতে। অসম্ভব স্টেমিনা ম্যানিয়াকটার। জ্ঞান হারায়নি একবারও। হাতে সময় কম মাইকের। হয়তো কিছুক্ষণের ভেতর এসে পড়বে ওয়াং। ওকে নিজ হাতে খুন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে মাইক। হাতে পিস্তল তুলে নিল। গুলি করার আগের মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে লাথি কষাল কর্নেলের অণ্ডকোষ বরাবর। সাথে সাথে দেহ কুঁকড়ে গেল ওর। এবার উপুর হয়ে ওর বুকের উপর চেপে বসে দু'হাতে গলা চেপে ধরল মাইক। যতক্ষণ না মুখ দিয়ে আধহাত জিভ বেরিয়ে আসে। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল কর্নেলের দেহ। উঠে দাঁড়িয়ে গুনে গুনে চারটে গুলি করল লাশটার বুকে, একটা রেখে দিল মিডনাইট ডার্লিং এর জন্যে।

হয়তো গুলির শব্দে জ্ঞান ফিরে এল মেয়েটার। মুখ থুবড়ে সোফার উপর পড়ে ছিল ও। চোখ মেলেই মেঝের উপর কর্নেলের ক্ষতবিক্ষত বিকৃত লাশটা দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। পিস্তলটা পকেটে রেখে এগিয়ে গেল মাইক ওর দিকে, 'কি ব্যাপার মহারানী, শুনেছি সীমার মৃত্যুটা রসিয়ে রাসিয়ে ভোগ করেছিলে তুমি, এখন খারাপ লাগছে কেন?'

'এখুনি এসে পড়বে আমার লোক,' সোফার একটা কোণের দিকে সরে যেতে যেতে বলল অপরাধের রানি। 'আসুক না বাধা দিচ্ছি নাকি আমি।'

'এখুনি পালিয়ে যাও,' ফিসফিসিয়ে বলল ও। 'বোকা মেয়েটার মত সুযোগ পাবে না তুমিও।'

'আমি মরতেই এসেছি সুন্দরী, নইলে এতক্ষণ সিঙ্গাপুরের পথে থাকতাম,' বলল মাইক। 'মরবো তবে তিনটে লাশ সাথে নিয়ে। দু'টো লাশ পেয়েছি, আরেকটা বাকী, সেটা তোমার।'

এবার দু'চোখে স্পষ্ট মৃত্যুভয় ফুটে উঠল ওর। 'আমাকে মেরো না মাইক,' মিনতি করে বলল মেয়েটা। 'সীমাকে খুন করতে সাহায্য করেছি, তোমাকে তো আর চাইনি খুন করতে। এই বুক ছুঁয়ে বলছি,' বুকের কাছে হাত নিল ও। কালো একটা ইউনিয়ন শার্ট আর কালো স্কার্ট পরে আছে ও।

হঠাৎ শার্টের তলা থেকে একটা বড় পাথর বের করে বিদ্যুৎ বেগে মাইকের দিকে ছুঁড়ে দিল। মাথা কাত করে ডাইভ মেরে সরে গেল মাইক। সেই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। সমানে মাইককে আঁচড়ে কামড়ে, কিল ঘুষির ঝড় বইয়ে দিচ্ছে মেয়েটা। কিন্তু যত বড় ক্রাইম সম্রাজ্ঞীই হোক না কেন একটা মেয়ে তো বটে। মাইকের সাথে পারবে কেন? ওকে চিত করে ঠেসে ধরল বিছানার উপর। উপুর হয়ে ওর শরীরের উপর শুয়ে কঠিন দেহ দিয়ে চেপে ধরল। দু'হাতে প্রাণপণে মাইককে ঠেলে সরাতে চাইল ও।

এবার দু'হাতে ধাম ধাম করে কয়েকটা চড় কষাল মাইক ওর দু'গালে। নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা। মুখের উপর মুখ নিয়ে সজোরে কামড় দিল ওর নরম অধরে। দুহাঁটু গেড়ে বসল ওর পেটের উপর। শার্টের কলার ধরে টান মারল প্রচণ্ড বেগে। চড় চড় করে ছিঁড়ে মাইকের হাতে কলার সহ উঠে এল কালো শার্টের একটা টুকরো। আরো কয়েকটা টান মেরে ছিড়ে ফেলল শার্টের বাকী অংশটুকু। দেহের উপরাংশ নগ্ন হয়ে গেল ওর। ফর্সা বুকের উপর শুধু কালো ব্রেসিয়ারের বাঁধন। বিশাল দু'টো স্তন বন্দী হয়ে আছে ব্রার ভেতর। টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল ব্রা। বেরিয়ে এলো উদ্ধত লোভনীয় স্তন জোড়া।

এবার পেটের ওপর থেকে উঠে সরে বসল মাইক। ফের নড়ে উঠল মেয়েটা। সাথে সাথে প্রচণ্ড জোরে চড় কষাল আরেকটা। শান্ত হয়ে গেল ও। ফর্সা নির্লোম পেলব উরুদ্বয় বেরিয়ে পরেছে স্কার্ট সরে গিয়ে। টান মেরে ছিড়ে ফেলল মাইক স্কার্টের কোমরের কাছের খানিকটা অংশ। চড় চড় করে ছিড়ে ফেলে দিল বাকীটুকুও। ফর্সা উরুসন্ধিস্থলে বেস্টন করে আছে সাপের মত চিকন কালো প্যান্টি। দু হাতে টান মেরে ছিড়ে ফেলল প্যান্টিটা। বেরিয়ে এল রোমাবৃত ফর্সা মাংসল যোনী। সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় চিত হয়ে পড়ে আছে ও বিছানার উপর। অপরূপ দেহবল্লরী, কিন্তু তিলে তিলে ধ্বংস করবে মাইক এ যৌবন।

সময় নষ্ট না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত। ওর কঠিন দেহের নীচে জাপটে ধরে দলিত মথিত করতে লাগল মেয়েটির কুসুম পেলব নগ্ন দেহটা। মুখ দিয়ে কামড়ে ধরল ওর বাঁ দিকের স্তন, ডান হাত দিয়ে খামচাতে লাগল ডান দিকেরটা। ওর স্তন জোড়া নিয়ে ব্যস্ত মাইক, হঠাৎ একটা পা ছুটিয়ে নিয়ে ওর অণ্ডকোষ বরাবর আঘাত করল লিডিয়া। ভাগ্যিস জায়গা মত পড়েনি, নইলে দফা রফা হয়ে যেত। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে ওকে ছেড়ে দিল মাইক। লাফিয়ে উঠে বসল মিডনাইট ডার্লিং। ব্যথার

মাঝেই পকেট থেকে পিস্তল বার করে বুক বরাবর তাক করল মাইক। শান্ত হয়ে বসে থাকল মেয়েটা। টান দিয়ে কোমর থেকে খুলে নিল মাইক প্যান্টের বেল্ট। বাঁ হাতে পিস্তল উচিয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে বেদম পেটাতে শুরু করল ওকে। প্রচণ্ড ব্যথায় পড়ে পড়ে কাতরাতে লাগল ক্রাইম সম্রাজ্ঞ। সারা শরীরে লালচে দাগ পড়ে গেল। পাগলের মত প্রচণ্ড আক্রোশে পেটাচ্ছে মাইক, হঠাৎ খেয়াল হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। বেল্টটা ছুড়ে ফেলে দিল মাইক। চিত হয়ে পড়ে আছে ও। ভি এর আকারে পা দুটো দু'দিকে সরানো। থামের মত মোটা মাংসল উরুদ্বয়ের কাছে সরে এল মাইক। মাঝখানে শুয়ে দু'উরু দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মুখ রাখল ওর উরুর সন্ধি স্থলে। কামড়ে দিল ফুলে উঠা ব-দ্বীপ। দু হাত দিয়ে টিপছে, আঁচড়াচ্ছে ওর পেলব নির্লোম উরুদ্বয়, ভারী নিতম্ব।

মিডনাইট ডার্লিং এর দেহের উপর গড়াতে গড়াতে নাভির কাছে নিয়ে এল মাইকের মুখ। কামড়ে ধরল তলপেটের নরম মাংস। এবার উঠে বসে উপুর করে শোয়াল দেহটা। কামড়াতে লাগল নিতম্বের নরম উষ্ণ ও কোমল মাংস, কুকুরের মত। অতঃপর উঠে গিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল ওর উপর। অজ্ঞান অবস্থায় ধর্ষণ করল ওকে।

মাইক ফের শুরু করল অত্যাচার। কামড়ে মাংস তুলে নিল মেয়েটার ঘাড় থেকে। প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান ফিরে এল মেয়েটার। ও যাতে বাধা দিতে না পারে সে জন্যে বেড কভার ছিড়ে দড়ি বানিয়ে হাত পা বাঁধল। মুখের ভেতর গুঁজে দিল কাপড়। চিত করিয়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিল ওর স্তনদ্বয়। ক্ষত বিক্ষত করে দিল ওর উরুর মসৃণ পেলবতা। কামড়ে মাংস তুলে নিল ওর যৌনাঙ্গ থেকে।

ঠিক এ সময় করাঘাত পড়তে লাগল দরজায়। 'আমি ইন্সপেক্টর ওয়াং, দরজা খুলুন,' চিৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে।

পিস্তলটা কক্ করে নিল মাইক। তাক করল মিডনাইট ডার্লিং এর দিকে। যত দোষই করুক, নিজ হাতে ও আর ও মারেনি সীমাকে। তাছাড়া নারী হত্যাকারী হবে কি না বুঝতে পারছে না মাইক। বুঝতে পারছে না একে গুলি করবে কি না। অদ্ভুত বোবা দৃষ্টিতে মাইকের দিকে তাকিয়ে আছে মিডনাইট ডার্লিং।

সব কিছুই তো শেষ হয়ে গেছে মাইকের, কিন্তু প্রতিশোধ নিয়েছে সে সীমা হত্যার। তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মেরেছে ঐ পশু কর্নেলটাকে। ধর্ষণ

করে ক্ষত বিক্ষত করেছে মেয়েটাকে। দেহ মনে অদ্ভুত তৃপ্তি ওর, এখন যাই ঘটুক না কেন ওর।

কিন্তু শুধু বুঝতে পারছে না, সীমাকে খুন করতে সহায়তা করার জন্যে হত্যা করবে কি না ওকে।

এদিকে ভারী কি যেন দিয়ে দরজার উপর আঘাত করছে পুলিশ। যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে দরজাটা।

আগামী বই

দ্য লাভার্স গেম

মূল: জ্যাকি কলিন্স

অনুবাদ: অনীশ দাস অপু

'মিডনাইট ডার্লিং' যদি উপভোগ করে থাকেন তাহলে আরেক বেস্টসেলার উপন্যাসিক জ্যাকি কলিন্সের *'দ্য লাভার্স গেম'* পড়ুন। এ বইটিও আপনাদেরকে দারুণ আনন্দ দেবে। এখানে বইটির কিয়দংশ তুলে ধরা হলো...

এক

চিত হয়ে শুয়ে আছে সান্ড্রা ট্রিমেন। ধবধবে সাদা সাটিনের চাদরে ঢাকা বিশাল বিছানা। এয়ার ম্যাট্রেসের গদি। তুলতুলে নরম। শরীরের অনেকটাই ডুবে গেছে তাতে।

ঘরের ওপাশের দেয়াল জুড়ে আয়না। অলস ভঙ্গিতে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল সান্ড্রা। নিজের সৌন্দর্য্যে নিজেরই যেন দম আটকে আসতে চায়! সম্পূর্ণ নগ্ন ও। কোমল, গোলাপী শরীরের প্রতিবিম্ব পড়েছে আয়নায়। একটা পা ভাঁজ করে রেখেছে।

এই শরীর দেখার পর পুরুষদের কি দশা হয়, জানা আছে ওর। বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে চোখ। বেড়ে যায় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি। নিজেদের অজান্তেই হাঁ হয়ে ওঠে মুখ। আর ওদের ঐ দুই উরুর মাঝের মাংসপিণ্ডটা? আপনি মনেই হাসল সান্ড্রা। দেখে মনে হয় প্যান্টের চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে এখুনি? একজন রমণীর জন্য এর চাইতে গর্ব আর কিসে?

পেলব উরুর ওপর হাত রাখল সান্ড্রা। মসৃণ চামড়া, ধীরে ধীরে ওপরের দিকে তুলে আনছে হাত। সেই জায়গাটার উপর কিছুক্ষণের জন্য স্থির রাখল। সোনালি রোমে ঢাকা গহ্বর। সিক্ত হয়ে উঠেছে এখনি!

কাঁটা দিয়ে উঠল ওর শরীর। সরিয়ে আনল হাত। গুরু নিতম্ব। মসৃন তলপেট। গভীর নাভী। সরু মেদহীন কোমর। পাঁজরের উপর দিয়ে উঠে আসছে হাত। ক্রমেই চওড়া হয়ে উঠেছে বুকের খাঁচা। তারপর হাতে ঠেকল নরম তুলতুলে মাংসপিণ্ড। পিরোন্নত স্তনের উপর থাবা ছড়িয়ে দিল ও। ছোঁয়া পেয়ে ফুলে উঠেছে গোলাপী বোঁটা।

শিহরিত হলো সান্ড্রা। ওর একান্ত বিশ্বস্ত সম্পদ এই শরীর। মাঝে মধ্যেই আয়নার সামনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করে, চামড়ার কোথাও কোন

ভাঁজ পড়েছে কিনা। ঝুলে পড়েছে কিনা স্তন। গাঢ় হয়েছে কিনা বোঁটার রং। কিন্তু না। প্রতিবারই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ও। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই এই শরীরের। আজ বিশ বছর যাবত অটুট ধরে রেখেছে সে যৌবন। বিশ বছরের তরুণীর মতই সজীব, সতেজ, ডগডগে শরীর ওর। অথচ সাণ্ড্রার বয়স এখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে। ব্যাপারটা নিয়ে অহংকার বোধ করে ও।

অন্য মেয়েরা যখন ওর দিকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকায় তখন অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়া থেকে বহু কষ্টে সামলে রাখে নিজেকে। ইদানীংকালের মেয়েগুলোকে দেখে দুঃখ হয় ওর। কেমন শুটকো খ্যাংড়া কাঠি একেকটা। বুক, পাছা সমান। কিন্তু নিজের এই ভরাট শরীর নিয়েও চিন্তার শেষ নেই সাণ্ড্রার। জানে ও, এক সময় না এক সময় বয়সের ছাপ পড়বেই। এই শক্ত গাথুঁনী ঢিলে হয়ে যাবে। তখন? না, সেই অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কপালে ভাঁজ ফেলতে চায় না ও।

বাথরুম থেকে একটা পুরুষ গলা ভেসে আসছে, গুনগুনিয়ে গান গাইছে। মাথা ফিরিয়ে শাওয়ারের বন্ধ দরজার উপর চোখ রাখল ও। দৃপ্ত তারণ্যে ভরা গলা। উচ্ছল, সজীব, শক্তিমান এক তরুণের গলা। একটু আগেই বিছানায় এসবের প্রমাণ রেখে গোসল করতে ঢুকেছে যুবক।

সুখ অনুভূতিতে চোখ বুজে ফেলল সাণ্ড্রা। হাসছে। টকটকে লিপিস্টিক মাখা ঠোঁট দুটো নিঃশব্দ হাসিতে ফাঁক হয়ে আছে, ঝিলিক দিচ্ছে মুক্তোর মত সাদা দাঁতের সারি।

বাথরুমে গোসল করছে ল্যারী নিলি। সাণ্ড্রার জীবনের অসংখ্য যুবকদের সর্বশেষ সংযোজন। এক সময় ধূসর অতীতে হারিয়ে যাবে সে ও। কিন্তু শুধু বর্তমান নিয়েই বাঁচতে চায় সাণ্ড্রা। চায় পৌরুষত্ব। যে পৌরুষ ওকে দলে মলে একাকার করে দিতে পারে। চামড়ায় চামড়ায় ঘর্ষনে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিতে পারে, যৌনসুখের গভীরে নিয়ে যেতে পারে ওকে। ল্যারী নিলি ঠিক তাই।

তৃপ্তির হাসি সাণ্ডার ঠোঁটে। ওর জন্যে এক কথায় পাগল বলা যেতে পারে ল্যারীকে। এই শরীরের জন্যে কোন পুরুষই বা লালায়িত হবে না? অবশ্য ওদের এই উন্মাদনা কখনই দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয় না সাণ্ড্রা। মোট কজন পুরুষ ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে গেছে? এক ডজন, কিম্বা তারও বেশি আপন মনে ভাবল ও।

একটাই নীতি সাণ্ড্রার। পুরুষদের থেকে কিছুই চাইবে না সে। শুধু বিলিয়েই যাবে। নিজের এই সযত্নে লালিত শরীরটা বিলিয়ে দেবে।

জীবনের সব ধরনের গভীর, গোপন, নিষিদ্ধ সুখ দেবে ওদের। যা তারা কোনদিন কল্পনাতেও ভাবেনি। কামসূত্রের কোন আসনই বাদ দেবে না। বিনিময়ে অবশ্য একটা জিনিস চায় সেও। সেই চরম সুখটা। তারপর একসময় অনায়াসে লোকগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ও। স্বর্গ থেকে যেন মর্তে পতন হয় ওদের। শুধু সাথে থাকে কিছু সুখ স্মৃতি।

পাশ ফিরল সাণ্ড্রা। সরাসরি তাকাল আয়নার দিকে। বাদামী চুল ঘাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিছানায়। এখানো সামান্য লালের আভা লেগে আছে বাদামী মুখের চামড়ায়। বড় বড় গভীর নীল চোখ। লম্বা পাঁপড়ি, কেমন যেন নিঃস্পাপ একটা ভাব আছে চোখ জোড়ায়। ওর ভেতরের কামুকী রূপটাকে লুকিয়ে রাখে তা! কমলা লেবুর কোয়ার মত পুরুষ্ট ঠোঁট। লম্বাটে মুখ।

আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল সাণ্ড্রা। এই জীবন ছাড়া অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হবে না ও। ঘর, সংসার, স্বামী, সন্তান–এসব ওর জন্য নয়। মুক্ত বিহঙ্গের মত ঘুরে বেড়াবে ও। কোথাও কোন বন্ধন নেই। যখন প্রয়োজন পড়বে একজনকে তুলে আনবে বিছানায়। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে জড়াবে না। ওসব বোকা মেয়েরা করে। তাছাড়া স্বামীর নিরাপত্তা ওর দরকার নেই। টাকা পয়সা সমাজের মর্যাদার জন্যে কোন পুরুষের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয় না ওকে। সাণ্ড্রার নিজেরই অনেক আছে।

গান বন্ধ হয়ে গেছে বাথরুমে। চোখের পর্দায় ল্যারীর নগ্ন দেহটা ভেসে উঠল ওর। তামাটে কিউপিড মূর্তি যেন। সুঠাম, বলিষ্ঠ। তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে শুকিয়ে নিচ্ছে বুক, পিঠ, তলপেট, গোপনাঙ্গ, নিতম্ব,... ।

কাঁটা দিয়ে উঠল সাণ্ড্রার শরীর। উত্তেজিত হয়ে উঠছে চিন্তা করেই। মাত্র দু'সপ্তাহ হলো পরিচয় হয়েছে ছেলেটার সাথে। ঠিক ওর মনের মত জিনিস। যেমনি চেহারায় তেমনি বিছানায়। একটানা ক্লান্তিহীন সঙ্গম করে যেতে পারে রাতভর। অরগাজম হয়ে ছিঁচড়ে হয়ে যায় সাণ্ড্রা। কিন্তু তবুও চরমে পৌঁছায় না ল্যারী। অদ্ভুত কৌশলে আটকে রাখে নিজেকে।

খুট্ করে শব্দ হলো বাথরুমের দরজায়। বেরিয়ে এল ল্যারী। কোমরের নীচে একটা সাদা তোয়ালে পেঁচানো। ওর শরীরের প্রতিটা ইঞ্চি যেন চেটে চেটে খাচ্ছে সাণ্ড্রা। টের পাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে তাপ বাড়ছে শরীরের।

ঝাড়া ছ'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ল্যারী। একমাথা এলোমেলো কালো চুল। স্বচ্ছন্দ হাঁটার গতি। প্রতিটা পা ফেলার সাথে সাথে নেচে উঠে যেন মাংসপেশী।

'হাই!' সাণ্ড্রার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। জ্বলজ্বল করছে চোখ।

বুক নাচিয়ে হাসল সাণ্ড্রা। ওর নগ্ন শরীর দেখা মাত্র পরিবর্তন এসেছে ছেলেটার শরীরে। তোয়ালে ঠেলে ফুঁসে উঠেছে যন্ত্রটা। সেদিকে চোখ রেখে তর্জনী নেড়ে ডাকল সাণ্ড্রা।

সম্মোহিতের মত বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল ল্যারী। সাণ্ড্রার সমস্ত শরীরে খেলে বেড়াচ্ছে দৃষ্টি।

'হাই ডার্লিং! কি দেখছ অমন করে?' আদুরে গলায় বলল মেয়েটা।

ইচ্ছে করেই দু'পা আরও ফাঁক করে দিল, কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো ও। গালে ঠেকেছে ল্যারীর পুরুষাঙ্গ। হাঁ করে কামড়ে ধরল তোয়ালে। তারপর এক ঝটকায় খুলে নিল। মুক্তি পেয়ে তিড়িং করে নেচে উঠল ওটা। 'কি ব্যাপার? এখনি ক্ষিদে লেগেছে মনে হয়?'

আলতো করে লম্বা ম্যানিকিউর করা নখ ছোঁয়াল পুরুষাঙ্গের মাথায়।

লম্বা করে শ্বাস টানল ল্যারী। 'ডাইনী!' ফ্যাসফেসে গলায় বলল ও।

কৃত্রিম অভিমানে গাল ফোলাল সাণ্ড্রা। 'বেশ! ইচ্ছে না থাকলে করব না।'

ঝপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল ল্যারী। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল সাণ্ড্রাকে। বুভুক্ষুর মত ওর ঠোঁট জোড়া নিজের ঠোঁটে পুরে নিয়ে চুষতে শুরু করল। অন্য হাত দিয়ে দলাই মলাই করছে বুক।

'তারমানে আরেকবার গোসল নিতে হবে আমাকে।' মুখ তুলে বলল। একটা হাতের দু'টো আঙ্গুল ইতিমধ্যেই সাণ্ড্রার গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়েছে ও।

ল্যারীর পুরুষাঙ্গ দু'হাতে দিয়ে মুঠি পাকিয়ে ধরল সাণ্ড্রা। 'ঠিক আছে। কিছু করতে হবে না। এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।'

হাত সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল ও। ঝট করে চেপে ধরল ল্যারী। 'ওহ্ গড! এ সময় সরিয়ে নিও না! মরে যাব! কাতরে উঠল ও।

খিল খিল করে হেসে উঠল সাণ্ড্রা। মুখ এগিয়ে এনে গভীরভাবে চুমু খেল। ওর জিভ চুষছে ল্যারী। কেমন মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ। 'ভাগ্যিস পার্টিতে গিয়েছিলাম আমি।' চুমু শেষে বলল ল্যারী, 'ওখানেই তো পরিচয় তোমার সাথে।'

ওর থুতনী ধরে নাড়িয়ে দিল সাণ্ড্রা। 'তোমার সাথে পাট কাঠির মত যে মেয়েটা ছিল, কোথায়?'

'গোল্লায় যাক!' কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারী, 'ওর চেহারাটা পর্যন্ত মনে নেই এখন!'

অদ্ভুত একটা আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল সাণ্ড্রার মন। হ্যাঁ, সফল হয়েছে ও। একটা তরুণীর কাছ থেকে ল্যারীকে ছিনিয়ে এনেছে সে।

সামনে ঝুঁকে এল ল্যারী। ঠোঁট ছোঁয়াল সাণ্ড্রার বুকে। মুখে পুরে চুষছে বোঁটা। লালা দিয়ে সিক্ত করে তুলেছে। শিউরে উঠল সাণ্ড্রা। চরম সুখে গুঙিয়ে উঠল ও। ল্যারীর পিঠে খামচে ধরল। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে চোখ বন্ধ।

'আর পারছি না। শুরু করো জলদি।' সটান শুয়ে পড়ল সাণ্ড্রা। আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে দু'দিকে ছড়িয়ে দিল পা।

চুমু খেল ল্যারী। বন্য পশু হয়ে উঠল যেন সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল নগ্ন, পেলব শরীরের উপর। ঠিক পতঙ্গ যেভাবে ঝাঁপ দেয় আগুনের উপর।

দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে গ্রহণ করল সাণ্ড্রা। পিষে ফেলতে চাইছে শরীরের সাথে। তীব্র সুখে কেঁপে কেঁপে উঠছে সাণ্ড্রা। ল্যারীর ধাক্কাটা সইতে মৃদু আওয়াজ বেরোল মুখ দিয়ে। যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে টর্পেডো। সুখকর যাতনা। কিন্তু পরক্ষণেই দ্রুত বেগে উপরে নীচে ওঠা নামা করতে লাগল কোমর। একই সাথে পাশবিক শক্তিতে ওপর থেকে চাপ দিচ্ছে ল্যারী। দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো ওদের গতি।

প্রায় একই সাথে নিষ্ক্রমন হলো দু'জনেরই। সুখের অনুভূতিটা ফুরিয়ে যাওয়া মাত্র অবশ হয়ে এল সাণ্ড্রার শরীর। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে কপালে, দুই স্তনের মাঝে। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে ও।

বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ল ল্যারী। হাঁপাচ্ছে সেও। মুখ হাঁ করা। ওর দিকে আড়চোখে তাকাল সাণ্ড্রা।

'অদ্ভুত! তুলনা হয় না তোমার! রসে টই টুম্বুর!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রশংসার সুরে বলল ল্যারী।

হাসল সাণ্ড্রা। 'পরেরবার আরও উন্নতি করার চেষ্টা করব!'

ঠিক তখনি মনে পড়ে গেল কথাটা। সাথে সাথে মিলিয়ে গেল হাসি। ল্যারীর ভাই মার্ক আসবে শহরে। ওকে নিয়ে যেতে চায় সে। ল্যারীই সেদিন জানিয়েছে।

ভুঁরু কুঁচকে পাশ ফিরল সাণ্ড্রা। মুখোমুখি হলো ছেলেটার। এখনও সুস্থির হতে পারেনি ল্যারী।

'মার্কের কি খবর? এসে পৌঁছেছে?' হালকা গলায় প্রশ্নটা করল ও।

'হুঁ! কাল রাতে এসেছে।' হঠাৎ করেই যেন গম্ভীর হয়ে গেল ল্যারী। বোঝা যায়, মার্কের এভাবে আসাটাকে ঠিক সহজ ভাবে মেনে নিতে পারছে না সে।

'কথা হয়েছে ওর সাথে?'

'কিভাবে হবে বল?' মুচকি হাসল ল্যারী। আস্তে করে কামড়ে দিল

সাণ্ড্রার কানের লতি। 'সারারাত তো তোমার এখানেই কাটালাম। ওহ্ গড! যে কোন পুরুষকে পাগল করে তুলতে পার তুমি...'

ইচ্ছে করেই নিজেকে সরিয়ে নিল সাণ্ড্রা। সিরিয়াস কথার সময় এসব ন্যাকামী সহ্য হয় না ওর। 'তোমার কলেজ বন্ধ হচ্ছে কবে থেকে? পুরো সামারটা আমরা ফ্রান্সে কাটিয়ে আসতে পারি। সীন নদীতে ভেসে বেড়াব ইয়টে চড়ে। মুক্ত আকাশের নীচে রাত কাটাব আমরা। শুনেছি প্যারিসের সেক্স শপগুলোতে দারুণ সব জিনিস পাওয়া যায়। চিন্তা করে দেখ, ল্যারী। পুরো একটা বছর ফুর্তি করে বেড়াব আমরা।' একটু থামল ও। তারপর গলায় সামান্য উদাসীনতা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'অবশ্য তোমার যদি যাবার ইচ্ছে না থাকে তাহলে অন্য কথা।'

অবশ্য শুধু যে ফুর্তির জন্যই প্যারিস যাবে ও, তা নয়। ব্যবসায়িক প্রয়োজনও আছে কিছু। ব্যাপারটা আগেই জানিয়ে রেখেছে ল্যারীকে। ল্যারীর যখন থেকে সামার হলিডে, প্যারিসে ফ্যাশন শো শুরু হবে। পেশায় ডিজাইনার সাণ্ড্রা। পোষাকের ডিজাইন করে ও। দীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে আমেরিকার প্রথম শ্রেণির দশজনের তালিকায় নাম লিখিয়ে নিয়েছে নিজের। 'ম্যাডাম ট্রিমেন'স ফ্যাশানের' নাম এক ডাকে চেনে সবাই। বিশাল অফিস। রমরমা অবস্থা।

অবশ্য প্রথম জীবনে যথেষ্ট ধকল সইতে হয়েছে ওকে। বড় বিশ্রী ছিল সময়টা তখন। এমন কি অন্যের ডিজাইনও নকল করেছে ও। সে সব কথা এখন আর মনে করতে চায় না সাণ্ড্রা। অবশ্য তখন যা করেছে, তা প্রয়োজনের তাগিদেই করেছে। তা নিয়ে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নয় সে।

পৃথিবীর বড় বড় ফ্যাশন শোগুলোতে যোগ দেয় সাণ্ড্রা। বিশেষ করে প্যারিসের শো মিস করে না। ওর তৈরি পোষাক পরে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দেয় মডেলরা। হঠাৎ করেই এবার খেয়াল চেপেছে ওর সাথে ল্যারীকে নিয়ে যাবে। যৌন সঙ্গী হিসেবে।

নিঃশ্বাস ফেলে চিত হয়ে শুলো ল্যারী। ছাদের দিকে দৃষ্টি। 'ভাইয়াকে ব্যাপারটা ঠিক কিভাবে বুঝিয়ে বলব বুঝতে পারছি না।' চিন্তিত গলায় বলল ও, 'এক কাজ করলে কেমন হয়? তুমিই বরং আমাদের সাথে ক্যালিফোর্নিয়ায় চল না? সামারটা কাটিয়ে আসবে।'

বহু কষ্টে ভেতরে রাগ চেপে রাখল সাণ্ড্রা। বলে কি গর্দভটা? ক্যালিফোর্নিয়া একটা জায়গা হলো! বিশ্রী রোদ কটকটে এলাকা।

'ওহ্, বুঝেছি!' ঠাণ্ডা গলায় বলল ও, 'ভাইয়ের জন্য খুব টান তোমার। ওকে ছাড়া এতিম মনে হয় বুঝি!' বিদ্রূপের ছোঁয়া কথায়।

'প্লিজ, সান্ড্রা! একটু বোঝার চেষ্টা কর!' একেবারে এই টুকু থেকে আমাকে বড় করেছে ভাইয়া। আমার জন্য ও যা করেছে, পৃথিবীর আর কেউ তো করতে পারবে না। সেজন্যই ভাবছি, কথাটা কিভাবে বলব ওকে।'

পুরনো কেচ্ছা। শুনতে শুনতে কান পঁচে গেছে সান্ড্রার। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করল না ও। যা খুশি বলুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেবে ল্যারী, জানাই আছে ওর। যে কোন মূল্যে বাজী ধরতে পারে, প্যারিসেই যাবে ছেলেটা। 'আমি যদি এখন কলেজ ছেড়ে চলে যাই, ভীষণ আঘাত পাবে ভাইয়া। ওর জীবনের স্বপ্ন কলেজ পাশ করে উকিল হব আমি। বাবা-মা মারা যাবার পর আমার সব দায়িত্ব নিয়েছে ও। যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আমার সব আশা মেটাতে। এখন যদি নিরাশ করি ওকে...' চুপ হয়ে গেল ল্যারী। তারপর জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে। 'ক্যালিফোর্নিয়ার বাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর ডিজাইনে বানিয়েছে আমার বড় ভাই। রোমান ডিজাইনে তৈরি। চমৎকার একটা সুইমিং পুল রয়েছে বাড়ির পেছনে। সত্যি তোমার পছন্দ হবে সান্ড্রা।'

না, পছন্দ হবে না, মনে মনে বলল সান্ড্রা। অন্যের ডিজাইন কখনো পছন্দ হতে পারে না ওর। যেমন ল্যারীর উপর মার্কের খবরদারীটাও পছন্দ নয়। গত দু'সপ্তাহের পরিচয়ে জানতে পেরেছে ল্যারীর সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছে মার্ক নামের ঐ লোকটা। এমনকি তার নির্দেশেই ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে ভর্তি হয়েছে ল্যারী। প্রতি বছর সামারে ল্যারীকে নিতে আসে মার্ক। ওরা দুজনে মিলে ফিরে যায় ক্যালিফোর্নিয়াতে। ওদের ফার্ম হাউজে।

নিজের অজান্তেই হাত মুঠি পাকিয়ে ফেলল সান্ড্রা। ঐ মার্ক নামের অদেখা লোকটার প্রতি অদ্ভুত একটা ঘেন্না জমে গেছে মনে। লোকটাকে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হচ্ছে। ওর থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ল্যারীকে। সান্ড্রার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। যেভাবেই হোক ফেরাতে হবে ল্যারীকে। মার্ককে বুঝিয়ে দেবে রক্তের টানের চাইতে বড় টান হচ্ছে লোভনীয় নারী দেহ।

'ঠিক আছে। ক্যালিফোর্নিয়াতেই যাও তুমি!' শেষ সিদ্ধান্তের মত শোনাল সান্ড্রার গলা, 'ওখানে গিয়ে ভাইয়ের তুলোর ক্ষেত্রে ট্রাক্টর চালাও। লাভই হবে মার্কের। বিনে পয়সায় খাটিয়ে নেবে তোমাকে। একটা ড্রাইভারের পয়সা বেঁচে যাবে। তাতে আমার কি? মার্কের পরিকল্পনা যাতে ভেস্তে না যায় সেদিকে নজর রাখব আমি। একাই যাব প্যারিস।'

'প্লিজ, সান্ড্রা!' আঁতকে উঠল যেন ল্যারী, 'এসব কি বলছ! যাব না

তোমার সাথে এমন তো কিছু বলিনি তোমাকে। আসল কথা হলো মার্ককে কিভাবে বুঝিয়ে বলব সেটাই ভাবছি!' বহু কষ্টে নিজের ভেতরে উল্লাস চেপে রাখল সাণ্ড্রা। নিরাসক্ত চেহারা। হ্যাঁ, জয় হয়েছে ওর। ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে না ল্যারী, এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও।

'উত্তরটা এখনি জানতে চাই আমি,' ল্যারীর উরুর উপর পা তুলে দিল সাণ্ড্রা, 'আমার সাথে তুমি যাচ্ছ?'

অসহায় বাচ্চা ছেলের মত দেখাচ্ছে ল্যারীকে। দ্বিধা দ্বন্দে ভুগছে। একদিকে এক মোহনীয় নারী, অন্য দিকে বড় ভাইয়ের প্রতি দায়িত্ব বোধ। কোনটা বেছে নেবে ও। সাণ্ড্রার নগ্ন কাঁধে হাত রাখল। কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করল। 'আজ রাতে দেখা হচ্ছে আমাদের?' প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে ও।

'তার আগে নিজের মনের কাছে প্রশ্ন করে উত্তরটা জেনে নিও, ল্যারী,' কাঁধের উপর হতে হাত সরিয়ে দিল ও, 'এখন যেতে পার। ঘুমাবো আমি। খুব ক্লান্ত।'

কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল ল্যারীর চেহারা। সবে আরেকবার নতুন করে উত্তেজিত হয়েছিল ছেলেটা। আশাহত হলো ও। কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস পেল না।

বাধ্য ছেলের মত উঠে কাপড় পড়তে শুরু করল। বহু কষ্টে হাসি সামলে রাখছে সাণ্ড্রা। ভাল করেই জানে ওর মায়াজাল ছিঁড়ে পালাতে পারবে না ছেলেটা। ফিরে ওকে আসতেই হবে।

ল্যারী বেরিয়ে যাবার পর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সাণ্ড্রা। ওর দৃঢ় বিশ্বাস আজকেই মার্কের সাথে কথা বলবে ল্যারী। তারপর? ক্ষেপে উঠবে ওর ভাই। ছুটে আসবে সাণ্ড্রার কাছে। আসুক! ক্যালিফোর্নিয়ার সামান্য একজন অখ্যাত কৃষককে সামলান কোন ব্যাপার নয় সাণ্ড্রা ট্রিমেনের জন্য।

দুই

শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সেভেণ্টি টু ইস্ট এভিনুতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিয়াল্লিশ তলা বিল্ডিংটা। সাত, আট, নয়–এই তিনটে ফ্লোর জুড়ে সাণ্ড্রার অফিস 'ট্রিমেন্স ফ্যাশনস।'

লিফটের দরজা খুললেই লম্বা লবি। লবির দু'ধারে ঝক ঝকে দামী ক্রিস্টালের কাঁচের ডিসপ্লে উইনডো। নানা ডিজাইনের রকমারী পোশাক সাজানো। পোষাকের সাথে সাঁটা তালিকা। দু'শো ডলার থেকে হাজার ডলারের মধ্যে দাম প্রতিটা ড্রেসের।

বিল্ডিংয়ের এণ্ট্রান্স দিয়ে গট গট করে ভেতরে ঢুকে গেল সাণ্ড্রা। ওকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে নড করল লিফট ম্যান। মুখে অমায়িক হাসি। কোন তালায় যাবে বলতে হলো না সাণ্ড্রাকে। জানে লিফট ম্যান। ওর বিশ্বাস, আদেশ করলে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পা চেটে দিতেও বাঁধবে না লোকটার। ওর সামান্য কৃপা পেলেই বর্তে যাবে।

নয় তালায় আসার পর থেমে পড়ল লিফট। খুলে গেল দরজা। ঝকঝকে করিডোরে পা রাখল সাণ্ড্রা। কিন্তু সাথে সাথেই কুঁচকে উঠল ভুরু। ছয় ইঞ্চি পুরু সাদা পার্সিয়ান কাপের্টের এক কোনায় একটা আধ পোড়া সিগারেট। কোন গর্দভের কাজ একটা জানতে পারলে ভাল হত। আচ্ছা করে টাইট দেয়া যেত ব্যাটাকে, আপন মনে ভাবল ও। আসলে পুরুষ জাতটারই মাথা মোটা।

ডিসপ্লে উইনডোর উপর নজর বোলাল ও। খুশি হয়ে উঠল মন। ঝক ঝক করছে কাচ। ক্রিস্টালের ভেতর দিয়ে কি দারুণ দেখাচ্ছে পোশাকগুলো।

ওর সাধনার ধন এই ডিজাইনগুলো। পৃথিবীর সমস্ত কোটিপতি, লাখপতি মহিলাদের ভূষণ এগুলো। হলিউডের নায়িকা থেকে শুরু করে খোদ প্রেসিডেন্টের স্ত্রী পর্যন্ত এই পোশাক পরে। আর সেই সাথে ভারী হয়ে উঠেছে ওর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। আপন মনেই হাসল ও।

দ্রুত পায়ে লবি ধরে এগিয়ে গেল ও। তারপরেই প্রশস্ত অফিস লাউঞ্জ। হালকা সবুজ ফার্ণের ডিজাইন করা ওয়াল পেপার দেয়ালে। সামান্য ঘিরে

রঙের ছাদ। অত্যন্ত আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্রে সাজান। ফাইবার গ্লাসের চমৎকার ছোট ছোট চেয়ার আর টেবিল। ঘরের ঠিক মাঝ বরাবর রিসেপশনিস্টের ডেস্ক। একজন সদা ব্যস্ত রিসেপশনিস্ট মেয়ে বসে আছে ডেস্কের পেছনের চেয়ারে। মেয়েটার দিকে তাকাল সাণ্ড্রা।

এই ঘরের সাথে যেন নিখুঁত ভাবে খাপ খাইয়ে গিয়েছে মেয়েটা। বয়স চব্বিশের উপরে নয়। সুন্দর ডিম্বাকৃতির মুখ। মাঝারী ঠোঁট। হাসলে ঝিলিক দেয় ঝকঝকে দু'সারি দাঁত। এক মাথা কালো কুঁচকুঁচে চুল। সামান্য তেলতেলে মোলায়েম গায়ের চামড়া। সুন্দর করে প্ল্যাক করেছে ভুরু। ঠোঁটে কড়া লিপিস্টিক।

মেয়েটাকে 'হাই চিক' বিউটি বলা চলে। গালের হাড় সামান্য উঁচু থাকায় তীক্ষ্ণতা এসেছে চেহারায়। বড় বড় ধূসর চোখ। কিন্তু এর পরেও ওকে ঠিক অদ্ভুত সুন্দরীদের তালিকায় ফেলতে পারে না সাণ্ড্রা। চেহারায় সামান্য কিছু খুঁত রয়ে গেছে মেয়েটার। প্রথম কথা নীচের ঠোঁটটা উপরেরটার চাইতে সামান্য ফোলা। আর নাকের উপর সুক্ষ্ণ কয়েকটা তিলের মত ছিটে দাগ আছে। সবার চোখে ধরা পড়বে না ব্যাপারটা। কিন্তু সাণ্ড্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সচকিত হলো মেয়েটা। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। চেহারায় বিরক্ত ভাব।

'গুড মর্নিং, লিণ্ডা!' সাণ্ড্রার চোখে কৌতুক। মেয়েটা ওকে ঘৃণা করে বুঝতে পারে ও। কিন্তু ওর অফিসেই কাজ করছে। কারণ এখানে যা বেতন সে পায়, তা অন্য কোন চাকরিতে পাবে না। লিণ্ডার অসহায়ত্ব রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করে সে।

দু'টো কারণে লিণ্ডা মেয়েটাকে সহ্য করতে পারে না সাণ্ড্রা। সত্যি বলতে রীতিমত ঈর্ষা করে। প্রথম কারণ হলো ওর চেয়ে অনেক কম বয়স লিণ্ডার। যে সময়টায় মেয়েদের শরীরে যৌবনে উপচে ওঠে ঠিক সেই বয়স লিণ্ডার। আর দ্বিতীয় কারণ সে সুন্দরী। সুযোগ পেলেই ঈর্ষার ঝাল মিটিয়ে নিতে ভুলে না সাণ্ড্রা।

'আমার খোঁজে কেউ এসেছে?' জিজ্ঞেস করল ও। মাথা নাড়ল লিণ্ডা। 'না। তবে সেই সকাল আটটা থেকে তিন তিনবার ফোন করেছে মিঃ স্যাণ্ডার্স। আপনার সাথে ওর এ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

ঘড়ি দেখল সাণ্ড্রা। সাড়ে ন'টা বাজে। আটটার সময় ছিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট। পুরো দেড় ঘণ্টা লেট করেছে ও। কিন্তু তা নিয়ে মোটেও বিব্রত নয় সাণ্ড্রা।

ওর এ্যাডভার্টাইজমেন্ট এজেন্ট মিঃ স্যাণ্ডার্স। ওর ড্রেসের বিজ্ঞাপনে লে-আউট করে। স্যাণ্ডার্সের শেষ লে-আউট মোটেও পছন্দ হয়নি সাণ্ড্রার এক কথায় বাতিল করে দিয়েছে। আজ সকালে নতুন লে-আউট নিয়ে আসার কথা।

'ফোন করো ওকে।' বিরক্ত গলায় আদেশ দিল সাণ্ড্রা, 'বলবে দশ মিনিটের মধ্যে এখানে হাজির চাই ওকে। এক মিনিটও যেন দেরি না হয়।' দশ মিনিট! পাগল! বিশ মিনিটেও আসতে পারবে কি না সন্দেহ!

মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত একটা পুলক বোধ করল ও। কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই আবার বিষিয়ে উঠল মন। আশা করেছিল অফিসে পৌঁছেই শুনবে ওর সাথে দেখা করতে চায় মার্ক নেলি নামের এক লোক। কিন্তু কই? কিছু বলল না তো লিণ্ডা। তারমানে নিশ্চই এখানো ভাইয়ের সাথে কোন আলাপ হয়নি ল্যারীর।

'ব্লাডি ফুল!' আপন মনেই বিড়বিড় করে গালি দিল ও। ইচ্ছে হচ্ছে চাবকে পাছার ছাল তুলে দেয় গর্দভ ল্যারীর। ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে লিণ্ডা টের পেল সাণ্ড্রা।

'কি ব্যাপার? কি দেখছ অমন করে!' রাগ দমন করে শান্ত গলায় বলল ও, 'ফোন কর জলদি।'

'ইয়েস, ম্যাম।' 'পি.বি.এক্স নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। ডায়াল ঘোরাচ্ছে।

আর দাঁড়াল না সাণ্ড্রা। গট গট করে এগিয়ে গেল ওর অফিস রুমের দিকে। এক ঝটকায় দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। ভেতরের রাগ কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। জীবনে কোনদিনও মার্ক নিলি নামের লোকটার মুখোমুখি হয়নি সাণ্ড্রা। কিন্তু তবুও বুঝতে পারছে লোকটাকে কোন ভাবেই পছন্দ হতে পারে না ওর।

'ট্রিমেনস ফ্যাশনস' এর অফিসে পা রাখল মার্ক নিলি। কার্পেটে দেবে গেল জুতোর গোড়ালী। ছিমছাম, ফিটফাট সব কিছু। ডিসপ্লে উইনডোতে ঝুলছে দামী পোশাক। কিন্তু এসবের কোন দিকেই নজর নেই ওর। চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে সে। লবি পেরিয়ে লাউঞ্জে এসে পড়ল। সামনে ডেস্কে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট বসে। কিন্তু মেয়েটাকে যেন নজরেই পড়েনি ওর।

থেমে দাঁড়াল মার্ক। চার দিকে চোখ বোলাচ্ছে ও। ছ'ফুটের সামান্য বেশি হবে লম্বায়। রোদে পোড়া তামাটে লম্বা মুখ। দেখেই বোঝা যায় মাঠে কাজ করে অভ্যাস আছে এই লোকের। এক কথায় খেঁটে খাওয়া মানুষ।

পরিশ্রমী। সরু,তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখ। সদা সতর্ক দৃষ্টি। দেখে মনে হয় কোন কিছুই নজর এড়াচ্ছে না ওর। চওড়া চোয়াল এবং থুতনি। পাতলা নাক। সামান্য নীচের দিকে বাঁকান। চেহারায় একটা নিষ্ঠুর ছাপ এনে দিয়েছে তা। সরু দুটো ঠোঁট পরস্পরের সাথে সেঁটে আছে। তিরিশের মত বয়স হবে। চেহারা দেখে হঠাৎ কিছু ঠাহর করা যায় না।

শক্তিশালী শরীরের গঠন মার্কের। গাঢ় নীল শার্টের নীচে রশির মত পাঁকানো মাংসপেশীর আভাস পাওয়া যায়। চওড়া বুক এবং সরু কোমর। লম্বা দু'টো হাত।

সব চাইতে বড় কথা, সুপুরুষ সে। ক্লিন শেভ মুখখানা দেখলে যে কোন নারীর বুকে কামনার আগুন জ্বলতে বাধ্য। হঠাৎ করেই যেন ডেস্কে বসা রিসেপশনিস্ট মেয়েটার দিকে নজর গেল মার্কের। সামান্য অপ্রস্তুত হলেও আচরণে প্রকাশ পেল না। চোখ সরু করে ডেস্কের উপর রাখা নেম প্লেট পড়ল ও।

'মিস লিণ্ডা উইলিয়ামস,' মৃদু গলায় বলল মার্ক, 'মিস ট্রিমেনের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

ঠিক তখনি সাণ্ড্রা ট্রিমেন লেখা দরজার পাশ থেকে ভেসে এল একটা মহিলার গলা। প্রচণ্ড রাগে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে মহিলা। তীব্র, চাবুকের মত আঘাত হানছে যেন প্রতিটা কথা। যার উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে তার দশা চিন্তা করে দুঃখে বোধ করছে মার্ক।

কিন্তু নির্বিকার লিণ্ডা। চেহারা দেখে বোঝা যায় এ ধরনের ঘটনা নতুন নয় এই অফিসে। অনেকেই হয়তো এমন গালাগালি সহ্য করতে হয় মুখ বুঁজে।

মার্কের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসার চেষ্টা করল মেয়েটা।

'এখনও দেখা করার ইচ্ছে আছে?'

'অবশ্যই। জরুরি দরকার আমার।' গম্ভীর হলো ও।

এমন সময় খুলে গেল বন্ধ অফিসের দরজা। লম্বা, শুকনো মত একটা লোক বেরিয়ে এল। কালো মুখ। বিধ্বস্ত চেহারা। দরজা বন্ধ হবার আগে রুমের ভেতরটা একনজরের জন্য দেখতে পেল মার্ক। রাগী মুখে পায়চারী করছে একজন মহিলা।

ডেস্কের পাশ দিয়ে যাবার সময় লিণ্ডার দিকে তাকাল লোকটা। 'মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে ম্যাডামের। সব সময়ই তাই থাকে।' বিরস গলায় বলল সে।

'দুঃখিত, মি. স্যাণ্ডার্স।'

'না, তোমার কি দোষ!' থেমে দাঁড়াল স্যাণ্ডার্স, 'এখন কি করি আমি। এবারের লে-আউটটাও পছন্দ হয়নি মিস ট্রিমেনের।'

অসহায় ভঙ্গীতে শ্রাগ করল লিণ্ডা। 'আমি নিরুপায়।' মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার দিকে এগোল লোকটা। নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক। স্যাণ্ডার্সের জন্য দুঃখ হচ্ছে। একজন মহিলার কাছ থেকে এ ধরনের ব্যবহার ও নিজে অন্তত সহ্য করবে না।

ইন্টারকমের সুইচের উপর আঙ্গুল রেখে মার্কের দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট। 'আপনার নাম?'

'মার্ক নিলি।'

সুইচ টিপে দিল ও। ওপাশ থেকে বিরক্ত মহিলা গলা। 'কি হলো আবার আবার?'

'মিস ট্রিমেন। আপনার সাথে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। নাম মার্ক নিলি।'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর যখন আবার শোনা গেল গলা তখন একটু আগের বিরক্ত ভাবটা নেই। আদুরে বেড়ালের মত হয়ে গেছে সাণ্ড্রার গলা। 'একটু অপেক্ষা করতে বল ওকে।'

ইন্টারকমের সুইচ অফ করে দিল মেয়েটা। 'বসুন মিস্টার নিলি। বুঝতেই পারছেন, ব্যস্ত আছে ম্যাডাম। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

(এরপরে কী ঘটল জানতে রোমান্স ও সেক্সে ভরপুর *দ্য লাভার্স গেম* পড়ুন– প্রকাশক)
